ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সাল ১৪ চতুর্দ্দশ আইন।

ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ২ আইনের লিখিত কোন২ কথা শুধরিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈস প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের তারিখ ৯ সেপ্তেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৪ সালের ২৬ ভাদ্র মওয়াফেকে ফসলী ১২২৪ সালের ১৪ ভাদ্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৪ সালের ১১ ভাদ্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৪ সালের ১৩ ভাদ্র মোতাবেকে হিজরী ১২৩২ সালের ২৬ শহর শওয়ালে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ২ আইনের ২ নম্বরের যে হিসাবের নকশামতে কলিকাতার টাকশালে সোণার হিসাব হয় সেই হিসাবের নকশাতে অনেক স্থানে অশুদ্ধ হইয়াছে একারণ শ্রীযুত বৈস প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিতব্য দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি কলিকাতার হুকুমের তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ২ আইনের হিসাবের নকশাসম্পর্কীয় কোন২ কথা রদ হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ২ আইনের লিখিত যে কোন২ কথা ঐ আইনের ২ নম্বরের যে হিসাবের নকশামতে কলিকাতার টাকশালে সোণার হিসাব হয় তাহার সহিত সম্পর্ক রাখে তাহা এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল ইতি।

৩ ধারা।

উপরের ধারার লিখিত আইনের ২ নম্বরের হিসাবের নকশার বদলে এই আইনের নীচের লিখিতব্য সোণার হিসাবের নকশা চলন হইবার কথা।

আশরফী জরব করিবার অর্থাৎ মোহর বানাইবার জন্যে কলিকাতার টাকশালে যত সোণা দাখিল হয় তাহার যাচাই ও পরখ হইলে পর তাহাতে যত আশরফী হইবেক তাহার ও জরবের মাসুলের ও মালিকের অর্থাৎ যে ব্যক্তি সোণা দাখিল করে তাহার পাওনা বেবাক আশরফীর সংখ্যা উপরের ধারার লিখিত আইনের ২ নম্বরের হিসাবের নকশার বদলে এই আইনের নীচের লিখিতব্য হিসাবের নকশামতে হিসাব করা যাইবেক ও তাহার মতে পরখাইয়ের সাহেবের হজুরহইতে সর্টিফিকট্ তৈয়ার হইয়া সেই সোণার মালিক পাইবেক ইতি।

কলিকাতার

কলিকাতার টাক্‌শালে যত সোণায় যত আশ্‌রফী অর্থাৎ মোহর প্রস্তুত হইবেক তাহার হিসাবের নক্‌শা।

কলিকাতার টাক্‌শালে দাখিল হওয়া সোণার ওজন।	কলিকাতার টাক্‌শালের সিক্কার সোণার পরখের খুঁট মিলানে ফিশত ভরী বেশী কি কমীর পরিমাণ।	কলিকাতার টাক্‌শালের সিক্কার সোণার পরখহইতে খার টা কি মরা সোণাহওন বাবৎ বেশী কি কমীর পরিমাণ।	কলিকাতার টাক্‌শালে সিক্কার সোণার পরখ সহী করিবার খরচা।	মিনাহ একুন।	কলিকাতার টাক্‌শালের সিক্কার সোণার পরখ সহী সোণার পরিমাণ।	পরীক্ষার দ্বারা যত আশ্‌রফী হয় তাহার সঙ্খ্যা।	জরবের মাসুল ফিশত অর্থাৎ ফিশত টাকায় দুই টাকা আট আনা।	মালিকের পাওনা বেবাক আশ্‌রফীর সঙ্খ্যা।
১০০ভরী	৵০ বেশী	--৭৫৬	০	০	১০০--৭৫৬	৯৪--৮২১	২--৩৭১	৯২--৪৫৮
ঐ	||৵০	--৬৩০	০	০	১০০--৬৩০	৯৪--৭১১	২--৩৬৮	৯২--৩৪৩
ঐ	||০	--৫০৪	০	০	১০০--৫০৪	৯৪--৫৯২	২--৩৬৫	৯২--২২৭
ঐ	|৵০	--৩৭৮	০	০	১০০--৩৭৮	৯৪--৪৭৩	২--৩৬২	৯২--১১১
ঐ	|০	--২৫২	০	০	১০০--২৫২	৯৪--৩৫৫	২--৩৫৯	৯১--৯৯৬
ঐ	৵০	--১২৬	০	০	১০০--১২৬	৯৪--২৩৬	২--৩৫৬	৯১--৮৮০
ঐ	সিক্কা সহী	০	০	০	১০০	৯৪--১১৮	২--৩৫৩	৯১--৭৬৫
		কলিকাতার টাক্‌শালের সিক্কার সোণাহইতে মরা সোণাহওন বাবৎ বাদ।						
ঐ	৵০ কম	--১২৬	০	--১২৬	৯৯--৮৭৪	৯৩--৯৯৯	২--৩৫০	৯১--৬৪৯
ঐ	|০ কম	--২৫২	--৫	--৭৫২	৯৯--২৪৮	৯৩--৪১০	২--৩৩৫	৯১--০৭৫
ঐ	|৵০	--৩৭৮	--৫	--৮৭৮	৯৯--১২২	৯৩--২৯১	২--৩৩২	৯০--৯৫৯
ঐ	||০	--৫০৪	--৫	১--০০৪	৯৮--৯৯৬	৯৩--১৭৩	২--৩২৯	৯০--৮৪৪
ঐ	||৵০	--৬৩০	--৫	১--১৩০	৯৮--৮৭০	৯৩--০৫৪	২--৩২৬	৯০--৭২৮

এই নক্‌শার বিবরণ এই যে ভরী কি আশ্‌রফী যাহা হয় তাহার ও তাহার অংশের অঙ্কের মধ্যে এক ক্ষুদ্র কমী এতাবতাছেদ আছে ও ঐ কমীর বাঁয়ে যে অঙ্ক আছে সে ভরী কি আশ্‌রফীর অঙ্ক ও তাহার ডাহিনে ভরী কি আশ্‌রফীর অংশের অঙ্ক বুঝা যাইবেক অতএব ঐ কমীর ডাহিনে যে খানে এক অঙ্ক আছে তাহাকে ভরী কি আশ্‌রফীর দশ অংশের অংশ জানা যাইবেক যেমন

১——৫

ইহাতে বুঝা যাইবেক যে এক ভরী কি আশ্‌রফী ও এক ভরী কি আশ্‌রফীকে দশ অংশ করিয়া তাহার পাঁচ অংশ ও ঐ কমীর ডাহিনে যে খানে দুই অঙ্ক আছে তাহাকে ভরী কি আশ্‌রফীর এক শত অংশের অংশ জান করা যাইবেক যেমন

২——১৯

ইহাতে বুঝা যাইবেক যে দুই ভরী কি আশ্‌রফী ও এক ভরী কি আশ্‌রফীকে

কলিকাতার টাক্শালে যত সোণায় যত আশরফী অর্থাৎ মোহর প্রস্তুত হইবেক তাহার হিসাবের নক্শা।

একশত অংশ করিয়া তাহার উনিশ অংশ ও ঐ কমীর ডাহিনে যে খানে তিন অঙ্ক আছে তাহাতে এক ভরী কি আশরফীর হাজার অংশের অংশ জানা যাইবে যেমন ৩—১২২ ইহাতে বুঝা যাইবেক যে তিন ভরী কি আশরফী ও এক ভরী কি আশরফীকে হাজার অংশ করিয়া তাহার একশত বাইশ অংশ।

কলিকাতার টাক্শালে দাখিল হওয়া সোণার ওজন।	কলিকাতার টাক্শালের সিক্কার সোণার পরখের খুঁট মিলানে ফিশত ভরী বেশী কি কমীর পরিমাণ।	কলিকাতার টাক্শালের সিক্কার সোণার পরখহইতে খাটী কি মরা সোণাহওন বাবৎ বেশী কি কমীর পরিমাণ।	কলিকাতার টাক্শালের সিক্কার সোণার পরখ সহী করিবার খরচা।	মিনাহ এককুন।	কলিকাতার টাক্শালের সিক্কার সোণার পরখ সহী সোণার পরিমাণ।	পরীক্ষার দ্বারা যত আশরফী হয় তাহার সঙ্খ্যা।	জরবের মাসুল ফিশত অর্থাৎ ফিশত টাকায় দুই টাকা আট আনা।	মালিকের পাওনা বেবাক আশরফীর সঙ্খ্যা।
১০০০ ভরী	৶০ কম	—৭৫৬	—৫	১—২৫৬	৯৮—৭৪৪	৯২—৯৩৬	২—৩২৩	৯০—৬১৩
ঐ	৶৴	—৮৮২	—৫	১—৩৮২	৯৮—৬১৮	৯২—৮১৭	২—৩২০	৯০—৪৯৭
ঐ	১	১—০০৮	—৫	১—৫০৮	৯৮—৪৯২	৯২—৬৯৮	২—৩১৭	৯০—৩৮১
ঐ	১।০	১—২৬০	—৫	১—৭৬০	৯৮—২৪০	৯২—৪৬১	২—৩১১	৯০—১৫০
ঐ	১৷৷০	১—৫১২	—৫	২—০১২	৯৭—৯৮৮	৯২—২২৪	২—৩০৬	৮৯—৯১৮
ঐ	১৶০	১—৭৬৪	—৫	২—২৬৪	৯৭—৭৩৬	৯১—৯৮৭	২—৩০০	৮৯—৬৮৭
ঐ	২	২—০১৬	—৫	২—৫১৬	৯৭—৪৮৪	৯১—৭৫০	২—২৯৪	৮৯—৪৫৬
ঐ	২।০	২—২৬৮	—৫	২—৭৬৮	৯৭—২৩২	৯১—৫১২	২—২৮৮	৮৯—২২৪
ঐ	২৷৷০	২—৫২০	—৫	৩—০২০	৯৬—৯৮০	৯১—২৭৫	২—২৮২	৮৮—৯৯৩
ঐ	২৶০	২—৭৭২	—৫	৩—২৭২	৯৬—৭২৮	৯১—০৩৮	২—২৭৬	৮৮—৭৬২
ঐ	৩	৩—০২৪	—৫	৩—৫২৪	৯৬—৪৭৬	৯০—৮০১	২—২৭০	৮৮—৫৩১
ঐ	৩।০	৩—২৭৫	—৫	৩—৭৭৫	৯৬—২২৫	৯০—৫৬৫	২—২৬৪	৮৮—৩০১
ঐ	৩৷৷০	৩—৫২৬	—৫	৪—০২৬	৯৫—৯৭৪	৯০—৩২৮	২—২৫৮	৮৮—০৭০
ঐ	৩৶০	৩—৭৭৮	—৫	৪—২৭৮	৯৫—৭২২	৯০—০৯১	২—২৫২	৮৭—৮৩৯
ঐ	৪	৪—০৩০	—৫	৪—৫৩০	৯৫—৪৭০	৮৯—৮৫৪	২—২৪৬	৮৭—৬০৮
ঐ	৪।০	৪—২৮২	—৫	৪—৭৮২	৯৫—২১৮	৮৯—৬১৭	২—২৪০	৮৭—৩৭৭
ঐ	৪৷৷০	৪—৫৩৪	—৫	৫—০৩৪	৯৪—৯৬৬	৮৯—৩৮০	২—২৩৫	৮৭—১৪৫
ঐ	৪৶০	৪—৭৮৬	—৫	৫—২৮৬	৯৪—৭১৪	৮৯—১৪৩	২—২২৮	৮৬—৯১৫
ঐ	৫	৫—০৩৮	—৫	৫—৫৩৮	৯৪—৪৬২	৮৮—৯০৫	২—২২৩	৮৬—৬৮২
ঐ	৫।০	৫—২৯০	১	৬—২৯০	৯৩—৭১০	৮৮—১৯৮	২—২০৫	৮৫—৯৯৩
ঐ	৫৷৷০	৫—৫৪১	১	৬—৫৪১	৯৩—৪৫৯	৮৭—৯৬১	২—১৯৯	৮৫—৭৬২

কলিকাতার টাক্শালে যত সোণায় যত আশ্রফী অর্থাৎ মোহর প্রস্তুত হইবেক তাহার হিসাবের নক্শা।

কলিকাতার টাক্শালে দাখিল হওয়া সোণার ওজন।	কলিকাতার টাক্শালের সিক্কার সোণার পরখের খাঁট মিলানে ফিশত ভরী বেশী কি কমীর পরিমাণ।	কলিকাতার টাক্শালের সিক্কার সোণার পরখহইতে খাঁটী কি মরা সোণা হওন বাবৎ বেশী কি কমীর পরিমাণ।	কলিকাতার টাক্শালে সিক্কার সোণার পরখ সহী করিবার খরচা।	মিনাহ একুন।	কলিকাতার টাক্শালের সিক্কার সোণার পরখ সহী সোণার পরিমাণ।	পরীক্ষার দ্বারা যত আশ্রফী হয় তাহার সংখ্যা।	জরবের মাসুল ফিশত অর্থাৎ ফিশত টাকায় দুই টাকা আট আনা।	মালিকের পাওনা বেবাক আশ্রফীর সংখ্যা।
১০০ভরী	৫৸০	৫—৭৯৩	১	৬-৭৯৩	৯৩—২০৭	৮৭—৭২৪	২—১৯৩	৮৫—৫৩১
ঐ	৬	৬—০৪৫	১	৭-০৪৫	৯২—৯৫৫	৮৭—৪৮৭	২—১৮৭	৮৫—৩০০
ঐ	৬৷০	৬—২৯৭	১	৭-২৯৭	৯২—৭০৩	৮৭—২৫০	২—১৮১	৮৫—০৬৯
ঐ	৬৷৷০	৬—৫৪৯	১	৭-৫৪৯	৯২—৪৫১	৮৭—০১৩	২—১৭৫	৮৪—৮৩৮
ঐ	৬৸০	৬—৮০১	১	৭-৮০১	৯২—১৯৯	৮৬—৭৭৬	২—১৬৯	৮৪—৬০৭
ঐ	৭	৭—০৫৩	১	৮-০৫৩	৯১—৯৪৭	৮৬—৫৩৮	২—১৬৩	৮৪—৩৭৫
ঐ	৭৷০	৭—৩০৫	১	৮-৩০৫	৯১—৬৯৫	৮৬—৩০১	২—১৫৮	৮৪—১৪৩
ঐ	৭৷৷০	৭—৫৫৭	১	৮-৫৫৭	৯১—৪৪৩	৮৬—০৬৪	২—১৫২	৮৩—৯১২
ঐ	৭৸০	৭—৮০৯	১	৮-৮০৯	৯১—১৯১	৮৫—৮২৭	২—১৪৬	৮৩—৬৮১
ঐ	৮	৮—০৬০	১	৯-০৬০	৯০—৯৪০	৮৫—৫৯১	২—১৪০	৮৩—৪৫১
ঐ	৮৷০	৮—৩১২	১	৯-৩১২	৯০—৬৮৮	৮৫—৩৫৩	২—১৩৪	৮৩—২১৯
ঐ	৮৷৷০	৮—৫৬৪	১	৯-৫৬৪	৯০—৪৩৬	৮৫—১১৬	২—১২৮	৮২—৯৮৮
ঐ	৮৸০	৮—৮১৬	১	৯-৮১৬	৯০—১৮৪	৮৪—৮৭৯	২—১২২	৮২—৭৫৭
ঐ	৯	৯—০৬৮	১	১০-০৬৮	৮৯—৯৩২	৮৪—৬৪২	২—১১৬	৮২—৫২৬
ঐ	৯৷০	৯—৩২০	১	১০-৩২০	৮৯—৬৮০	৮৪—৪০৫	২—১১০	৮২—২৯৫
ঐ	৯৷৷০	৯—৫৭২	১	১০-৫৭২	৮৯—৪২৮	৮৪—১৬৮	২—১০৪	৮২—০৬৪
ঐ	৯৸০	৯—৮২৪	১	১০-৮২৪	৮৯—১৭৬	৮৩—৯৩০	২—০৯৮	৮১—৮৩২
ঐ	১০	১০—০৭৫	১	১১-০৭৫	৮৮—৯২৫	৮৩—৬৯৪	২—০৯২	৮১—৬০২
ঐ	১০৷০	১০—৩২৭	১—৫	১১-৮২৭	৮৮—১৭৩	৮২—৯৮৬	২—০৭৫	৮০—৯১১
ঐ	১০৷৷০	১০—৫৭৯	১—৫	১২-০৭৯	৮৭—৯২১	৮২—৭৪৯	২—০৬৯	৮০—৬৮০
ঐ	১০৸০	১০—৮৩১	১—৫	১২-৩৩১	৮৭—৬৬৯	৮২—৫১২	২—০৬৩	৮০—৪৪৯
ঐ	১১	১১—০৮৩	১—৫	১২-৫৮৩	৮৭—৪১৭	৮২—২৭৫	২—০৫৭	৮০—২১৮
ঐ	১১৷০	১১—৩৩৫	১—৫	১২-৮৩৫	৮৭—১৬৫	৮২—০৩৮	২—০৫১	৭৯—৯৮৭

কালিকাতার

কলিকাতার টাকৃশালে যত সোণায় যত আশ্রফী অর্থাৎ মোহর প্রস্তুত হইবেক তাহার হিসাবের নকৃশা।

কলিকাতার টাকৃশালে দাখিল হওয়া সোণার ওজন।	কলিকাতার টাকশালের সিক্কার সোণার পরখের খুঁট মিলানে ফিশত ভরী বেশী কি কমীর পরিমাণ।	কলিকাতার টাকৃশালের সিককার সোণার পরখহইতে খাটী কি মরা সোণাহওন বাবৎ বেশী কি কমীর পরিমাণ।	কলিকাতার টাকৃশালে সিককার সোণার পরখ সহী করিবার খরচা।	মিনাহ এ কুন।	কলিকাতার টাকৃশালের সিককার সোণার পরখ সহী সোণার পরিমাণ।	পরীক্ষার দ্বারা যত আশ্রফী হয় তাহার সংখ্যা।	জরবের মাসুল ফিশত অর্থাৎ ফিশত টাকায় দুই টাকা আট আনা।	মালিকের পাওনা বেবাক আশ্রফীর সংখ্যা।
১০০ ভরী	১১৷৷০	১১—৫৮৭	১—৫	১৩-০৮৭	৮৬—৯১৩	৮১—৮০০	২—০৪৫	৭৯—৭৫৫
ঐ	১১৸০	১১—৮৩৯	১—৫	১৩-৩৩৯	৮৬—৬৬১	৮১—৫৬৩	২—০৩৯	৭৯—৫২৪
ঐ	১২	১২—০৯১	১—৫	১৩-৫৯১	৮৬—৪০৯	৮১—৩২৬	২—০৩৩	৭৯—২৯৩
ঐ	১২৷০	১২—৩৪২	১—৫	১৩-৮৪২	৮৬—১৫৮	৮১—০৯০	২—০২৭	৭৯—০৬৩
ঐ	১২৷৷০	১২—৫৯৪	১—৫	১৪-০৯৪	৮৫—৯০৬	৮০—৮৫৩	২—০২১	৭৮—৮৩২
ঐ	১২৸০	১২—৮৪৬	১—৫	১৪-৩৪৬	৮৫—৬৫৪	৮০—৬১৬	২—০১৫	৭৮—৬০১
ঐ	১৩	১৩—০৯৮	১—৫	১৪-৫৯৮	৮৫—৪০২	৮০—৩৭৮	২—০০৯	৭৮- ৩৬৯
ঐ	১৩৷০	১৩—৩৫০	১—৫	১৪-৮৫৫	৮৫—১৫০	৮০—১৪১	২—০০৪	৭৮—১৩৭
ঐ	১৩৷৷০	১৩—৬৫২	১—৫	১৫-১০২	৮৪—৮৯৮	৭৯—৯০৪	১—৯৯৮	৭৭—৯০৬
ঐ	১৩৸০	১৩—৮৫৪	১—৫	১৫-৩৫২	৮৪—৬৪৬	৭৯—৬৬৭	১—৯৯২	৭৭—৬৭৫
ঐ	১৪	১৪—১০৬	১—৫	১৫-১০৬	৮৪—৩৯৪	৭৯—৪৩০	১—৯৮৬	৭৭—৪৪৪
ঐ	১৪৷০	১৪—৩৫৮	১—৫	১৫-৮৫০	৮৪—১৪২	৭৯—১৯৩	১—৯৮০	৭৭—২১৩
ঐ	১৪৷৷০	১৪—৬১০	১—৫	১৬-১১০	৮৩—৮৯০	৭৮—৯৫৫	১—৯৭৪	৭৬—৯৮১
ঐ	১৪৸০	১৪—৮৬২	১—৫	১৬-৩৬০	৮৩—৬৩৮	৭৮—৭১৮	১—৯৬৮	৭৬—৭৫০
ঐ	১৫	১৫—১১৩	১—৫	১৬-৬১৩	৮৩—৩৮৭	৭৮—৪৮২	১—৯৬২	৭৬—৫২০
ঐ	১৫৷০	১৫—৩৬৫	২—	১৭-৩৬০	৮২—৬৩৫	৭৭—৭৭৪	১—৯৪৪	৭৫—৮৩০
ঐ	১৫৷৷০	১৫—৬১৭	২—	১৭-৬১৭	৮২—৩৮৩	৭৭—৫৩৭	১—৯৩৮	৭৫—৫৯৯
ঐ	১৫৸০	১৫—৮৬৯	২—	১৭-৮৬৯	৮২—১৩১	৭৭—৩০০	১—৯৩৩	৭৫—৩৬৭
ঐ	১৬	১৬—১২১	২—	১৮-১২১	৮১—৮৭৯	৭৭—০৬৩	১—৯২৭	৭৫—১৩৬
ঐ	১৬৷০	১৬—৩৭৩	২—	১৮-৩৭৩	৮১—৬২৭	৭৬—৮২৬	১—৯২১	৭৪—৯০৫
ঐ	১৬৷৷০	১৬—৬২৫	২—	১৮-৬২৫	৮১—৩৭৫	৭৬—৫৮৮	১—৯১৫	৭৪—৬৭৩

কলিকাতার

কলিকাতার টাক্শালে যত সোণায় যত আশ্রফী অর্থাৎ মোহর প্রস্তুত হইবেক তাহার হিসাবের নক্শা।

কলিকাতার টাক্শালে দাখিল হওয়া সোণার ওজন।	কলিকাতার টাক্শালের সিক্কার সোণার পরখের খুঁট মিলানে ফিশত ভরী বেশী কি কমীর পরিমাণ।	কলিকাতার টাক্শালের সিক্কার সোণার পরখহইতে খাটী কি মরা সোণাহওন বাবৎ বেশী কি কমীর পরিমাণ।	কলিকাতার টাক্শালের সিক্কার সোণার পরখ সহী করিবার খরচা।	মিনাহ একুন।	কলিকাতার টাক্শালের সিক্কার সোণার পরখ সহী সোণার পরিমাণ।	পরীক্ষার দ্বারা যত আশ্রফী হয় তাহার সঙ্খ্যা।	জরবের মাসুল ফিশত অর্থাৎ ফিশত টাকায় দুই টাকা আট আনা।	মালিকের পাওনা বেবাক আশ্রফীর সঙ্খ্যা।
১০০ভরী	১৬৸০	১৬—৮৭৬	২—	১৮-৮৭৬	৮১—১২৪	৭৬—৩৫২	১—৯০৯	৭৪—৪৪৩
ঐ	১৭	১৭—১২৮	২—	১৯-১২৮	৮০—৮৭২	৭৬—১১৫	১—৯০৩	৭৪—২১২
ঐ	১৭।০	১৭—৩৮০	২—	১৯-৩৮০	৮০—৬২০	৭৫—৮৭৮	১—৮৯৭	৭৩—৯৮১
ঐ	১৭॥০	১৭—৬৩২	২—	১৯-৬৩২	৮০—৩৬৮	৭৫—৬৪০	১—৮৯১	৭৩—৭৪৯
ঐ	১৭৸০	১৭—৮৮৪	২—	১৯-৮৮৪	৮০—১১৬	৭৫—৪০৩	১—৮৮৫	৭৩—৫১৮
ঐ	১৮	১৮—১৩৬	২—	২০-১৩৬	৭৯—৮৬৪	৭৫—১৬৬	১—৮৭৯	৭৩—২৮৭
ঐ	১৮।০	১৮—৩৮৮	২—	২০-৩৮৮	৭৯—৬১২	৭৪—৯২১	১—৮৭৩	৭৩—০৫৬
ঐ	১৮॥০	১৮—৬৪০	২—	২০-৬৪০	৭৯—৩৬০	৭৪—৬৯২	১—৮৬৭	৭২—৮২৫
ঐ	১৮৸০	১৮—৮৯২	২—	২০-৮৯২	৭৯—১০৮	৭৪—৪৫৫	১—৮৬১	৭২—৫৯৪
ঐ	১৯	১৯—১৪৪	২—	২১-১৪৪	৭৮—৮৫৬	৭৪—২১৮	১—৮৫৫	৭২—৩৬৩
ঐ	১৯।০	১৯—৩৯৫	২—	২১-৩৯৫	৭৮—৬০৫	৭৩—৯৮১	১—৮৪৯	৭২—১৩২
ঐ	১৯॥০	১৯—৬৪৭	২—	২১-৬৪৭	৭৮—৩৫৩	৭৩—৭৪৪	১—৮৪৪	৭১—৯০০
ঐ	১৯৸০	১৯—৮৯৯	২—	২১-৮৯৯	৭৮—১০১	৭৩—৫০৭	১—৮৩৮	৭১—৬৬৯
ঐ	২০	২০—১৫১	২—	২২-১৫১	৭৭—৮৪৯	৭৩—২৭০	১—৮৩২	৭১—৪৩৮
ঐ	২০।০	২০—৪০৩	২—৫	২২-৯০৩	৭৭—০৯৭	৭২—৫৬২	১—৮১৪	৭০—৭৪৮
ঐ	২০॥০	২০—৬৫৫	২—৫	২৩-১৫৫	৭৬—৮৪৫	৭২—৩২৫	১—৮০৮	৭০—৫১৭
ঐ	২০৸০	২০—৯০৭	২—৫	২৩-৪০৭	৭৬—৫৯৩	৭২—০৮৮	১—৮০২	৭০—২৮৬
ঐ	২১	২১—১৫৯	২—৫	২৩-৬৫৯	৭৬—৩৪১	৭১—৮৫০	১—৭৯৬	৭০—০৫৪
ঐ	২১।০	২১—৪১০	২—৫	২৩-৯১০	৭৬—০৯০	৭১—৬১৪	১—৭৯০	৬৯—৮২৪
ঐ	২১॥০	২১—৬৬২	২—৫	২৪-১৬২	৭৫—৮৩৮	৭১—৩৭৭	১—৭৮৪	৬৯—৫৯৩

কলিকাতার

কলিকাতার টাক্শালে যত সোণায় যত আশ্রফী অর্থাৎ মোহর প্রস্তুত হইবেক তাহার হিসাবের নক্শা।

কলিকাতার টাক্শালে দাখিল হওয়া সোণার ওজন।	কলিকাতার টাক্শালের সিক্কার সোণার পরখের খুঁট মিলানে ফিশত ভরী বেশী কি কমীর পরিমাণ।	কলিকাতার টাক্শালের সিক্কার সোণার পরখহইতে খাটী কি মরা সোণাহওন বাবৎ বেশী কি কমীর পরিমাণ।	কলিকাতার টাক্শালের সিক্কার সোণার পরখ সহী করিবার খরচা।	মিনাহ এ কুন।	কলিকাতার টাক্শালের সিক্কার সোণার পরখ সহী সোণার পরিমাণ	পরীক্ষার দ্বারা যত আশ্রফী হয় তাহার সঙ্খ্যা।	জরবের মাসুল ফিশত অর্থাৎ ফিশত টাকায় দুই টাকা আট আনা।	মালিকের পাওনা বেবাক আশ্রফীর সঙ্খ্যা।
১০০ভরী	২১৸০	২১—৯১৪	২—৫	২৪-৪১৪	৭৫—৫৮৬	৭১—১৪০	১—৭৭৮	৬৯—৩৬২
ঐ	২২	২২—১৬৬	২—৫	২৪-৬৬৬	৭৫—৩৩৪	৭০—৯০৩	১—৭৭২	৬৯—১৩১
ঐ	২২।০	২২—৪১৮	২—৫	২৪-৯১৮	৭৫—০৮২	৭০—৬৬৫	২—৭৬৭	৬৮—৮৯৮
ঐ	২২॥০	২২—৬৭০	২—৫	২৫-১৭০	৭৪—৮৩০	৭০—৪২৮	১—৭৬১	৬৮—৬৬৭
ঐ	২২৸০	২২—৯২২	২—৫	২৫-৪২২	৭৪—৫৭৮	৭০—১৯১	১—৭৫৫	৬৮—৪৩৬
ঐ	২৩	২৩—১৭৪	২—৫	২৫-৬৭৪	৭৪—৩২৬	৬৯—৯৫৪	১—৭৪৯	৬৮—২০৫
ঐ	২৩।০	২৩—৪২৬	২—৫	২৫-৯২৬	৭৪—০৭৪	৬৯—৭১৭	১—৭৪৩	৬৭—৯৭৪
ঐ	২৩॥০	২৩—৬৭৮	২—৫	২৬-১৭৮	৭৩—৮২২	৬৯—৪৮০	১—৭৩৭	৬৭—৭৪৩
ঐ	২৩৸০	২৩—৯২৯	২—৫	২৬-৪২৯	৭৩—৫৭১	৬৯—২৪৩	১—৭৩১	৬৭—৫১২
ঐ	২৪	২৪—১৮১	২—৫	২৬-৬৮১	৭৩—৩১৯	৬৯—০০৬	১—৭২৫	৬৭—২৮১
ঐ	২৪।০	২৪—৪৩৩	২—৫	২৬-৯৩৩	৭৩—০৬৭	৬৮—৭৬৯	১—৭১৯	৬৭—০৫০
ঐ	২৪॥০	২৪—৬৮৫	২—৫	২৭-১৮৫	৭২—৮১৫	৬৮—৫৩২	১—৭১৩	৬৬—৮১৯
ঐ	২৪৸০	২৪—৯৩৭	২—৫	২৭-৪৩৭	৭২—৫৬৩	৬৮—২৯৫	১—৭০৭	৬৬—৫৮৮
ঐ	২৫	২৫—১৮৯	২—৫	২৭-৬৮৯	৭২—৩১১	৬৮—০৫৭	১—৭০১	৬৬—৩৫৬
ঐ	২৫।০	২৫—৪৪১	৩—	২৮-৪৪১	৭১—৫৫৯	৬৭—৩৫০	১—৬৮৪	৬৫—৬৬৬
ঐ	২৫॥০	২৫—৬৯৩	৩—	২৮-৬৯৩	৭১—৬৬৭	৬৭—১১২	১—৬৭৮	৬৫—৪৩৪
ঐ	২৫৸০	২৫—৯৪৫	৩—	২৮-৯৪৫	৭১—০৫৫	৬৬—৮৭৬	১—৬৭২	৬৫—২০৪
ঐ	২৬	২৬—১৯৬	৩—	২৯-১৯৬	৭০—৮০৪	৬৬—৬৩৯	১—৬৬৬	৬৪—৯৭৩
ঐ	২৬।০	২৬—৪৪৮	৩—	২৯-৪৪৮	৭০—৫৫২	৬৬—৪০২	১—৬৬০	৬৪—৭৪২
ঐ	২৬॥০	২৬—৭০০	৩—	২৯-৭০০	৭০—৩০০	৬৬—১৬৫	১—৬৫৪	৬৪—৫১১
ঐ	২৬৸০	২৬—৯৫২	৩—	২৯-৯৫২	৭০—০৪৮	৬৫—৯২৮	১—৬৪৮	৬৪—২৮০

কলিকাতার

কলিকাতার টাক্শালে যত সোণায় যত আশ্রফী অর্থাৎ মোহর প্রস্তুত হইবেক তাহার হিসাবের নক্শা।

কলিকাতার টাক্শালে দাখিল হওয়া সোণার ওজন।	কলিকাতার টাক্শালের সিক্কার সোণার পরখের খুঁট মিলানে ফিশত ভরী বেশী কি কমীর পরিমাণ।	কলিকাতার টাক্শালের সিক্কার সোণার পরখহইতে খাটী কি মরা সোণাহওন বাবৎ বেশী কি কমীর পরিমাণ।	কলিকাতার টাক্শালের সিক্কার সোণার পরখ সহী করিবার খরচা।	মিনাহ একুন।	কলিকাতার টাক্শালের সিক্কার সোণার পরখ সহী সোণার পরিমাণ।	পরীক্ষার দ্বারা যত আশরফী হয় তাহার সংখ্যা।	জরবের মাসুল ফিশত অর্থাৎ ফিশত টাকায় দুই টাকা আট আনা।	মালিকের পাওনা বেবাক আশরফীর সংখ্যা।
১০০ভরী	২৭	২৭—২০৪	৩—	৩০-২০৪	৬৯—৭৯৬	৬৫—৬৯০	১—৬৪২	৬৪—০৪৮
ঐ	২৭।০	২৭—৪৫৬	৩—	৩০-৪৫৬	৬৯—৫৪৪	৬৫—৪৫৩	১—৬৩৬	৬৩—৮১৭
ঐ	২৭।।০	২৭—৭০৮	৩—	৩০-৭০৮	৬৯—২৯২	৬৫—২১৬	১—৬৩০	৬৩—৫৮৬
ঐ	২৭৸০	২৭—৯৬০	৩—	৩০-৯৬০	৬৯—০৪০	৬৪—৯৭৯	১—৬২৪	৬৩—৩৫৫
ঐ	২৮	২৮—২১২	৩—	৩১-২১২	৬৮—৭৮৮	৬৪—৭৪২	১—৬১৮	৬৩—১২৪
ঐ	২৮।০	২৮—৪৬৩	৩—	৩১-৪৬৩	৬৮—৫৩৭	৬৪—৫০৫	১—৬১৩	৬২—৮৯২
ঐ	২৮।।০	২৮—৭১৫	৩—	৩১-৭১৫	৬৮—২৮৫	৬৪—২৬৮	১—৬০৭	৬২—৬৬১
ঐ	২৮৸০	২৮—৯৬৭	৩—	৩১-৯৬৭	৬৮—০৩৩	৬৪—০৩১	১—৬০১	৬২—৪৩০
ঐ	২৯	২৯—২১৯	৩—	৩২-২১৯	৬৭—৭৮১	৬৩—৭৯৪	১—৫৯৫	৬২—১৯৯
ঐ	২৯।০	২৯—৪৭১	৩—	৩২-৪৭১	৬৭—৫২৯	৬৩—৫৫৭	১—৫৮৯	৬১—৯৬৮
ঐ	২৯।।০	২৯—৭২৩	৩—	৩২-৭২৩	৬৭—২৭৭	৬৩—৩২০	১—৫৮৩	৬১—৭৩৭
ঐ	২৯৸০	২৯—৯৭৫	৩—	৩২-৯৭৫	৬৭—০২৫	৬৩—০৮২	১—৫৭৭	৬১—৫০৫
ঐ	৩০	৩০—২২৭	৩—	৩৩-২২৭	৬৬—৭৭৩	৬২—৮৪৫	১—৫৭১	৬১—২৭৪
ঐ	৩০।০	৩০—৪৭৯	৩—৫	৩৩-৯৭৯	৬৬—০২১	৬২—১৩৭	১—৫৫৩	৬০—৫৮৪
ঐ	৩০।।০	৩০—৭৩০	৩—৫	৩৪-২৩০	৬৫—৭৭০	৬২—৯০১	১—৫৪৭	৬০—৩৫৪
ঐ	৩০৸০	৩০—৯৮২	৩—৫	৩৪-৪৮২	৬৫—৫১৮	৬১—৬৬৪	১—৫৪২	৬০—১২২
ঐ	৩১	৩১—২৩৪	৩—৫	৩৪-৭৩৪	৪৫—২৬৬	৬১—৪২৭	১—৫৩৬	৫৯—৮৯১
ঐ	৩১।০	৩১—৪৮৬	৩—৫	৩৪-৯৮৬	৬৫—০১৪	৬১—০১০	১—৫৩০	৫৯—৬৬০
ঐ	৩১।।০	৩১—৭৩৮	৩—৫	৩৫-২৩৮	৬৪—৭৬২	৬১—৯৫২	১—৫২৪	৫৯—৪২৮
ঐ	৩১৸০	৩১—৯৯০	৩—৫	৩৫-৪৯০	৬৪—৫১০	৬০—৭১৫	১—১১৮	৫৯—১৯৭

কলিকাতার টাক্‌শালে যত সোণায় যত আশ্‌রফী অর্থাৎ মোহর প্রস্তুত হইবেক তাহার হিসাবের নক্‌শা।

কলিকাতার টাক্‌শালে দাখিল হওয়া সোণার ওজন।	কলিকাতার টাকশালের সিক্কার সোণার পরখের খুঁট মিলানে ফিশত ভরী বেশী কি কমীর পরিমাণ।	কলিকাতার টাক্‌শালেরসিক্কার সোণার পরখহইতে খাটী কি মরা সোণাহওন বাবৎ বেশী কি কমীর পরিমাণ।	কলিকাতার টাক্‌শালে সিক্কার সোণার পরখ সহী করিবার খরচা।	মিনাহ একুন।	কলিকাতার টাক্‌শালের সিক্কার সোণার পরখ সহী সোণার পরিমাণ।	পরীক্ষার দ্বারা যত আশ্‌রফী হয় তাহার সংখ্যা।	জরবের মাসুল ফিশত অর্থাৎ ফিশত টাকায় দুই টাকা আট আনা।	মালিকের পাওনা বেবাক আশ্‌রফীর সংখ্যা।
১০০ ভরী	৩২	৩২—২৪২	৩—৫	৩৫-৭৪২	৬৪—২৫৮	৬০—৪৭৮	১—৫১২	৫৮—৯৬৬
ঐ	৩২।০	৩২—৪৯৪	৩—৫	৩৫-৯৯০	৬৪—৪০৬	৬০—২৪১	১—৫০৬	৫৮—৭৩৫
ঐ	৩২॥০	৩২—৭৪৬	৩—৫	৩৬-২২৬	৬৩—৭৫৪	৬০—০০৪	১—৫০০	৫৮—৫০৪
ঐ	৩২৸০	৩২—৯৯৭	৩—৫	৩৬-৪৯৭	৬৩—৫০৩	৫৯—৭৬৮	১—৪৯৪	৫৮—২৭৪
ঐ	৩৩	৩৩—২৪৯	৩—৫	৩৬-৭৪৯	৬৩—২৫১	৫৯—৫৩০	১—৪৮৮	৫৮—০৪২
ঐ	৩৩।০	৩৩—৫০১	৩—৫	৩৭-০০১	৬২—৯৯৯	৫৯—২৯৩	১—৪৮২	৫৭—৮১১
ঐ	৩৩॥০	৩৩—৭৫৩	৩—৫	৩৭-২৫৩	৬২—৭৪৭	৫৯—০৫৬	১—৪৭৬	৫৭—৫৮০
ঐ	৩৩৸০	৩৪—০০৫	৩—৫	৩৭-৫০৫	৬২—৪৯৫	৫৮—৮১৯	১—৪৭০	৫৭—৩৪৯
ঐ	৩৪	৩৪—২৫৭	৩—৫	৩৭-৭৫৭	৬২—২৪৩	৫৮—৫৮২	১—৪৬৪	৫৭—১১৮
ঐ	৩৪।০	৩৪—৫০৯	৩—৫	৩৮-০০৯	৬১—৯৯১	৫৮—৩৪৪	১—৪৫৯	৫৬—৮৮৫
ঐ	৩৪॥০	৩৪—৭৬১	৩—৫	৩৮-২৬১	৬১—৭৩৯	৫৮—১০৭	১—৪৫৩	৫৬—৬৫৪
ঐ	৩৪৸০	৩৫—০১৩	৩—৫	৩৮-৫১৩	৬১—৪৮৭	৫৭—৮৭০	১—৪৪৭	৫৬—৪২৩
ঐ	৩৫	৩৫—২৬৪	৩—৫	৩৮-৭৬৪	৬১—২৩৬	৫৭—৬৩৪	১—৪৪১	৫৬—১৯৩

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

P. M. WYNCH,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন।

কলিকাতার হুকুমের তাবে দেশসকলের মধ্যের কোন বন্দরে কি স্থানেতে বাহির হইতে সমুদ্রপথে যে লবণ আমদানী হয় তাহার উপর মাসুল মোকরর করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈস্ প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের তারিখ ৯ সেপ্তেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৪ সালের ২৬ ভাদ্র মওয়াফেকে ফসলী ১২২৪ সালের ১ ভাদ্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৪ সালের ১৭ ভাদ্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৪ সালের ১৩ ভাদ্র মোতাবেকে হিজরী ১২৩২ সালের ২৬ শহর শওয়ালে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

সরকারের মালওয়াজিবী অর্থাৎ রাজস্ব বাড়িবার ও বহাল থাকিবার নিমিত্তে বাহির হইতে যে সকল লবণ সমুদ্রপথে কলিকাতার হুকুমের তাবে দেশসকলের মধ্যের কোন বন্দরে কি অন্য স্থানে আমদানী হয় তাহার উপর মাসুল মোকরর করা উচিত বোধ হইল একারণ শ্রীযুত বৈস্ প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে বিলায়তের যে মোখ্তারকার সাহেবেরা এবং বিলায়তের বোর্ড কমিস্যনরের যে সাহেবেরা রাজকর্ম্মের বন্দোবস্তের কর্ত্তা তাঁহারদিগের মঞ্জুরীতে নীচের লিখিতব্য দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখহইতে কলিকাতার হুকুমের তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা।

কলিকাতার তাবে দেশ সকলের মধ্যের কোন বন্দর কি স্থানে বাহিরের লবণ আমদানী হইতে হইলে তাহার মাসুল ফি মোন ৩ টাকা করিয়া লওয়া যাইবার কথা।

বাহিরের যে সকল লবণ অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে দেশসকলের সরহদ্দের বাহিরে প্রস্তুতহওয়া যে সকল লবণ সমুদ্রপথে ঐ সকল দেশের মধ্যের কোন বন্দরে কি স্থানে আমদানী হইবেক সে সকল লবণের উপর তাহার ৮২ বিরাশী সিক্কার ওজনী সেরের চল্লিশ সের ওজনের মোনকরা সিক্কা ৩ তিন টাকা করিয়া লওয়া যাইবেক ইতি।

৩ ধারা।

ঐ মাসুল যে প্রকারে লওয়া যাইবেক তাহার কথা।

তেজারতের যে সকল জিনিস সমুদ্রপথে আমদানী হয় তাহার উপর সরকারী মাসুল লইবার নিমিত্তে যে সকল দাঁড়া ও হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়া জারী হইয়াছে সেই সকল দাঁড়া ও হুকুমমতে নীচের লিখিত ধারার লেখা নিয়মেতে দৃষ্টি রাখিয়া উপরের লিখিতব্য ঐ

মাসুল

এই আইনের হুকুমের অন্যমত করিলে লবণ সরকারে জব্দ হইবার কথা।

মাসুল লওয়া যাইবেক ও যদি ঐ সকল হুকুমের অন্যমতে কোন লবণ আমদানী হয় কিম্বা উভরা করা যায় তবে সে লবণ সরকারে জব্দ হইয়া তাহার দুই তেহাই সরকারের হইবেক আর এক তেহাই যে ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা ঐ লবণ ধরিয়া থাকে কিম্বা তাহা ধরিবার নিমিত্তে খবর দিয়া থাকে কি দরখাস্ত দাখিল করিয়া থাকে ও সেই খবর ও দরখাস্তকরণমতে পরমিটের কি সরকারী মাসুলের কালেক্টরসাহেবের তরফহইতে কিম্বা পরমিটের ঘরের কি সরকারী মাসুলের কার্য্যকারকদিগের কোন কার্য্যকারকহইতে কি নিমকের কর্ম্ম সম্পর্কীয় সরকারী কোন কার্য্যকারকের তরফহইতে সেই লবণ ধরা পড়িয়া থাকে তাহাকে কি তাহারদিগ্‌কে দেওয়ান যাইবেক ও ঐ লবণ ধরা পড়িলে পর তাহা সরকারী কোন গোলায় কি গুদামে কিম্বা স্থানে লইয়া সাবধানে রাখা যাইবেক ইতি।

৪ ধারা।

পরমিটের ঘরে উঠান যাওনের বদলে সরকারী গোলা কি গুদামে প্রথমতঃ মাসুল দেওনবিনা লবণ উঠাইয়া রাখিতে তাহার মালিকদিগের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

মাসুল দাখিল না হইতে ঐ লবণ স্থানান্তরে লইয়া যাইতে নিষেধের কথা।

উপরের লিখিতমতে যে লবণ আমদানী হয় তাহার মালিক কি মালিকদিগ্‌কে অনুমতি আছে যে পরিমিটের ঘরে লবণ উঠান যাওনের ও সমুদ্রপথে আমদানী হওয়া তেজারতী অন্যং জিনিসের বাবৎ সরকারী মাসুল দেওয়া যাওনের মতে তাহার মাসুল দাখিলকরণের বদলে সেই লবণ সরকারী যে গোলায় কি গুদামে কিম্বা অন্য স্থানে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের মঞ্জুর হয় সেই স্থানে প্রথমতঃ তাহার মাসুল না দিয়া উঠাইয়া রাখে এই নিয়মে যে এ প্রকারে যে লবণ রাখা গেল যাবৎ তাহার এই আইনমতে মোকররহওয়া মাসুল দাখিল না হয় তাবৎ স্থানান্তর হইতে পারিবেক না ইতি।

৫ ধারা।

ঐ প্রকার রাখা লবণ এক বৎসরের মধ্যে বাহির করিয়া লইবার ও এই আইনানুসারে মোকরর্ হওয়া মাসুল দাখিল করিবার কথা।

তাহাতে কসুর করিলে লবণ বিক্রয় হইবার কথা।

ঐ লবণের মূল্যের টাকা যাহা হইবেক তাহার কথা।

যে প্রকার হইলে লবণ নষ্ট করা যাইবেক তাহার কথা।

উপরের লিখিত মতে যে সকল লবণ রাখা যায় তাহা দাখিলকরণিয়াদিগের কি তাহার মালিকদিগের কি আড়তদার লোকের কর্ত্তব্য যে ঐ লবণের তফসীলের ফর্দ্দ পরমিটের কাছারীতে দরপেশকরণের তারিখহইতে এক বৎসরের মধ্যে সেই সমস্ত লবণ উপরের লিখিত সেই গোলা কি গুদাম কি স্থানহইতে বাহির করিয়া লয় ও এই আইনানুসারে যে মাসুল মোকরর্ হইয়াছে তাহা বেবাক দাখিল করে ও ইহাতে যদি তাহা দাখিলকরণিয়া কি তাহার মালিক কি মোখ্তারকার লোকহইতে কসুর কি গাফিলী হয় তবে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে কিম্বা ঐ শ্রীযুতের হজুরহইতে যে ব্যক্তি ক্ষমতা পান তাঁহার ক্ষমতা থাকিবেক যে সেই সমস্ত লবণ প্রকাশিতরূপে বিক্রয় করেন্ ও তাহার মূল্যের টাকাহইতে প্রথমতঃ এই আইনানুসারে মোকররহওয়া মাসুল লওয়া যাইবেক পরে যদি কিছু টাকা বাকী থাকে তবে তাহা তাহার মালিককে কি অন্য যে ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা তাহা পাইবার অধিকার রাখে তাহাকে কি তাহারদিগ্‌কে দেওয়ান যাইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি তাহার মূল্য সমুদয় মাসুলের সমান না হয় তবে সে লবণ বিক্রয় হইবেক না ও এমত হইলে সেই সমুদয় লবণ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্

জেনরল

জেনরল বাহাদুরের হজুরহইতে যে কার্য্যকারক মোকরর হন্ তাঁহার সাক্ষাৎ নষ্ট করা যাইবেক ইতি।

Vol. VI. 163. সমাপ্তঃ।

A True Translation,

P. M. WYNCH.

Acting Trans. of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সাল ১৬ ষোড়শ আইন।

কলিকাতার হুকুমের তাবে দেশসকলের মধ্যের কোন বন্দরে কি স্থানেতে বাহির হইতে সমুদ্রপথে যে আফীন আমদানী হয় তাহার উপর মাসুল মোকরর্ করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈস্ প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের তারিখ ৯ সেপ্তেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৪ সালের ২৬ ভাদ্র মওয়াফেকে ফসলী ১২২৪ সালের ১৪ ভাদ্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৪ সালের ১৭ ভাদ্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৪ সালের ১৩ ভাদ্র মোতাবেকে হিজরী ১২৩২ সালের ২৬ শহর শওয়ালে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

সরকারের মালওয়াজিবী অর্থাৎ রাজস্ব বাড়িবার ও বহাল থাকিবার নিমিত্তে বাহির হইতে যে সকল আফীন সমুদ্রপথে কলিকাতার হুকুমের তাবে দেশসকলের মধ্যের কোন বন্দরে কি অন্য স্থানে আমদানী হয় তাহার উপর মাসুল মোকরর্ করা উচিত বোধ হইল একারণ শ্রীযুত বৈস্ প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে বিলায়তের যে মোখ্তারকার সাহেবেরা এবং বিলায়তের বোর্ড কমিস্যনরের যে সাহেবেরা রাজকর্ম্মের বন্দোবস্তের কর্ত্তা তাঁহারদিগের মঞ্জুরীতে নীচের লিখিত দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি কলিকাতার হুকুমের তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা।

কলিকাতার তাবে দেশসকলের সরহদ্দের মধ্যের কোন বন্দর কি স্থানে বাহিরের আফীন আমদানী হইতে হইলে তাহার মাসুল সেরকরা সিক্কা ২৪ টাকা করিয়া লওয়া যাইবার কথা।

বাহিরের যে সকল আফীন অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে দেশসকলের সরহদ্দের বাহিরে প্রস্তুতহওয়া যে সকল আফীন সমুদ্রপথে ঐ সকল দেশের মধ্যে কোন বন্দরে কি স্থানে আমদানী হইবেক সে সকল আফীনের উপর তাহার ৮০ আশী সিক্কার ওজনের সেরকরা ২৪ চব্বিশ টাকা করিয়া মাসুল লওয়া যাইবেক ইতি।

৩ ধারা।

ঐ মাসুল যে প্রকারে লওয়া যাইবেক তাহার কথা।

তেজারতের যে সকল জিনিস সমুদ্রপথে আমদানী হয় তাহার উপর সরকারী মাসুল লইবার নিমিত্তে যে সকল দাঁড়া ও হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়া জারী হইয়াছে সেই সকল দাঁড়া ও হুকুমমতে নীচের লিখিত ধারার লেখা নিয়মেতে দৃষ্টি রাখিয়া উপরের লিখিত ঐ

মাসুল

এই আইনের হুকুমের অন্যমত করিলে আফীন সরকারে জব্দ হইবার কথা।

মাসুল লওয়া যাইবেক ও যদি ঐ সকল হুকুমের অন্য মতে কোন আফীন আমদানী হয় কিম্বা উভরা করা যায় তবে সে আফীন সরকারে জব্দ হইয়া তাহার দুই তেহাই সরকারের হইবেক আর এক তেহাই যে ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা ঐ আফীন ধরিয়া থাকে কিম্বা তাহা ধরিবার নিমিত্তে খবর দিয়া থাকে কি দরখাস্ত দাখিল করিয়া থাকে ও সেই খবর ও দরখাস্তকরণ মতে পরমিটের কি সরকারী মাসুলের কালেক্‌টরসাহেবের তরফহইতে কিম্বা পরমিটের ঘরের কি সরকারী মাসুলের কার্য্যকারকদিগের কোন কার্য্যকারক হইতে কি আফীনের কর্ম্মসম্পর্কীয় সরকারী কোন কার্য্যকারকের তরফহইতে সেই আফীন ধরা পড়িয়া থাকিলে তাহাকে কি তাহারদিগ্‌কে দেওয়ান যাইবেক ও ঐ আফীন ধরা পড়িলে পর তাহা সরকারী কোন গোলায় কি গুদামে কিম্বা স্থানে লইয়া সাবধানে রাখা যাইবেক ইতি।

৪ ধারা।

পরমিটের ঘরে উঠান যাওনের বদলে সরকারী গোলা কি গুদামে প্রথমত মাসুল দেওনবিনা আফীন উঠাইয়া রাখিতে তাহার মালিকদিগের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

মাসুল দাখিল না হইতে ও আফীন স্থানান্তরে লইয়া যাইতে নিষেধের কথা।

উপরের লিখিতমতে যে আফীন আমদানী হয় তাহার মালিক কি মালিকদিগ্‌কে অনুমতি আছে যে পরমিটের ঘরে আফীন উঠান যাওনের ও সমুদ্রপথে আমদানী হওয়া তেজারতের অন্যং জিনিসের বাবৎ সরকারী মাসুল দেওয়া যাওনের মতে তাহার মাসুল দাখিলকরণের বদলে সেই আফীন সরকারী যে গোলায় কি গুদামে কি অন্য স্থানে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের মঞ্জুর হয় সেই স্থানে প্রথমত তাহার মাসুল না দিয়া উঠাইয়া রাখে এই নিয়মে যে এপ্রকারে যে আফীন রাখা গেল যাবৎ তাহার এই আইন মতে মোকরর্ হওয়া মাসুল দাখিল না হয় তাবৎ স্থানান্তর হইতে পারিবেক না ইতি।

৫ ধারা।

ঐ প্রকারে রাখা আফীন এক বৎসরের মধ্যে বাহির করিয়া লইবার ও এই আইনানুসারে মোকরর্‌হওয়া মাসুল দাখিল করিবার কথা।

তাহাতে কসুর করিলে আফীন বিক্রয় হইবার কথা।

ঐ আফীনের মূল্যের টাকা যাহা হইবেক তাহার কথা।

যে প্রকার হইলে আফীন নষ্ট করা যাইবেক তাহার কথা।

উপরের লিখিতমতে যে সকল আফীন রাখা যায় তাহা দাখিলকরণিয়াদিগের কি তাহার মালিকদিগের কি আড়তদার লোকের কর্ত্তব্য যে ঐ আফীনের তফসীলের ফর্দ্দ পরমিটের কাছারীতে দরপেশ করিবার তারিখহইতে এক বৎসরের মধ্যে সেই সমস্ত আফীন উপরের লিখিত সেই গোলা কি গুদাম কি স্থানহইতে বাহির করিয়া লয় ও এই আইনানুসারে যে মাসুল মোকরর্ হইয়াছে তাহা বেবাক দাখিল করে ও ইহাতে যদি তাহা দাখিলকরণিয়া কি তাহার মালিক কিম্বা মোখ্তারকার লোকহইতে কসুর হয় তবে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে কিম্বা ঐ শ্রীযুতের হজুরহইতে যে ব্যক্তি ক্ষমতা পান তাঁহার ক্ষমতা থাকিবেক যে সেই সমস্ত আফীন প্রকাশিতরূপে বিক্রয় করেন্ ও তাহার মূল্যের টাকাহইতে প্রথমত এই আইনানুসারে মোকরর্‌হওয়া মাসুল লওয়া যাইবেক পরে যদি কিছু টাকা বাকী থাকে তবে তাহা তাহার মালিককে কি অন্য যে ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা তাহা পাইবার অধিকার রাখে তাহাকে কি তাহারদিগ্‌কে দেওয়ান যাইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি তাহার মূল্য সমুদয় মাসুলের সমান না হয় তবে সে আফীন বিক্রয় হইবেক না ও এমত হইলে সেই সমুদয় আফীন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্

জেনরল

জেনরল বাহাদুরের হজুরহইতে যে কার্য্যকারক মোকরর্ হন তাঁহার সাক্ষাৎ নষ্টকরা যাইবেক ইতি।

Vol. VI. 167.

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

P. M. WYNCH,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সাল ১৭ সপ্তদশ আইন।

ফৌজদারী মোকদ্দমাসকলের আদালত ও ন্যায় ও বিচারসম্পর্কীয় কোন২ কথা শুধরিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈস্ প্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের তারিখ ১৬ সেপ্তেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৪ সালের ২ আশ্বিন মওয়াফেকে ফসলী ১২২৪ সালের ২১ ভাদ্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৪ সালের ৩ আশ্বিন মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৪ সালের ৬ ভাদ্র মোতাবেকে হিজরী ১২৩২ সালের ৪ শহরজীকাদে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের হজুরে ফৌজদারী মোকদ্দমাসকলের বিচারহওনের বিষয়ে চলিত আইনানুসারে এমত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে কাজী ও মুফ্তী মোকদ্দমার তজবীজ সারাহওনপর্য্যন্ত হাজির থাকিয়া যে কএক প্রকারেতে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের অনুমতি লওনের পরে তাঁহারদিগের হাজির না থাকা ও ফতওয়া না লওয়া স্থির হইয়াছে সেই কএক প্রকারছাড়া সমস্ত মোকদ্দমার রোয়দাদের নীচে যে মোকদ্দমা যেমত তাহার ভাব বুঝিয়া তাহার মত আপনারদিগের ফতওয়া লিখেন এবং উপরের লিখিত আইনের মতে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগকে এমত হুকুম হইয়াছে যে কোন মোকদ্দমার তজবীজের কালে যদি শরার সম্পর্কীয় এমত কোন কঠিন বিষয় উপস্থিত হয় যে তাহার নিমিত্তে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরহইতে বিশেষ কিছু দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হয় নাহি তবে ঐ সাহেবেরা তাহাতে আদালতের কাজী ও মুফ্তীর স্থানে জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধান করিবেন ও কোন২ প্রকারেতে শরার উক্ত প্রমাণে আপাতত যে২ দোষ বোধ হইয়াছে তাহা সারিবার নিমিত্তে কএক দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ও যে সকল প্রকারের নিমিত্তে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরহইতে বিশেষ দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট না হইয়া থাকে সে সমস্ত প্রকারেতে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগকে এমত হুকুম আছে যে যদি কোন মোকদ্দমাতে কাজী ও মুফ্তীর দেওয়া ফতওয়া তাহা সাক্ষিদিগের জোবানবন্দীর কি আদালত ও ন্যায়ের মতের ব্যতিক্রম জ্ঞান করিয়া না মঞ্জুর করেন তবে তাহারদিগের কর্ত্তব্য নহে যে সে মোকদ্দমাতে কিছু হুকুম দেন্ বরং এমত হইলে তাঁহারদিগের আবশ্যক হইবেক যে সে মোকদ্দমার তজবীজ সারা করিয়া ঐ ফতওয়াসমেত রোয়দাদের কাগজসকল ফতওয়া না মঞ্জুরকরণের লেখা কারণ এক চিঠী সহিত সদর নিজামৎ আদালতে পাঠাইয়া দেন পরে সদর নিজামতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ আদালতের মৌলবীদিগের স্থানে ফতওয়া লইয়া তাহাতে চূড়ান্ত হুকুম দেন কিন্তু কাহারু প্রতি কোন অপরাধ

করণের

করণের তহমৎ অর্থাৎ অপবাদ হইলে যদি কাজী ও মুফ্তীর ফতওয়ার অনুসারে সে অপ রাধ তাহার প্রতি প্রমাণ না হয় কিম্বা তাহারা দৃঢ় সন্দেহপ্রযুক্ত আপনারদিগের ফতও য়াতে অপরাধিকে দমনের উপযুক্ত শাস্তির যোগ্য না লিখেন তবে সে অপরাধিকে শাস্তি দিতে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে এমত হুকুম চলিত আইনের কোন আইনে লে খা যায় নাহি ও কোনং মোকদ্দমাতে বিশেষতঃ পরদারের এতাবতা পরের বিবাহিতা স্ত্রীগমনকরণের ও স্ত্রীর অসম্মতিতে বলাৎকারে সঙ্গকরণের এবং অগম্যা স্ত্রীগমনকরণের মোকদ্দমাসকলেতে সাক্ষ্যদেওনের বিষয়ে শরাতে যেং নিয়ম লেখা যায় তাহাতে শরার মতে অপরাধ প্রমাণহওয়া অতিকঠিন বরং হইতে পারে না ও নিজামৎ আদালতের মুফ্তীদিগের লিখিয়া দেওয়া ফতওয়াসকলের মতে ইহা বুঝা গেল যে ঐ সকল মোকদ্দ মাতে কেবল বোধের আধিক্যেতে শাস্তির হুকুম দেওয়া উপযুক্ত হয় না ও সাক্ষ্যের বিষ য়ে এবং সাক্ষিদিগের যোগ্য ও মাতবর হওনের প্রতিবন্ধকের বিষয়ে শরার লিখিত যেং হুকুম কোনং প্রকারেতে আদালত ও ন্যায়মতের ব্যতিক্রম হয় তাহার অনুসারে মি থ্যা হলফ্ অর্থাৎ দিব্যকরণের অপরাধ যাহা এক্ষণে অতিশয় হইতেছে তাহা প্রমাণ হও য়া অত্যন্ত কঠিন বরং হইতে পারে না অতএব উপরের প্রস্তাবিত কথাসকলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া ফৌজদারী আদালতের প্রকরণের খবরগিরী ও নির্ব্বাহের সম্পর্কীয় কোনং হুকুম শুধরা ও অন্যং বিষয়সম্পর্কীয় চলিত কোনং দাঁড়া শুধরা ও বিবরিয়া লেখা আবশ্যক বোধ হইল একারণ শ্রীযুত বৈস্ প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নী চের লিখিতব্য দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি কলি কাতার হুকুমের তাবে সমস্তদেশে জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা।

দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবের হজুরে কাহারু মোকদ্দমা দরপেশ হইয়া মুফ্তীর ফতওয়ামতে তাহার অপরাধ সাবুদ না হইয়া ঐ সাহেবের মতে তাহার উপর সম্যক্ কি কতক অপরাধ শাস্তি হইতে পারিবার মত সাবুদ হইলে তাঁহার যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

যদি কোন অপরাধকরণের তহমৎ কাহারু উপর হইয়া তাহার মোকদ্দমার তজবীজ দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবের হজুরে হওনকালে মুফ্তীর ফতওয়ার মতে সে অপ রাধ প্রমাণ না হয় ও সাক্ষিদিগের সমুদয় জোবানবন্দী ও মোকদ্দমার সমস্ত বৃত্তান্ত কথা বিবেচনা করিয়া ঐ আদালতের সাহেবের এমত বোধ হয় যে অপরাধির বিনা জবরীতে ও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কহতমতে কিম্বা মাতবর সাক্ষিদিগের সাক্ষ্যদ্বারা অথবা দৃঢ়বোধক কোন আকার আভাবে অপরাধির প্রতি সমুদয় অপরাধ কি তাহার কতক এমত সাবুদ হইল যে অপরাধী শাস্তি পাইবার যোগ্য হইতে পারে তবে জজসাহেবের কর্ত্তব্য নহে যে সে মোকদ্দমাতে কোন হুকুম দেন্ বরং চলিত আইনের লিখিত হুকুমমতে যাহাতে মুফ্তীর ফতওয়া নামঞ্জুর হইলে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবের যে কর্ত্তব্য তাহা লেখা যায় তদনুসারে ঐ সাহেবের আবশ্যক যে অবিলম্বে মোকদ্দমার সমস্ত রোয়দাদ মু ফ্তীর ফতওয়াসহিত যে কি যেং অপরাধ তাঁহার অনুমানে অপরাধির প্রতি সাবুদ হয় তাহার বেওরা লেখা এক চিঠীর সঙ্গে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হজুরে পাঠাই য়া দেন্ ইতি।

৩ ধারা।

৩ ধারা।

উপরের ধারার লিখিত হুকুমমতে যে সকল মোকদ্দমার রোয়দাদ নিজামৎ আদালতে পাঠান যায় তাহা পঁহুছিলে পর ঐ আদালতের মৌলবীরা যে মত অন্যং মোকদ্দমার রোয়দাদসকলেতে আপনারদিগের ফতওয়া লিখেন সেই মত উপরের লিখিত মোকদ্দমার রোয়দাদেতে আপনারদিগের ফতওয়া লিখিবেন ইতি।

নিজামৎ আদালতের মুফ্তীদিগের ঐ আদালতে ইরসাল হওয়া অন্যং মোকদ্দমাতে যে মত ফতওয়া লিখেন সেই মত এই ধারার লিখিত মোকদ্দমার রোয়দাদেতে ফতওয়া লিখিতে হইবার কথা।

৪ ধারা।

উপরের লিখিত মোকদ্দমাসকলেতে এবং নিজামৎ আদালতে পাঠান অন্য সমস্ত মোকদ্দমাতে যদি কোন অপরাধির উপর ঐ আদালতের এক জন কি ততোধিক জন মুফ্তীর লিখিয়া দেওয়া ফতওয়ামতে অপরাধির প্রতি যে অপরাধের তহমৎ হইয়া থাকে তাহা সমুদয় কি তাহার কতক সাবুদ না হয় ও ঐ আদালতের দুই জন কি তাহাহইতে অধিক জজসাহেবের মনে সাক্ষিদিগের সমুদয় জোবানবন্দী ও মোকদ্দমার আহওয়াল বিবেচনা করিয়া যদি এমত লয় যে ঐ অপরাধির উপর বিনা জোরজবরীতে তাহার স্বেচ্ছাপুর্ব্বক কহতমতে কিম্বা মাতবর সাক্ষিদিগের সাক্ষ্যদ্বারা অথবা দৃঢ়বোধক কোন আকার আভাষে ঐ অপরাধসমুদয় কি তাহার কতক এমত সাবুদ হইল যে ঐ অপরাধের অপরাধী সর্ব্বপ্রকারে শাস্তি পাইতে পারে তবে ঐ আদালতের যে সাহেবদিগের বিবেচনায় অপরাধ সাবুদ হইয়া থাকে তাঁহারদিগের ক্ষমতা আছে যে আদালতের মুফ্তীরা আপনারদিগের ফতওয়াতে অপরাধ সাবুদহওনের কথা লিখিলে যেমত অপরাধির শাস্তির হুকুম দেন সেই মত অপরাধের প্রকার ও ভাব বুঝিয়া ও তাহার বিষয়ে চলিত আইনসকলে যেং হুকুম লেখা আছে তাহা দেখিয়া সেই অপরাধির শাস্তিহওনের হুকুম দেন ইতি।

নিজামৎ আদালতের দুই জন কি ততোধিক জজ সাহেবের কোনং প্রকারেতে ঐ আদালতের মুফ্তীরা অপরাধির অপরাধ সাবুদ না হওনের ফতওয়া লিখিলেও শাস্তি দিতে ক্ষমতা থাকিবার কথা।

৫ ধারা।

যদি দায়েরসায়েরী আদালতের মুফ্তী কোন মোকদ্দমার তজবীজের কালে কোন সাক্ষির সাক্ষ্য সেই সাক্ষী পোলীসের কোন কার্য্যকারক হওনহেতুক কিম্বা সরকারী আমলার মধ্যের কেহ হওনপ্রযুক্ত অথবা অন্য যেং কারণ শরার কেতাবের লিখিত সাক্ষ্য লওনের হুকুমমতে সাক্ষ্য নামঞ্জুরহওনের হেতু হয় ও জজসাহেবের বিবেচনায় তাহা না মাতবর ও অনুপযুক্ত বোধ হয় সেইং হেতুতে নামঞ্জুর করেন তাহাতে জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে আদালতের মুফ্তী নামঞ্জুরীর হেতু জানাইলেও সে সাক্ষির জোবানবন্দী লন ও মোকদ্দমার তজবীজ করা সারা হইলে পর ঐ সাহেব সে মুফ্তীকে এমত হুকুম দিবেন যে সম্প্রতি যে সাক্ষিদিগের সাক্ষ্য মঞ্জুর করিতে না চাহিলেন শরার হুকুমমতে তাহারদিগের সাক্ষ্য মঞ্জুর করিলে যেমত অপরাধির পক্ষে আপন ফতওয়া লিখিতেন সেই মত ও প্রকারেতেও আপন ফতওয়া লিখিয়া দেন কিন্তু এমতং প্রকারেতে যদি অপরাধ প্রমাণহওনের নির্ভর সর্ব্বতোভাবে কি নিতান্তই যে সাক্ষী কি সাক্ষিদিগের সাক্ষ্য মুফ্তী শরার লিখিত হুকুমমতে মঞ্জুর না করিতে চাহিলেন সেই সাক্ষ্যের প্রতি থাকে তবে জজ

দায়েরসায়েরী আদালতে মুফ্তীরা ঐ আদালতের সাহেবের অনুপযুক্ত বোধ হওয়া হেতুতে কোন সাক্ষির সাক্ষ্য নামঞ্জুর করিলে ঐ সাহেবদিগের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

সাহেবের

সাহেবের কর্ত্তব্য নহে যে এমত প্রকারেতে কিছু হুকুম দেন বরং তাঁহার আবশ্যক যে মোকদ্দমার রোয়দাদ নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হজুরে পাঠাইয়া দেন ও ঐ আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে আপনারদিগের আদালতের মৌলবীদিগের স্থানে ফতওয়া লইয়া উপরের ধারার লিখিত কথাসকলে ও চলিত আইনের হুকুমসকলেতে দৃষ্টি করিয়া আদালত ও ন্যায়মতে যে হুকুম উপযুক্ত হয় তাহা দেন্ ইতি।

৬ ধারা।

দায়েরসায়েরী আদালতের মুফ্তীদিগের পরদারের কি দুষ্কর্ম্মের কোন মোকদ্দমার রোয়দাদে আপনং ফতওয়া লিখিয়া দেওনেতে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— দায়েরসায়েরী আদালতের মুফ্তীদিগের আবশ্যক যে পরদারের এতাবতা পরের বিবাহিতা স্ত্রীগমনকরণের ও স্ত্রীর অসম্মতিতে বলাৎকারে সংসর্গকরণের কি পরদার ও দুষ্কর্ম্মের মোকদ্দমার বিষয়ে শরাতে যেং হুকুম লিখে তাহার মতে অন্য যে অপরাধ তাহারি মধ্যে গণনা করা যায় তাহার কোন মোকদ্দমা দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবের হজুরে উপস্থিত হইয়া তাহার তজবীজ করা সারা হইলে তাহার রোয়দাদের নীচে আপনারদিগের ফতওয়া লিখেন ও সেই তফওয়াতে কেবল ইহা লেখা যাইবেক যে অপরাধির অপরাধ শরার লিখিত নিয়মসকলের মতে কি অপরাধির বিনা জোর জবরীতে ও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কহত মতে কিম্বা মাতবর সাক্ষিদিগের সাক্ষ্য দেওয়াতে সাবুদ হইল অথবা অপরাধির উপর যে অপরাধকরণের তহমৎ হইয়াছে সে তাহা করিয়াছে ইহা নিশ্চয় বোধ হইতে পারিবার মত আকার আভাষে দৃঢ় বোধ হইল ইতি।

যদি মুফ্তী আপন ফতওয়াতে অপরাধির অপরাধ সাবুদ হওনের কি তাহাকরণের প্রতি দৃঢ় বোধ হওনের কথা লিখেন ও জজসাহেবের মত মুফ্তীর ফতওয়ার সহিত মিলে তবে ঐ সাহেব শাস্তির হুকুম দিতে ক্ষমতা রাখিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— যদি সেই ফতওয়াতে এমত লেখা যায় যে শরার উক্ত নিয়মসকলের মতে অপরাধির উপর অপরাধ সাবুদ হইল কি সে অপরাধ করিয়াছে এমত দৃঢ় বোধ হইল ও দায়েরসায়েরী আদালতে যে জজসাহেবের হজুরে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাঁহার মত অপরাধির উপর অপরাধ প্রমাণহওনে কি সে অপরাধ করিয়াছে এমত দৃঢ় বোধ হওনেতে মুফ্তীর ফতওয়ার সহিত ঐক্য হয় ও তাহাতে সে অপরাধী শাস্তির যোগ্য হয় ও মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া ঐ সাহেবের মনে যদি এমত লয় যে ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫৩ আইনের ২ ধারার ৭ প্রকরণের অনুসারে যেং শাস্তি দেওনের ক্ষমতা তাঁহার প্রতি আছে তাহাহইতে ভারি শাস্তি ঐ অপরাধিকে দেওনের হুকুম দেওয়া উপযুক্ত হয় না তবে ঐ জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে সে অপরাধিকে অপরাধের ভাব ও প্রকার বুঝিয়া ৩৯ উনচল্লিশ ঘাহইতে অধিক না হয় এমত আন্দাজ কোড়া মারণের ও কঠিন মেহনৎকরণের সহিত সাত বৎসরের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদ রাখনের শাস্তির হুকুম দেন ইতি।

জবরদস্তী করিয়া পরদার করা সাবুদ হইলে কি তাহাকরণেরপ্রতিদৃঢ়বোধ হইলে দায়েরসায়েরী আদালতের জজসাহেবের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— যদিকোন স্ত্রীলোকের সম্মতিবিনা জবরদস্তীতে অর্থাৎ বলাৎকারে সঙ্গকরণের অপরাধ কাহারু প্রতি সাবুদ হয় কিম্বা তাহার সেই অপরাধকরণের প্রতি দৃঢ় বোধ হয় তবে দায়েরসায়েরী আদালতের জজসাহেবের কর্ত্তব্য নহে যে তাহাতে কিছু হুকুম দেন্ বরং চলিত আইনমতে মোকদ্দমার রোয়দাদ নাতক্ অর্থাৎ পুরা হুকুম হওনের নিমিত্তে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হজুরে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

৪ চতুর্থ প্রকরণ

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—পরের বিবাহিতা স্ত্রীর সহিত সঙ্গকরণের মোকদ্দমাসকলেতে যে স্ত্রীর সহিত সঙ্গ হয় তাহার উপর ঐ কর্ম্মের অপরাধ সাবুদ করিবার ও তাহাকে শাস্তি দিবার নিমিত্তে যদি তাহার স্বামী দাওয়া করে তবে তাহা করা আবশ্যক হইবেক নতুবা অন্য কাহারু ক্ষমতা কোন প্রকারে থাকিবেক না যে এমত মোকদ্দমার দাওয়া করে ইতি।

পরপুরুষগামিনী স্ত্রীলোকের উপর পরপুরুষ গমনের দাওয়া করিতে যাহার ক্ষমতা আছে তাহার কথা।

৭ ধারা।

এ বিষয়ে সন্দেহ হইল যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৪ আইনের ৩ ধারার ও ১৮০৩ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত কথানুসারে যে বধ জ্ঞানকৃত বধের তুল্য যে না হয় এমত বধের মোকদ্দমাতে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের এমত ক্ষমতা আছে যে শরার অনুসারে নিরূপণহওয়া দীয়তের অর্থাৎ খুনের মূল্যের বদলে অপরাধির অপরাধের উপযুক্ত মিয়াদে কয়েদের হুকুম দেন্ কি ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫৩ আইনের ২ ধারার ৭ প্রকরণের লিখিত যে সামান্য দাঁড়াতে এ হুকুম লেখা যায় যে যে২ মোকদ্দমার বিষয়ে বিশেষ কিছু হুকুম নির্দ্দিষ্ট না হইয়া থাকে তাহাতে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য নহে যে ৩৯ ঊনচল্লিশ ঘার অধিক কোড়া মারণের ও কঠিন মেহনৎকরণের সহিত সাত বৎসরের অধিক মিয়াদে কয়েদের শাস্তির নাতক্ হুকুম দেন্ সেই দাঁড়ানুসারে এমত২ মোকদ্দমাতে ঐ সাহেবদিগের পাওয়া ঐ ক্ষমতা তাহাতেই ভুক্ত হইল অতএব ঐ সন্দেহ মিটাইবার নিমিত্তে জানান যাইতেছে যে জ্ঞানকৃত বধভিন্ন যে সকল প্রকার বধের মোকদ্দমাতে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবেরা ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৪ আইনের ৩ ধারার ও ১৮০৩ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ২ প্রকরণের কি অন্য২ চলিত আইনের মতে অপরাধ সাবুদ হইলে পর দীয়তের অর্থাৎ খুনের মূল্যের বদলে অপরাধির অপরাধের উপযুক্তমত মিয়াদে কয়েদ রাখিবার হুকুম দিতে পারেন্ সে সমস্ত প্রকার বধের মোকদ্দমাতে ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫৩ আইনের ২ ধারার ৭ প্রকরণের লিখিত হুকুম খাটিবেক ও যদি কোন প্রকারেতে উপরের লিখিত শাস্তির হুকুম দেওয়া দায়েরসায়েরী আদালতের জজসাহেবের বিবেচনায় উপযুক্ত বোধ না হয় তবে ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫৩ আইনের ২ ধারার লিখিত হুকুমমতে মোকদ্দমার রোয়দাদ নিজামৎ আদালতে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

জ্ঞানকৃত বধের তুল্য না হয় যে যে বধ তাহার মোকদ্দমাসকলের বিষয়ী ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৪ আইনের ৩ ধারার ও ১৮০৩ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ২ প্রকরণের বয়ান করিবার কথা।

৮ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— এই প্রকরণানুসারে জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫৩ আইনের ৫ ধারার যে২ প্রকরণেতে চুরীকরণের কি সিন্ধ দিবার সময় হওয়া বধের ও খুনের ও অঙ্গক্ষত কিম্বা শারীরিক অন্য ক্ষতির বিষয়ের হুকুম লেখা যায় তাহা রদ ও রহিত হইল ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫৩ আইনের ৫ ধারার ২ প্রকরণ রদ হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— যাহার প্রতি রাহাজনী অর্থাৎ বাটপাড়ীকরণের কি সিন্ধ

রাহাজনী ইত্যাদিকর

দেওনের

ণের কালে খুনকরণের অপরাধ যাহারদিগের উপর সাবুদ হয় তাহারা নিজামত্ আদালতের সাহেবদিগের তজবীজে প্রাণদণ্ড করণের যোগ্য হইবার কথা।

দেওনের কিম্বা চুরীকরণের কালে খুনকরণের অপরাধ সাবুদ হয় সে চলিত হুকুমের মতে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হুকুমেতে জ্ঞানকৃত বধের অন্য২ সমস্ত প্রকারেতে যেমত প্রাণদণ্ডের যোগ্য হয় সেই মত প্রাণদণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।

যাহারদিগের উপর অঙ্গক্ষত কি শারীরিক অন্য হানিকরণের সহিত কি তাহা বিনা ডাকাইতীর অপরাধ সাবুদ হয় তাহারা যে শাস্তির যোগ্য হইবেক তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যাহারদিগের উপর ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫৩ আইনের ৩ ধারার ১ প্রকরণের বিবরিয়া লিখন মত প্রাণবিয়োগ না হইতে পারিবার মত অঙ্গক্ষত কি শারীরিক অন্য হানিকরণের সহিত ডাকাইতীকরণের অপরাধ সাবুদ হয় এবং যাহারদিগের উপর অঙ্গক্ষত কি ঐ প্রকার শারীরিক অন্য হানিকরণব্যতিরেকে ডাকাইতীকরণের অপরাধ সাবুদ হয় সে সকল অপরাধিরা ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫৩ আইনের ও ১৮০৫ সালের ৩ আইনের ও ১৮০৮ সালের ৮ আইনের লিখিত হুকুমমতে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের নাতক্ হুকুমেতে ৩৯ ঊনচল্লিশ ঘা কোড়া খাইয়া যাবজ্জীবন কয়েদ ও দেশের বাহির হইয়া সমুদ্রপারে যাইবার যোগ্য হইবেক আর যদি অপরাধী পোলীসের কার্য্যকারকদিগের কি যে সকল চৌকীদারদিগের উপর চুরী ডাকাইতীর নিবারণকরণের বিষয়ে পোলীসের আমলার সহায়তাকরণের হুকুম আছে তাহারদিগের মধ্যের কেহ হয় তবে সে অপরাধের আধিক্যপ্রযুক্ত ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের ৩ আইনের ৪ ধারার নিরূপিত যে অতিভারি শাস্তির নিরূপণ হইয়াছে সেই শাস্তি পাইবার যোগ্য হইবেক ইতি।

যাহারদিগের উপর জ্ঞানপূর্ব্বক বধকরণের মনস্থের কি প্রাণবিয়োগের শঙ্কা হয় যাহাতে কেবল এমত অঙ্গক্ষত কি শরীরের অন্য হানির সহিত সিন্ধ দিয়া কি বিনা সিন্ধে চুরীকরণের কি রাহাজনীকরণের অপরাধ যাহার বিষয়ে ডাকাইতীর বাবৎ চলিত কোন হুকুম পাওয়া যায় না তাহা সাবুদ হয় তাহারা যে শাস্তির যোগ্য হইবেক তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— কাহারো ঘর কি স্থানহইতে সিন্ধ দিয়া কি বিনা সিন্ধে চুরীকরণের সমস্ত মোকদ্দমাতে এবং রাহাজনী অর্থাৎ বাটপাড়ীর সমস্ত মোকদ্দমাতে যাহার বিষয়ে ডাকাইতীর বাবৎ চলিত কোন হুকুম পাওয়া যায় না যদি ঐ রাহাজনী কি সিন্ধমারী কি চুরী কি তাহা করিতে উদ্যতহওন ইচ্ছাক্রমে অঙ্গক্ষত করিয়া কি পোড়াইয়া কিম্বা গলা দাবাইয়া কি বিষ খাওয়াইয়া কি ডুবাইয়া কি কূয়ায় ফেলাইয়া কি অন্য ক্লেশ দিয়া বধকরণের মনস্থের সহিত হয় কিম্বা ঐ২ অপরাধের কর্ম্ম কেবল এমত অঙ্গক্ষত কি অঙ্গ দাহ কি শারীরিক অন্য হানির সহিত হয় যে তাহাতে প্রাণবিয়োগের শঙ্কা হয় তবে যে জন কি যে২ জন স্বয়ং কি অন্য জনের সঙ্গে থাকিয়া উপরেতে যে সকল দুষ্কর্ম্মের কথা লেখা গেল তাহার কোন দুষ্কর্ম্মকরণের সহিত রাহাজানী কি সিন্ধমারী কি চুরী করিয়াছে কি করিতে উদ্যত হইয়াছে ইহা নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হজুরে সাবুদ হয় সেই২ জনের উপর ডাকাইতীর নিমিত্তে যে শাস্তি নিরূপণ হইয়াছে সেই শাস্তি এতাবতা ৩৯ ঊনচল্লিশ কোড়া মারণ ও যাবজ্জীবন কয়েদ ও দেশের বাহির করিয়া দেওনরূপ শাস্তির হুকুম হইতে পারিবেক ও দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের এমত২ সমস্ত মোকদ্দমাতে কর্ত্তব্য যে মোকদ্দমার রোয়দাদ নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হজুরে পাঠান্ এবং দায়েরসায়েরী আদালতের যে সাহেবের হজুরে মোকদ্দমার তজবীজ হয় সেই সাহেব ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের ৮ আইনের ৪ ধারাতে ও চলিত অন্য২ আইনেতে যাবজ্জীবন কয়েদ ও দেশের বাহির হইয়া সমুদ্রপারে যাওনের যোগ্য অপরাধিদিগের নিমিত্তে যে২ প্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে উপরের লিখিত প্রকারেতে

দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবেরা অপরাধিদিগের প্রতি এই প্রকরণের লিখিত কোন অপরাধ সাবুদ হইলে যে শাস্তি দিবেন তাহার কথা।

সেই২

সেইং মত কার্য্য করিবেন ও যদি মোকদ্দমার কথাসকলের দৃষ্টে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবের চিত্তে কোন অপরাধির নিরূপিত শাস্তির অল্পতা হইবার উপযুক্ত কোন মাতবর হেতু বোধ হয় তবে তাহার কথা নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের বিবেচনাকরণের নিমিত্তে আপন চিঠীতে লিখিবেন ইতি।

যদি জ্ঞানপূর্ব্বক বধকরণের মনস্থ কি প্রাণবিয়োগের শঙ্কা হয় যাহাতে এমত অঙ্গক্ষত কি শরীরের অন্যহানিকরণ বিনা উপরের প্রকরণের লিখিত কোন অপরাধের কর্ম্ম হয় তবে এমত মোকদ্দমাতে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবেরা নাতক্ হুকুম দিতে পারিবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।— উপরের প্রকরণের লিখিত অপরাধের কর্ম্মসকলের মধ্যে যদি কোন কি কোনং জনের প্রতি ইচ্ছাপূর্ব্বক বধকরণের কি প্রাণ বিয়োগ হইতে পারিবার মত অঙ্গক্ষত কি অঙ্গদাহ কি শারীরিক অন্য হানিকরণবিনা উপরের প্রকরণের লিখিত মতহইতে কম জখম অর্থাৎ অঙ্গক্ষত কি ঐং রূপ শারীরিক অন্য হানিকরণের সহিত চুরী কি রাহাজনী কি সিন্ধমারীকরণের কিম্বা তাহা করিতে উদ্যতহওনের অপরাধ প্রমাণ হয় তবে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবের কর্ত্তব্য যে যদি তাঁহার মত অপরাধি কি অপরাধিদিগের অপরাধ প্রমাণহওনের বিষয়ে ঐ আদালতের মৌলবীর লেখা ফতওয়ার সহিত ঐক্য হয় তবে মোকদ্দমার রোয়দাদ নিজামৎ আদালতে না পাঠাইয়া অপরাধির অপরাধের ভাব বুঝিয়া যে শাস্তি উপযুক্ত বুঝেন্ তাহার হুকুম দেন্ এই নিয়মে যে ইঙ্গরেজী ১৮১১ সালের ১ আইনের ৩ ধারার ১ প্রকরণের অনুসারে সিন্ধ দেওয়ার মোকদ্দমাসকলেতে তাহার যে শাস্তি দেওনের ক্ষমতা আছে তাহাহইতে ঐ শাস্তি অধিক না হয় এতাবতা ৩৯ ঊনচল্লিশ কোড়ামারণ ও ১৪ চৌদ্দ বৎসর কয়েদ ও অপরাধির নিবাসের জিলা খারিজকরণের শাস্তিহইতে অধিক না হয় ইতি।

উপরের প্রকরণের লিখিত কথার বিবরণের কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।— উপরের প্রকরণের লিখিত কথানুসারে এমত বোধ না হয় যে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫৩ আইনের ৩ ধারার ১ প্রকরণের লিখিত ডাকাইতীর কোন মোকদ্দমাতে এমত ক্ষমতা আছে যে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হজুরে মোকদ্দমা না পাঠাইয়া ঐ অপরাধ সাবুদ হইলে পর অপরাধির শাস্তির নাতক্ অর্থাৎ পূরা হুকুম দেন্ ও তাহা জারী করেন্ কিম্বা ঐ সাহেবদিগের এমত ক্ষমতা আছে যে অঙ্গক্ষত কি শারীরিক অন্য হানিকরণ কিম্বা গলা টিপিয়া কি এই ধারার ৪ প্রকরণের লিখিত অন্যং প্রকারে ইচ্ছাপূর্ব্বক বধকরণবিনা সিন্ধমারী কি চুরীকরণের মোকদ্দমাতে চলিত আইনে ঐ অপরাধের নিমিত্তে যে শাস্তির নিরূপণ হইয়াছে তাহাহইতে অধিক শাস্তি দেন্ ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫৩ আইনের ৫ ধারার ১ প্রকরণের বিবরণের কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫৩ আইনের ৫ ধারার ১ প্রকরণের মর্ম্মের বিবরণ করিবার নিমিত্তে লেখা যাইতেছে যে ঐ প্রকরণেতে শরার যে প্রসঙ্গ লেখা আছে তাহার দ্বারা এমত বোধ না হয় যে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবেরা চুরীর মোকদ্দমাতে সাত বৎসরের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদের অতিরিক্ত ৩৯ ঊনচল্লিশ ঘার অধিক না হয় এমত কোড়া কি বেতমারণের শাস্তি দেওয়া যদি ভারী চুরীহওনপ্রযুক্ত উচিত ও উপযুক্ত বুঝেন্ তবে তাহার হুকুম দিতে পারিবেন না ইতি।

৯ ধারা।

৯ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ২ আইনের লিখিত কথা শুধরণের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— এই প্রকরণানুসারে জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ২ আইনের লিখিত কথা যাহা যে সকল লোক স্বয়ং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় কি অন্য২ লোককে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রবৃত্তি লওয়ায় এবং যে সকল লোক তগল্লবী কাগজ করে ও জাল অর্থাৎ কৃত্রিম দস্তাবেজইত্যাদি বানায় কিম্বা অন্যের দ্বারা করায় তাহারদিগের শাস্তির বিষয়ে লেখা যায় তাহা নীচের লিখিতব্যমতে শুধরণের যোগ্য হইল ইতি।

যাহারদিগের প্রতি দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের হজুরে উপরের প্রকরণের লিখিত ও ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ২ আইনের কি এই আইনের নিরূপিত কোন অপরাধ প্রমাণ হয় তাহারা যে শাস্তি পাইতে পারিবেক তাহার কথা।

যাহারদিগের প্রতি টাকাআদি কৃত্রিমকরণের কি তাহা করিতে অন্যেরে প্রবৃত্তি দেওনের অপরাধ সাবুদ হয় তাহারা যে শাস্তি পাইতে পারিবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— দায়েরসায়েরী আদালতের যে জজসাহেবের হজুরে উপরের প্রকরণের লিখিত ও ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের২ আইনের কি এই আইনের নিরূপিত অপরাধের মধ্যে কোন অপরাধ কোন অপরাধির প্রতি সাবুদ হয় সেই জজসাহেবের উচিত যে যদি তাঁহার মত অপরাধির অপরাধ প্রমাণহওনের বিষয়ে আদালতের মুফ্তীর ফতওয়ার সহিত ঐক্য হয় তবে সেই অপরাধিকে তশ্হীর অর্থাৎ দুরবস্থ করিয়া নগর ফিরাণ ও ৩০ ত্রিশ ঘা কোড়ামারণ ও সাত বৎসর মিয়াদে কয়েদকরণ ও সে যে জিলায় বাস করে সে জিলাছাড়াকরণের হুকুম দেন্ ও যদি কোন২ লোকের প্রতি শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের হুকুমের তাবে কোন টাকশালেতে জরবহওয়া আশ্রফী কি টাকা কি পয়সা কলব অর্থাৎ কৃত্রিমকরণের কি ঐ সরকারের হুকুমের তাবে কোন দেশের মধ্যে চলে যে আশ্রফী কি টাকা কি পয়সা তাহা কৃত্রিমকরণের কি অন্যের দ্বারা করণের অপরাধ প্রমাণ হয় এবং যাহারদিগের প্রতি সরকারের কোন হুকুম মত অর্থাৎ রাজধানীর নিরূপিত ইষ্টাম্পের মোহর কি ইষ্টাম্পকাগজ জাল অর্থাৎ কৃত্রিমকরণের অপরাধ কি তাহা করিতে অন্য২ লোককে প্রবৃত্তি লওয়াইবার অপরাধ সাবুদ হয় এবং যাহারদিগের প্রতি কোন নোট কি সরকারের দেনাপাওনার বাবৎ অন্য নিদর্শনপত্র কিম্বা অন্য বেঙ্ক নোট যাহা সরকারের হুকুমের তাবে দেশসকলের মধ্যে মোকররহওয়া কোন বেঙ্কের ঘরহইতে বাহির হইয়া সরকারের তাবে ঐ২ দেশেতে চলন থাকে তাহা জাল অর্থাৎ কৃত্রিমকরণের কিম্বা তাহা করিতে অন্য২ লোককে প্রবৃত্তি লওয়ানের অপরাধ সাবুদ হয় তবে উপরের লিখিত সে সমস্ত লোক দুরবস্থ করিয়া নগর ফিরাণ ও ৩০ ত্রিশ কোড়ামারণের অনতিরিক্ত জিলা খারিজ করিয়া ১৪ চৌদ্দ বৎসর মিয়াদে কয়েদরাখণের শাস্তি পাইবার যোগ্য হইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি দায়েরসায়েরী আদালতের জজসাহেবের চিত্তে মোকদ্দমার কথা বিবেচনা করণের পর উপরের লিখিত শাস্তি কোন অপরাধির অপরাধ অপেক্ষা অতিভারী বোধ হয় তবে তাঁহার ক্ষমতা আছে যে জালসাজী অর্থাৎ কৃত্রিমকরণের ও আশরফীআদি কৃত্রিমকরণ ও ইষ্টাম্পকাগজ ও নিদর্শনপত্র ও বেঙ্কনোট জাল বানাইবার মোকদ্দমাতে এবং ঐ২ কর্ম্ম করিতে অন্য২ লোককে প্রবৃত্তি লওয়াইবার মোকদ্দমাতে ঐ শাস্তি যাহা তাহারদিগের হইতে পারে তাহা কমাইয়া তশ্হীর অর্থাৎ দুরবস্থ করিয়া নগরফিরাণের সহিত কি তাহা বিনা সাত বৎসরের কম না হয় এমত মিয়াদে কয়েদের হুকুম দেন্ ও

ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ২ আইনের কি এই আইনের লিখিত অন্য সমস্ত মোকদ্দমাতে তশ্‌হীর অর্থাৎ দুরবস্থ করিয়া নগর ফিরাণের সহিত কি তাহাবিনা তিন বৎসরের কম না হয় এমত মিয়াদে কয়েদের হুকুম দিয়া শাস্তি কমাইয়া দেন্ ইতি।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— যদি উপরের উক্ত কোন মোদ্দমাতে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেব উপরের নিরূপিত কমানহইতে ও শাস্তি কমান কি সমুদয় মাফকরা উপযুক্ত বুঝেন্ তবে যদি তাঁহার মত অপরাধির অপরাধ সাবুদহওনের বিষয়ে আদালতের মৌলবীর ফতওয়ার সহিত মিলে তবে তাঁহার কর্ত্তব্য যে উপরের প্রকরণের লিখিত হুকুমমতে শাস্তির হুকুম দিয়া মোকদ্দমার রোয়দাদ আপন বিবেচনার শরেওয়ার কথা সম্বলিত চিঠার সহিত নাতক্ হুকুম হইবার কারণ নিজামৎ আদালতে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবের মতে উপরের লিখিত অল্পতা হইতেও শাস্তির অল্পতা করা উপযুক্ত বোধ হইলে তাঁহার যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

১০ সারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ২ আইনে এ বিষয়ের কোন প্রসঙ্গ হয় নাহি যে যে২ লোকের প্রতি জানিয়া শুনিয়া দাগাবাজী করিয়া জাল ও তগল্লবী কাগজ ও নিদর্শনপত্র চালাইবার কিম্বা তাহা চালাইতে উদ্যত হইবার অপরাধ কিম্বা জানিয়া শুনিয়া জাল ইষ্টাম্প কাগজ ব্যবহারকরণের কি চালাইবার কি বিক্রয়করণের কি কোনহ প্রকারে বাঁটিয়া দেওনের কি তাহা করিতে প্রবৃত্তহওনের অপরাধ অথবা জানিয়া শুনিয়া কলব অর্থাৎ কৃত্রিম আশরফী কি টাকাআদি কি জাল বেঙ্কনোট অথবা প্রমিসরী নোট কি দেনা পাওনার বাবৎ অন্য নিদর্শনপত্র দেওনের কি তাহাতে প্রবৃত্তহওনের অপরাধপ্রমাণ হয় তাহারদিগের কি শাস্তি হইবেক অতএব যাহারা উপরের লিখিত অপরাধ সকলের কোন অপরাধ করে তাহারদিগের শাস্তি নিরূপণকরণের নিমিত্তে নীচের লিখিতব্য দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

যহারা জানিয়া শুনিয়া দাগাবাজী করিয়া জালকাগজ কি কৃত্রিম টাকা কি জাল বেঙ্কনোট কি অন্য নিদর্শন পত্র চালায় তাহারদিগের শাস্তির কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি কোন জনের প্রতি উপরের প্রকরণের লিখিত কোন অপরাধ দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের তজবীজে কি সদর নিজামতের সাহেবদিগের হুজুরে সাবুদ হয় তবে সে অপরাধী মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেব যে মিয়াদ উপযুক্ত জানেন সেই মিয়াদে কয়েদের শাস্তির যোগ্য হইবেক কিন্তু সে মিয়াদ সাত বৎসরের অধিক হইবেক না ও যে সকল প্রকারেতে অপরাধীহইতে যাহাতে অপরাধের আধিক্য হয় এমত দুষ্কর্ম্ম হইয়া থাকে কিম্বা সে অপরাধী একবার তাহার অপরাধ সাবুদ হইয়া শাস্তি পাওনের পর খালাস হইয়া পুনরায় যদি সেই অপরাধ করিয়া থাকে তবে তাহার প্রতি তশ্‌হীর অর্থাৎ দুরবস্থ করিয়া নগর ফিরাণের হুকুম হইবেক ও যে কেহ প্রথমবার যে অপরাধ সাবুদ হইয়া শাস্তি পাইয়া খালাস হইয়া থাকে সে জন সেই অপরাধ পুনরায়করণের প্রকারেতে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের অক্ষতা আছে যে এমত অপরাধির উপর ঐ শাস্তির অতিরিক্ত ৩০ ঘা কোড়া কি বেতের অধিক না হয় এমত শারীরিক শাস্তির হুকুম দেন্ ও যদি কাহারু প্রতি উপরের প্রকরণের

কাহারু উপর উপরের লিখিত অপরাধসকলের কোন অপরাধ সাবুদ হইলে যে শাস্তি পাইবেক তাহা নিরূপণের কথা।

বার২ অপরাধ করিলে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেব দুরবস্থ করিয়া সকল লোককে দেখাইবার ও কোড়া মারিবার হুকুম দিতে পারিবার কথা।

লিখিত কোন অপরাধ দুইবার সাবুদ হইয়া তাহার শাস্তিপাওনের পর খালাস হইয়া তৃতীয়বার তাহার সেই অপরাধকরণ সাবুদ হয় ও দায়েরসায়েরী আদালতের জজসাহেব ঐ অপরাধিকে সাত বৎসরের অধিক মিয়াদ কয়েদ রাখণের যোগ্য জানেন তবে তাঁহার কর্ত্তব্য যে মোকদ্দমার রোয়দাদ আপনবিবেচনার কথাসম্বলিত এক চিঠীসহিত ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫৩ আইনের ২ ধারার ৭ প্রকরণের লিখিত হুকুমমতে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হজুরে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

ঐ২ প্রকরণের লিখিত হুকুম যাহারদিগের উপর টাকা আদির কিনারা লওনের অপরাধ সাবুদ হয় তাহারদিগের প্রতি খাটিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— এই প্রকরণানুসারে জানান যাইতেছে যে যেং লোকের প্রতি সরকারের হুকুমের তাবে টাক্‌শালেতে জরব্‌হওয়া আশ্‌রফী কি টাকাআদির কিনারা কাটিয়া লওনের কিম্বা সরকারের হুকুমের তাবে কোন দেশে মধ্যে চলন থাকা কোন রকম আশ্‌রফী কি টাকাআদির কিনারা কাটিয়া লওনের অপরাধ কি যাহারদিগের প্রতি ঐ আশ্‌রফী কি টাকাআদি চাঁচিয়া লওনের কি মেকীকরণের কি কোন প্রকারে মন্দ করণের অপরাধ প্রমাণ হয় যেমত ঐ সকল অপরাধের বিচার টাকা ও আশ্‌রফীআদি জরবের বিষয়ের চলিত আইন মতে ফৌজদারী আদালতে হয় ও অপরাধিরাও ঐ সকল আইনের লিখিত হুকুমমতে শাস্তির যোগ্য হয় সেই মত তাহারদিগের সহিত উপরের প্রকরণের লিখিত হুকুম খাটিবেক ইতি।

১১ ধারা।

যাহারদিগের স্থানহইতে কৃত্রিম টাকা কি জাল ইষ্টাম্পকাগজ বাহির হয় তাহারা তাহা রাখণের মাতবর হেতু কহিতে না পারিলে যে শাস্তি পাইবেক তাহার কথা।

যদি জিলা কি শহরের মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হুকুমের তাবে কোন ব্যক্তির স্থানহইতে চলিত সিক্কাতে জবর করা কলব অর্থাৎ কৃত্রিম টাকা ও আশ্‌রফীআদি কিম্বা চলন মত ইষ্টাম্প ছাপাকরা জাল ইষ্টাম্পকাগজ বাহির হয় ও এমত টাকাআদি ও ইষ্টাম্পকাগজ রাখণের মাতবর হেতু কহিতে না পারে তবে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের আবশ্যক যে তাহার উপর সেই টাকা আদির ও ইষ্টাম্প কাগজের মূল্যে চারিগুণ পরিমাণ টাকা জরীমানা দিবার হুকুম দেন্ ও ঐ জরীমানার টাকা দাখিল হইলে পর তাহার অর্দ্ধেক টাকা যে ব্যক্তি কি যাহারা এ বিষয়ের সম্বাদ ও তাহা সাবুদ করিয়া থাকে তাহাকে কি তাহারদিগ্‌কে দেওয়ান যাইবেক ও জরীমানার টাকা দাখিল না করিলে যাহার প্রতি ঐ অপরাধ প্রমাণ হইয়া থাকে সে ব্যক্তি ছয় মাসের অধিক না হইয়া মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের বিবেচনায় যে মিয়াদ উপযুক্ত বোধ হয় সেই মিয়াদে কয়েদ হইবার যোগ্য হইবেক ও কৃত্রিম টাকাআদি ও জাল করা ইষ্টাম্পকাগজ টাক্‌শালের মোখ্তারকার সাহেবের কিম্বা ইষ্টাম্পকাগজের সুপরিন্টেণ্ডেণ্টসাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক ইতি।

১২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের আইনের ২ ৩ ধারার লিখিত হুকুম রদ হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— জানা কর্ত্তব্য যে এই প্রকরণানুসারে ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ২ আইনের ৩ ধারার লিখিত হুকুম ও অন্য চলিত আইনের যেং হুকুমেতে ইহা লেখা যায় যে যে সকল অপরাধির পক্ষে নিয়মিত কতক কাল মিয়াদে কয়েদের হুকুম হইয়া থাকে

তাহার

তাহারদিগের কপালে অপরাধের কথা গোদনা দিয়া দাগ দেওয়া যাইবেক তাহা রদ ও রহিত হইল ইতি।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—এই প্রকরণানুসারে জানান যাইতেছে যে যে সকল অপরাধির প্রতি যাবজ্জীবন কয়েদের হুকুম হইয়া থাকে কেবল তাহারদিগের কপালে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৪ আইনের ১১ ধারা ও ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৭ আইনের ৩৫ ধারার নিরূপিত মতে ও ঐ২ ধারার লিখিত মতলব হাসিলহওনের নিমিত্তে অপরাধের কথার দাগ দেওয়া যাইবেক ইতি।

বিশেষ২ প্রকারেতে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের কোন অপরাধির কপালে গোদনা দিয়া দাগ দেওয়া মাফ করিতে ক্ষমতা থাকিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—এই প্রকরণানুসারে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে যাবজ্জীবন কয়েদের হুকুম হইয়া থাকা কোন অপরাধিকে মাতবর কোন হেতু প্রযুক্ত তাহার কপালে উপরের লিখিত প্রকারে গোদনা দিয়া দাগ দেওয়াতে মাফকরা উপযুক্ত বুঝিলে তাহা করেন্ ইতি।

যে প্রকারেতে অপরাধিরদিগের কপালে গোদনা দিয়া দাগ দেওয়া যাইবেক তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যে সকল অপরাধির পক্ষে যাবজ্জীবন কয়েদ থাকনের হুকুম হয় ও নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হুকুমেতে যদি তাহারদিগের কপালে গোদনা দিয়া দাগ দেওয়া মাফ না হয় তবে মাজিস্ট্রেট্সাহেবের উচিত যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৪ আইনের ১১ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৭ আইনের ৩৫ ধারার লিখিত প্রকারে প্রাতঃকালে তাহারদিগের কপালে গোদনা দিয়া দাগ দেওয়ান ও সে অপরাধী দেওয়া দাগ সেই দিবস কোন প্রকারে লুপ্ত করিয়া ফেলিতে না পারিবার নিমিত্তে যে২ উপায় করা আবশ্যক হয় তাহা করেন ও মাজিস্ট্রেট্সাহেবদিগের ইহাও আবশ্যক যে অপরাধির প্রতি যাবজ্জীবন কএদের হুকুম হইয়া থাকে যদি তাহার কপালেতে দেওয়া দাগ কোন প্রকারে এমন যে তাহা লুপ্ত হইয়া থাকে পড়া যাইতে না পারে তবে পুনরায় নূতন দাগ গোদনা দিয়া দেওয়ান ইতি।

১৩ ধারা।

যাহারদিগের উপর দায়েরসায়েরী আদালতের কি সদর নিজামতের সাহেবদিগের হজুরে মিথ্যা হলফ করণের অপরাধ সাবুদ হয় তাহারা যে শাস্তি পাইতে পারিবেক তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১২ আইনের ২৬ ও ৩০ ও ৩৩ ধারার লিখিত হুকুমের অতিরিক্ত এই ধারানুসারে এমত হুকুম হইল যে সরকারের যে কার্য্যকারক হলফ অর্থাৎ দিব্য করাইবার ক্ষমতা রাখেন তাঁহার সমক্ষে যদি কেহ ইচ্ছাক্রমে হলফের কি হলফনামার নিয়মের ব্যতিক্রমে মিথ্যা জোবানবন্দী লেখায় ও তাহার অপরাধ দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবের কি নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হজুরে সাবুদ হয় তবে যদি ঐ জোবানবন্দী কোন আদালতের উপস্থিত মোকদ্দমার কথা ও বৃত্তান্তের সহিত সম্পর্ক না রাখিলেও তথাপি যদি এমত স্পষ্ট জানা যায় যে ঐ ব্যক্তি যে বিষয়েতে যথার্থ বৃত্তান্ত জানিবার অপেক্ষা থাকে তাহাতে শরারতী করিয়া মিথ্যা জোবানবন্দী লেখাইয়া দিয়াছে তবে সে ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য দেওনিয়া ঠাহরা গিয়া

এই

এই আইনের ৯ ধারাতে ঐ অপরাধের নিমিত্তে যে শাস্তি নিরূপণ হইয়াছে সেই শাস্তি পাইবার যোগ্য হইবেক ইতি।

যে কেহ অন্যেরে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রবৃত্তি লওয়ায় সে এই আইনের ৯ধারার নিরূপিত শাস্তি পাইবার যোগ্য হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যে কোন ব্যক্তি অন্যেরে প্রবৃত্তি লওয়াইয়া উপরের প্রকরণের উক্ত মত মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রবৃত্ত করে সে ব্যক্তি ভারি অপরাধকরণিয়া জানা যাইবেক ও দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবের কি নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হজুরে ঐ অপরাধ প্রমাণ হইলে এই আইনের ৯ ধারার নিরূপিত শাস্তি পাইবার যোগ্য হইবেক ইতি।

১৪ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ৩ আইনের ২ ধারার মজমুনের বয়ানের ও নীচের লিখিত দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ৩ আইনের যে ২ ধারার লিখিত কথা ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ৭ আইনের ৩ ধারানুসারে দত্ত ও জয়করা দেশেতে জারী হইয়াছে তদনুসারে মিথ্যা হলফকরণের কি তাহা করিতে অন্যেরে প্রবৃত্তি লওয়াইবার দাওয়ার যে নালিশ অতিঅমূলক ও কেবল দ্বেষ ও শত্রুতাপ্রযুক্ত হয় তাহা না হইতে পারিবার মনস্থে এমত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে সমস্ত জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য নহে যে দেওয়ানী আদালতের ফরিয়াদী কি আসামী আপন সাক্ষিরদিগের নামে কি আপন তরফসানী অর্থাৎ পক্ষান্তরের সাক্ষিদিগের নামে কি এক পক্ষ অন্য পক্ষের নামে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওনের নিমিত্তে কিছু দেওনের কি শিক্ষাণ পড়ানের দাওয়াতে যে নালিশ করে তাহার আরজী লন্ ও ফরিয়াদী কি আসামী কি সাক্ষী লোক যাহারদিগের আদালতে রুজুহওয়া আবশ্যক তাহারদিগের কাহার নামে ইহার নালিশ হইতে পারিবেক না কিন্তু যদি জিলা কি শহরের জজসাহেবেরা নিজে তাহারদিগকে তজবীজের নিমিত্তে দায়েরসায়েরী আদালতে সোপর্দ্দ করেন তবে হইতে পারিবেক এই ধারানুসারে পূর্ব্বাপেক্ষা অতিসুন্দররূপে মতলব হাসিল হইবার নিমিত্তে নীচের লিখিত দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

এই ধারার লিখিত কার্য্যকারকের নিকটে মিথ্যা হলফের কি তাহা করিতে অন্যেরে প্রবৃত্তি লওয়ানের যে সকল দাওয়া কোন মোকদ্দমার বাদী কি প্রতিবাদির কি সাক্ষিদিগের নামে দরপেশ হয় তাহার সহিত ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ৩ আইনের ২ ধারার লিখিত হুকুম সম্পর্ক রাখিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—এই প্রকারণানুসারে জানান যাইতেছে যে জিলা কি শহরের জজসাহেবের কি রেজিষ্টরসাহেবের হজুরে কি কোন সদর আমীনের কি মুনসেফের কিম্বা কোন মোকদ্দমার তহকীকাতের নিমিত্তে মোকররহওয়া সালিস কি সালিসদিগের নিকটে কিম্বা জিলা কি শহরের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের হুকুমমতে অন্য যে কার্য্যকারক সরেজমীন তহকীক করিবার কি অন্য বিষয়ের তহকীকাতের অথবা কোন দেওয়ানী আদালতহইতে হওয়া হুকুমনামা জারী করিবার নিমিত্তে নিযুক্ত হয় তাহার নিকটে দেওয়ানী কোন মোকদ্দমা কি মোকদ্দমাসকলের বাদী কি প্রতিবাদী কি সাক্ষিদিগের নামে মিথ্যা হলফকরণের কি তাহা করিতে অন্যেরে প্রবৃত্তি লওয়াইবার যে সকল দাওয়া দরপেশ হয় সে সমস্ত দওয়ার সহিত উপরের লিখিত দাঁড়া সম্পর্ক রাখিবেক ও এসকল প্রকারেতে যদি মিথ্যা হলফকরণের কি তাহা করিতে অন্যেরে পুবৃত্তি লওয়া যাইবার দাওয়া প্রথমতঃ জিলা কি শহরের জজসাহেবের নিকট দরপেশ না হইয়া রেজিষ্টরসাহে-

বের

বের কি সদর আমীন কি মুনসেফের কিম্বা অন্য কার্য্যকারকের নিকটে উপস্থিত হয় তবে তাঁহারদিগের উচিত যে আপন বিবেচনার কথাসম্বলিত এক রুবকারী মোকদ্দমার যে বৃত্তান্ত ও কাগজপত্র মিথ্যা হলফ্‌করণের কি তাহা করিতে অন্যেরে প্রবৃত্তি লওয়াইবার দাওয়ার মূল তাহাসহিত আপন২ এলাকা বুঝিয়া জজসাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেন্‌ ও যদি ঐ জজসাহেবের চিত্তে যে ব্যক্তির প্রতি ইহার তহমৎ হয় তাহাকে ঐ অপরাধের নিমিত্তে দায়েরসায়েরী আদালতে সোপর্দ্দকরণের মাতবর হেতু বোধ হয় তবে তাঁহার কর্ত্তব্য হইবেক যে তাহার কথাসম্বলিত আপন মত লিখেন্‌ এবং ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ২ আইনের ৫ ধারানুসারে তাঁহার প্রতি যে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে তদনুসারে আসামীকে জামিনীতে রাখিবার কিম্বা কয়েদ রাখিবার হুকুম দেন্‌ ও হওয়া হুকুমের নকল আদালতের মোহর ও দস্তখতে মোকদ্দমার সমস্ত আসল কাগজের সহিত ফৌজদারী আদালতে এই মনস্থে পাঠান যাইবেক যে ঐ মোকদ্দমা প্রথমতঃ ফৌজদারী আদালতে দরপেশ হইলে যেমত মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবের দেওয়া হুকুম আমলে আসিত সেই মত জজসাহেবের দেওয়া এমত হুকুম আমলে আইসে ও দায়েরসায়েরী আদালতের জজসাহেবের হজুরে দরপেশ করা যায় ইতি।

মিথ্যা হলফের কি তাহা করিতে অন্যেরে প্রবৃত্তি লওয়ানের দাওয়া রেজিষ্টরসাহেবের কি সদর আমীন কি অন্য কার্য্যকারকের নিকটে উপস্থিত হইলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যদি দেওয়ানী কোন মোকদ্দমার রুবকারীর কি তজবীজের সময়ে কোর্ট আপীলের সাহেবদিগের কি সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কিম্বা ঐ২ আদালতের এক জন সাহেবের প্রতি ক্ষমতা থাকনমতে তাঁহার বিবেচনায় বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষের কোন পক্ষকে কি কোন সাক্ষিকে মিথ্যা হলফ্‌করণ কি তাহা করিতে অন্যেরে প্রবৃত্তি লওয়ানপ্রযুক্ত দায়েরসায়েরী আদালতের তজবীজের নিমিত্তে সোপর্দ্দকরা উচিত বোধ হয় তবে তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে তাহার কথাসম্বলিত আপনারদিগের মতের কথা লেখান ও আসামীকে জামিনীতে কি কয়েদে রাখিবার হুকুম দেন্‌ ও ঐ হুকুমের নকল আদালতের মোহর ও আপন২ দস্তখৎযুক্তে মোকদ্দমার সমস্ত আসল কাগজসহিত আসামীর নিবাস যে জিলা কি শহরের অধিকারে হয় সেই জিলা কি শহরের মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেন্‌ ও তাহা সেই মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবের নিকটে পঁহুছিলে পর তাঁহার কর্ত্তব্য যে উপরের প্রকরণের লিখিত মতে কার্য্য করেন্‌ ইতি।

কোর্ট আপীলের কি সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা দেওয়ানী কোন মোকদ্দমার তজবীজ কি রুবকারহওনের সময়ে কোন বাদী কি প্রতিবাদী কি সাক্ষিকে দায়েরসায়েরী আদালতের তজবীজের যোগ্য বুঝিলে যাহা২ করিতে হইবেক তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে এই প্রকরণানুসারে চলিত আইনের যে সকল হুকুমেতে এমত নিষেধ লেখা যায় যে মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবেরা দেওয়ানী আদালতের সাক্ষিদিগের কিম্বা ফরিয়াদী কি আসামীর নামে মিথ্যা হলফ্‌করণের কি তাহা করিতে অন্যেরে প্রবৃত্তি লওয়াইবার দাওয়ায় দরপেশহওয়া নালিশ আদালতের খোদ সাহেবেরা এমত দাওয়া দরপেশকরণের মাতবর হেতু পাওনব্যতিরেকে গ্রাহ্য না করেন্‌ সেই সকল নিষেধের হুকুম মিথ্যা হলফ্‌করণ কি তাহা করিতে অন্যেরে প্রবৃত্তি লওয়াইবার যে সকল দাওয়া সাক্ষিদিগের কি বাদী কি প্রতিবাদির নামে ফৌজদারী আদালতে কি সরকারের অন্য যে কোন কার্য্যকারকের ফৌজদারীর মোতালক এমত২ অপরাধ ও কসুরের তহকীককরণের ক্ষমতা থাকে তাঁহার নিকটে দরপেশ হয় সে সমস্ত দাওয়ার

মিথ্যা হলফের কি তাহা করিতে অন্যেরে প্রবৃত্তি লওয়ানের দাওয়া বাদী কি প্রতিবাদী কি সাক্ষিদিগের নামে দেওয়ানী আদালতে দরপেশ হয় তাহা মঞ্জুরকরণেতে মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবদিগের সহিত নিষেধের হুকুম সম্পর্ক রাখিবার কথা।

সহিত

সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ও ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ২ আইনের ৬ ধারাতে এমত হুকুম লেখা গিয়াছে যে যদি দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবের চিত্তে ঐ আদালতে হাজির হওয়া ব্যক্তিকে এমত বোধ হয় যে সে মিথ্যা হলফকরণের কি তাহা করিতে অন্যেরে প্রবৃত্তি দেওনের অপরাধ করিয়াছে তবে তাঁহার সে ব্যক্তির বিষয়ে কি করিতে হইবেক এইক্ষণে এই প্রকরণানুসারে দায়েরসায়েরী আদালতের যে২ জজসাহেব সদর মোকামে থাকেন্ তাঁহারদিগ্‌কে ও সদর নিজামতের সাহেবদিগ্‌কে ও ঐ২ আদালতের এক জন সাহেবের প্রতি ক্ষমতা থাকনমতে ঐ২ আদালতের এক জন সাহেবকে এমত ক্ষমতা দেওয়া গেল যে যদি ফৌজদারী কোন মোকদ্দমার তজবীজকরণের সময়ে তাঁহারদিগের অন্তঃকরণে এমত বোধ হয় যে অমুক মিথ্যা হলফ করিয়াছে কি তাহা করিতে অন্যেরে প্রবৃত্তি লওয়াইয়াছে তবে তাঁহারা জিলা কি শহরের মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবকে এমত হুকুম দিবেন যে ঐ ব্যক্তির মোকদ্দমা দায়েরসায়েরী আদালতে তজবীজ হইবার নিমিত্তে দওরায় সোপর্দ্দ করেন্ ও সেই হুকুমেতে এ কথা লেখা যাইবেক যে মোকদ্দমার তজবীজ না হওন পর্য্যন্ত সেই আসামী জামিনীতে থাকিবেক কি কয়েদ থাকিবেক ও যেহেতুক চলিত হুকুমের অনুসারে জিলা ও শহরের খোদ মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের এমত ক্ষমতা আছে যে আপন আদালতে কি আপনার আসিষ্টাণ্টসাহেবের আদালতে মোকদ্দমার তজবীজহওনের সময়ে কোন ব্যক্তিকে যদি এমত বুঝেন্ যে উপরের লিখিত ঐ২ অপরাধের কোন অপরাধ করিয়াছে তবে তাঁহারা তাহাকে দায়েরসায়েরী আদালতে সোপর্দ্দ করিয়া তাহার জামিনীতে থাকনের কি কয়েদথাকনের হুকুম দিবেন অতএব এইক্ষণে এই প্রকরণানুসারে জিলা ও শহরসকলের মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগ্‌কে ইহা নিষেধ করা যাইতেছে যে যদি ফৌজদারী কোন মোকদ্দমার তজবীজ কি তহকীককরণের কালেতে এই ধারার নিরূপিতমতে তাঁহার নিকটে দরপেশহওয়া দাওয়াব্যতিরেক কাহারো প্রতি মিথ্যা হলফকরণের কি তাহা করিতে অন্যেরে প্রবৃত্তি দেওনের দাওয়া উপস্থিত হইলে তাহা মঞ্জুর ও তাহার তজবীজ না করেন্ ইতি।

কালেক্টরসাহেবের কি অন্য কার্য্যকারকের নিকটে মিথ্যা হলফ কি তাহা করিতে অন্যেরে প্রবৃত্তি দেওনের দাওয়া দরপেশ হইলে যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—সকল জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগ্‌কে এ বিষয়েরো নিষেধ হইল যে মিথ্যা হলফকরণের কি তাহা করিতে অন্যেরে প্রবৃত্তি দেওনের যে২ দাওয়া কালেক্টরসাহেবের কি সরকারের অন্য কার্য্যকারকের নিকটে দরপেশ হইয়া থাকে সে দাওয়ার নালিশের আরজী খোদ কালেক্টরসাহেব কি ঐ কার্য্যকারক তাঁহারদিগের হুজুরে সে মোকদ্দমাতে যে২ রুবকারী হইয়া থাকে তাহা এমত দাওয়ার মাতবর হেতুথাকনের বিষয়ে আপন মত লিখিয়া এক সঙ্গে ঐ মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের নিকটে পাঠানব্যতিরেক না লন্ ও তাহার তজবীজ না করেন্ ও এমত২ প্রকার হইলে যদি মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবেরা কালেক্টরসাহেবের কি অন্য কার্য্যকারকের পাঠান সমস্ত কাগজ দৃষ্টিকরণের ও অন্য যে তহকীকের আবশ্যক হয় তাহাকরণের পর আসামীকে দায়েরসায়েরী আদালতে সোপর্দ্দ করিবার মাতবর হেতু বুঝেন্ তবে ঐমত হুকুম আসামী দওরার সময় না হওয়াপর্য্যন্ত জামিনীতে থাকিবেক কি কয়েদ থাকিবেক তাহা লিখিয়া দিবেন ইতি।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—এই ধারার লিখিত প্রকারেতে যদি মাজিস্ট্রেট্সাহেবেরা মিথ্যা হল ফকরণের কি তাহা করিতে অন্যেরে প্রবৃত্তিদেওনের মোকদ্দমার যেং তদবীর দায়ের সায়েরী আদালতে করিতে হইবেক তাহা করিবার ভার ফরিয়াদীকে দেওয়া উপযুক্ত বুঝিলে যদি সে ফরিয়াদীকে না পাওয়া যায় তবে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এমতং মোকদ্দমা করিবার ভার সরকারী উকীলকে কিম্বা অন্য যে কোন ব্যক্তি ইহার খবরগিরী ও নির্ব্বাহ করিবার যোগ্য হয় তাহাকে দিয়া সে মোকদ্দমাতে তাঁহারদিগের বিবেচনায় তাহারদিগকে যেমতং হুকুম ও অনুমতি করা আবশ্যক হয় তাহা করেন্ ইতি।

এই ধারার লিখিত মোকদ্দমার তদবীর করিবার নিমিত্তে কোন ফরিয়াদী না থাকিলে যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

১৫ ধারা।

কলিকাতার হুকুমের তাবে সরকারের শাসিত দেশসকলের চলিত আইনের লিখিত হুকুমানুসারে বারাণস দেশভিন্ন সমস্ত দেশীয় ব্রাহ্মণদিগের অন্যং সমস্ত লোকের মত তাহারদিগের উপর জ্ঞানকৃত বধের অপরাধ প্রমাণ হইলে প্রাণদণ্ডের হুকুম হইতে পারে কিন্তু ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ১৬ আইনের ২৩ ধারা ও ১৭৯৫ সালের ২১ আইনের ৭ ও ৯ ধারানুসারে এমত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে যদি বারাণস দেশেতে কোন ব্রাহ্মণের প্রতি জ্ঞানকৃত বধের অপরাধ সাবুদ হইলে অপরাধী বধের বদলে বধকরণের যোগ্য হয় তবে সদর নিজামতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে প্রাণদণ্ডের বদলে সেই অপরাধিকে যাবজ্জীবনের নিমিত্তে সমুদ্রপারে পাঠাইয়া দিবার হুকুম দেন্ ও আরং ব্রাহ্মণদিগের ও অন্য সমস্ত লোকের উপর জ্ঞানকৃত বধের অপরাধ সাবুদ হইলে যে শাস্তি হইতে পারে বারাণসদেশেতে ব্রাহ্মণদিগের সে শাস্তির বহির্ভূত থাকন অতি অন্যায় এবং ইহাতে এলাকা বারাণসের দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবের হুজুরে এবং সদর নিজামতের সাহেবদিগের হুজুরে খুনের ভারিং কোনং মোকদ্দমা দরপেশ হইয়া সেইং মোকদ্দমার অপরাধিরা যথার্থ শাস্তি পায় নাহি অতএব এ সকল কথা দৃষ্টি করিয়া ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ১৬ আইনের ২৩ ধারার এবং ১৭৯৫ সালের ২১ আইনের ৭ ও ৯ ধারার লিখিত হুকুম ও চলিত অন্য যে কোন আইনে এমত হুকুম লেখা যায় যে বারাণসদেশেতে কোন ব্রাহ্মণের প্রতি জ্ঞানকৃত বধের অপরাধ সাবুদ হইলে তাহার প্রাণদণ্ডের হুকুম হইবেক না সে হুকুম এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি রদ ও রহিত হইল কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি বারাণসদেশেতে কোন ব্রাহ্মণ এই আইন জারীহওনের তারিখের পূর্ব্বে জ্ঞানকৃত বধের অপরাধ করিয়া থাকে তবে সে অপরাধির প্রাণদণ্ডের হুকুম হইবেক না ও উত্তরকালেও যে কোন স্থান হিন্দুলোকের মতে মান্য সে স্থানের সরহদ্দে ব্রাহ্মণের শাস্তি দেওনার্থে বধ করা যাইবেক না ও মাজিস্ট্রেট্ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ব্রাহ্মণদিগের উপর বধের হুকুম হইলে ঐ সরহদ্দ ছাড়া করিয়া অন্য উপযুক্ত স্থানে বধকরণরূপ শাস্তি দেন্ ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ১৬ আইনের ২৩ ধারা ও ২১ আইনের ৭ ও ৯ ধারার লিখিত হুকুম যাহা জ্ঞানকৃত বধকরা সাবুদ হইলে বধের হুকুম হওন মাফহওনের কথা লেখা যায় তাহা রদ ও রহিত হইবার কথা।

১৬ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫৩ আইনের ৭ ধারার ৫ প্রকরণের ও ১৮০৮ সালের

ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সা

৮ আইনের

লের ৫৩ আইনের ৭ ধারার ৫ প্রকরণ ও ১৮০৮ সালের ৮ আইনের ৮ ধারা এই ধারানুসারে রদ হইবার কথা।

৮ আইনের ৮ ধারার লিখিত কথা এই নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে সদর নিজামতের সাহেবদিগের হজুরে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের পাঠান ফৌজদারী মোকদ্দমাসকল অতিশীঘ্র নিষ্পত্তি পায় কিন্তু যে নিমিত্তে ঐ সকল কথা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তাহা হইল না একারণ এই ধারানুসারে উপরের লিখিত ঐ২ ধারা রদ ও রহিত হইল ইতি।

১৭ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের ৮ আইনের ৬ধারার লিখিত হুকুম এই ধারার লিখিত অন্য২ প্রকারসকলের সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের ৮ আইনের ৬ ধারার লিখিত যে হুকুমেতে ইহা লেখা যায় যে নিজামৎ আদালতের যে এক জন জজসাহেব অন্য জজের সঙ্গ বিনা একাকী বৈঠক করেন্ যদি তাঁহার মত আসামীর অপরাধ প্রমাণহওনেতে দায়েরসায়েরী আদালতের যে সাহেবের হজুরেতে প্রথমতঃ মোকদ্দমা রুবকার হইয়াছিল তাঁহার মতের সহিত ঐক্য না হয় তবে যাবৎ ঐ এক জন জজসাহেব আর এক জন কিম্বা তাহাহইতে অধিক জজসাহেবের সঙ্গে বৈঠক করিয়া মোকদ্দমার তজবীজ না করেন্ তাবৎ নাতক্ কোন হুকুম দেওয়া হইবেক না এই ধারানুসারে সেই হুকুম যে সকল প্রকারেতে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেব যাঁহার হজুরে প্রথমেতে মোকদ্দমা রুবকার হয় তিনি আসামীর শাস্তি কমহওয়া উচিতের কথাসম্বলিত আপন মতের কৈফিয়ৎ লিখিয়া পাঠাইলে নিজামৎ আদালতের এক জন জজসাহেবের মতে শাস্তি কমহওনের বিষয়ে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবের মনে লওয়া হেতু উপযুক্ত বোধ না হয় সে সমস্ত প্রকারেতে খাটিবেক ও এমতং প্রকারেতে নিজামৎ আদালতের অন্য সাহেবের কর্ত্তব্য যে মোকদ্দমার রোয়দাদ যে আন্দাজ আবশ্যক হয় তাহা দৃষ্টি ও বিবেচনা করিয়া শাস্তি কমহওয়া উপযুক্ত কি না ইহার বিষয়ে আপন মত লিখেন্ ইতি।

১৮ ধারা।

দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবের মতের সহিত নিজামৎ আদালতের সাহেবের মতের ঐক্য হইলে শাস্তি কমাইতে ক্ষমতা থাকিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—দায়েরসায়েরী আদালতের কোন সাহেব মোকদ্দমার রোয়দাদ নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হজুরে পাঠাইলে ও আপনার এক চিঠীতে কোন আসামী কি আসামীদিগের শাস্তি কম হইবার যে২ হেতু কিম্বা তৎসম্পর্কীয় অন্য২ যে২ বিশেষ হেতু ও কারণ ঠাহরাইয়া থাকেন্ তাহা লিখিলে যদি নিজামৎ আদালতের যে এক জন জজসাহেব অন্য জজের সঙ্গবিনা একাকী বৈঠক করেন্ তাঁহার মত শাস্তি কমহওয়া উচিতের বিষয়ে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবের মতের সহিত ঐক্য হয় তবে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১৪ আইনের ৩ ধারার লিখিত হুকুমানুসারে নিজামৎ আদালতের দুই জন জজসাহেবের যেমত শাস্তি মাফ কি কমকরা উপরের ধারার লিখিত প্রকারসকলেতে উচিত ও উপযুক্ত বোধ হয় তাহাকরণের বিষয়ে ক্ষমতা আছে সেইমত ঐ এক জন জজসাহেবের ঐ বিষয়েতে হুকুম দিবার ক্ষমতা থাকিবেক ইতি।

দায়েরসায়েরী আদাল

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—নিজামৎ আদালতের যে এক জন জজসাহেব ইঙ্গরেজী ১৮০৮

সালের

সালের ৮ আইনের ৬ ধারার মতে অন্য জজের সঙ্গবিনা একাকী বৈঠক করেন্ তাঁহাকে অনুমতি আছে যে যদি ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১৪ আইনের ৩ ধারার লিখিত কারণপ্রযুক্ত কোন আসামীর শাস্তি কমহওয়া উপযুক্ত বুঝেন্ তবে দায়েরসায়েরী আদালতের যে সাহেব মোকদ্দমার রোয়দাদ নিজামৎ অদালতে পাঠাইয়া থাকেন্ তিনি যদ্যপি ঐ শাস্তি মাফ কি কমকরণের কারণ আপন চিঠীতে কিছুই না লিখিয়া থাকেন্ তথাপি শাস্তি কমহওনের হুকুম দিতে পারিবেন কিন্তু এমতং প্রকারে নিজামৎ আদালতের সেই জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে শাস্তি কম কি মাফ্হওনের হেতু ও কারণ উপরের ধারার লিখিত হুকুমমতে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগ্কে ঐ হুকুমের কথা আসামী কি আসামীদিগ্কে জানান যায় এই মনস্থে জানাইবার নিমিত্তে লিখেন্ ইতি।

লতের সাহেব কোন আসামী কি আসামীদিগের শাস্তি কমাইবার কি মাফ রিবার নিমিত্তে না লিখিলেও শাস্তি কম হওনের হুকুম দিতে নিজামৎ আদালতের এক জন জজসাহেবের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

Vol. VI. 185.

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

P. M. WYNCH,

Acting Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সাল ১৮ অষ্টাদশ আইন।

এদেশীয় কোন২ আমলা লোকের আপন২ পাওয়া কর্ম্মে প্রবর্ত্তহওনের পুর্ব্বে হলফ্ অর্থাৎ দিব্যকরণের বিষয়ে এক্ষণে যে সকল হুকুম চলন আছে তাহা শুধরিবার এবং অন্য যে২ কথা আদালতের এদেশনিবাসি আমলার ও দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের মৌলবী ও পণ্ডিত লোকের সহিত সম্পর্ক রাখে তাহা শুধরিবার ও বিবরিয়া লিখিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈস প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের তারিখ ১৬ সেপ্তম্বর মোতাবেক বাঙ্গলা ১২২৪ সালের ২ আশ্বিন মওয়াফেকে ফসলী ১২২৪ সালের ২১ ভাদ্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৪ সালের ৩ আশ্বিন মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৪ সালের ৬ ভাদ্র মোতাবেকে হিজরী ১২৩২ সালের ৪ শহর জীকাদে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক এ বিষয়েতে সন্দেহ জন্মিল যে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের দফ্তরের মহাফেজ লোক ও ঐ২ আদালতের তহবীলদার লোক অন্য২ যে আমলাদিগের ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৩ আইনের ৪ ধারার লিখিত যে২ হুকুম ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ১৩ আইনানুসারে বারাণসদেশে ও ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ১২ আইনের ৪ ধারানুসারে দত্ত ও জয়করা দেশে চলন হইয়াছে সেই২ হুকুমানুসারে কর্ম্মেতে প্রবর্ত্তহওনের পুর্ব্বে হলফ্‌করা আবশ্যক সে সকল আমলা লোকের শামিল বটে কি না ও এবিষয়েও সন্দেহ হইল যে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের আমলালোককে যে হলফ্ করাইবার হুকুম আছে তাহার বদলে কোন প্রকারে তাহারদিগের হলফ্‌নামা মঞ্জুর হইতে পারে কি না ও লোকদিগের অন্তঃকরণে হলফের ত্রাস ও গৌরব থাকিবার ও যে কোন কর্ম্ম হউক তাহা তাহারদিগের হলফের নিয়মসকলের মতে করণের আবশ্যকতা হইবার নিমিত্তে ইহা উচিত ও উপযুক্ত বোধ হইল যে আদালত ও ইনসাফের কর্ম্ম চলিবার নিমিত্তে সাক্ষিগণের সাক্ষ্যের মাতবরীর কারণ যে২ প্রকারে আবশ্যক হয় কেবল সেই২ প্রকারে হলফ্ করাইবার নিয়ম থাকে অতএব উপরের লিখিত কথার প্রতি দৃষ্টি করিয়া চলিত যে সকল দাঁড়াতে ইহা লেখা যায় যে সরকারের আমলা লোক আপন২ পাওয়া কর্ম্মে প্রবর্ত্তহওনের পুর্ব্বে হলফ্ করিবেক সে সকল দাঁড়া শুধরিয়া লেখা ও এইক্ষণকার চলিত যে সকল দাঁড়ানুসারে দেওয়ানী আদালতে মৌলবীর কি পণ্ডিতের নামে কিম্বা দেওয়ানী কি ফৌজদারী আদালতের কোন আমলার নামে রেশ্বৎ অর্থাৎ ঘুষ কি জোরজবরী করিয়া নগদ কি জিনিসে কিছু লওনের নালিশ হইতে পারে সে সকল দাঁড়া শুধরিয়া ও বিবরিয়া লেখা আবশ্যক বোধ হইল একারণ শ্রীযুত বৈস প্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুরের

হজুর

হজুর কৌন্সেলহইতে উপরের উক্ত কথার অতিরিক্ত নীচের লিখিতব্য দাঁড়াসকল প্রবিন্স্যল কোর্ট আদালতের ও জিলা ও শহরের আদালতের মৌলবী ও পণ্ডিত লোক নিযুক্তহওনের বিষয়ের নূতন দাঁড়াসহিত নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখ অবধি ঐ২ দাঁড়া কলিকাতার হুকুমের তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা।

সরকারের এদেশীয় কোন২ আমলার হলফের বিষয়ে চলিত আইনের লিখিত কথা শুধরিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে চলিত যে২ হুকুমেতে লেখা যায় যে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের মৌলবীদিগের ও পণ্ডিতদিগের ও এদেশীয় আমলাদিগের ও অন্য যে আমলা লোক আদালতের কি মালগুজারীর কি তেজারতের সিরিশ্‌তার কিম্বা অন্য কোন সিরিশ্‌তার চাকর হয় তাহারদিগের আপন২ পাওয়া কর্ম্মে প্রবর্ত্তহওনের পূর্ব্বে হলফ্ করিতে হইবেক সেই সকল হুকুম এবং চলিত আইনের লিখিত যে সকল হুকুমেতে এ কথা লেখা যায় যে দেওয়ানী আদালতে নিযুক্ত হওয়া মুনসেফ ও সদর আমীন ও উকীলদিগের আপন২ কর্ম্মেতে প্রবর্ত্তহওনের পূর্ব্বে হলফ্ করিতে হইবেক সে সকল হুকুম নীচের লিখনক্রমে শুধরণের যোগ্য হইল ইতি।

হলফের বদলে হলফ নামার অবধারণহওনের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— উপরের প্রকরণের লিখিত আমলাদিগের চলিত আইনের মতে তাহারদিগের এখনপর্য্যন্ত যে হলফ্ করিতে হইতেছে তাহার বদলে যে আদালতে কি অন্য সিরিশ্‌তায় তাহারা মোকরর্ হইবেক সেই আদালতের কি সিরিশ্‌তার জজসাহেব কিম্বা বোর্ডের সাহেবদিগের কিম্বা কালেক্টরসাহেবদিগের অথবা তেজারতের কুঠীর মোখ্তারকার সাহেবদিগের কি আফীন কি নিমকের এজেণ্টসাহেবদিগের কিম্বা তাহারা অন্য যে২ সাহেবের তাবে হয় তাঁহারদিগের সাক্ষাৎ মোকররী অর্থাৎ নিরূপিত হলফের মজমুনে কিন্তু এই প্রভেদে যে হলফ্‌নামার হলফ্ শব্দের স্থানে একরার শব্দ দিয়া হলফ্‌নামা লিখিয়া দাখিল করিতে হইবেক ও যে ব্যক্তি ইহা করিবেক তাহার আপন লিখিয়া দেওয়া হলফ্‌নামার সত্যতার নিমিত্তে কোরান কি গঙ্গাজল স্পর্শকরণের কিছু আবশ্যক হইবেক না ইতি।

এই প্রকরণের লিখিত সাহেবেরা হলফনামাতে দস্তখৎ করিবার ও আমলারা হলফনামার লিখিত নিয়মমত কার্য্য করে ইহাতে মনোযোগী ও সাবধান হইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— জজসাহেবদিগের কি বোর্ডের সাহেবদিগের কিম্বা কালেক্টর সাহেবদিগের অথবা অন্য যে মোখ্তারকার সাহেবদিগের সাক্ষাৎ ঐ হলফনামা লেখা যাইবেক তাঁহারদিগের উচিত যে হলফনামার উপরে তাহা সত্য জানাইবার কারণ এই হলফনামা আমার কি আমারদিগের সাক্ষাৎ লেখা গিয়া সকলের সাক্ষাৎ পড়া গেল এই মজমুনে আপন২ দস্তখৎ করেন্ এবং ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারদিগের তাবে আমলালোক হলফনামার লিখিত সমুদয় নিয়মমত কার্য্যকরণেতে কোন প্রকারে অন্যমত না করে ইহাতে অতিমনোযোগী ও সাবধান হন্ ইতি।

৩ ধারা।

চলিত আইনের হুকুম

এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে চলিত যে সকল দাঁড়াতে এ হুকুম লেখা যায় যে.

দেওয়ানী

দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের কি অন্য সিরিশ্‌তার চাকর আমলাদিগের আপন২ কর্ম্মে প্রবর্ত্তহওনের পুর্ব্বে আপনারদিগের প্রতি ভারহওয়া কর্ম্মকার্য্য প্রকৃত ও যথার্থ রূপে ও চলিত আইনের মতে নির্ব্বাহ করিবার পাঠে হলফ করিতে হইবেক সেই সকল দাঁড়া উপরের লিখিত মত শুধরণক্রমে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের দফ্তরের এদেশীয় মহাফেজদিগের ও তহবীলদারদিগের সহিত তাহারদিগের প্রসঙ্গ ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১২ আইনের ৪ ধারাতে ও ১৮০৩ সালের ১২ আইনের ৯ ধারাতে স্পষ্ট করিয়া লেখা না হইলেও সম্পর্ক রাখিবেক এবং সরকারের যে সকল আমলার প্রতি কোন মাতবর ভারের মোতালক কর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহের জওয়াব করিবার ভার থাকে সে সমস্ত আমলা লোকেরো সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

শুধরা গিয়া সরকারী যে২ আমলার সহিত সম্পর্ক রাখিবেক তাহার কথা।

৪ ধারা।

এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১২ আইনের ৫ ধারার ২ প্রকরণের ও ১৮০৩ সালের ১১ আইনের ৫ ধারার ২ প্রকরণের ও ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের ৩৭ ধারার ও ১৮০৩ সালের ৭ আইনের ৯ ধারার লিখিত কথা ও চলিত অন্য আইনের লিখিত যে সকল কথাতে এ হুকুম লেখা যায় যে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের মৌলবীরা যে২ আদালতে মোকরর্‌ থাকেন সেই২ আদালতে প্রতি বৎসর ছয়২ মাস অন্তর এতাবতা ১ পহিলা জানুআরিতে ও ১ জুলাইতে তাহারদের হলফ করিতে হইবেক সে সকল কথা এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল ইতি।

দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের কাজীমুফ্তীদিগের ছয়২ মাসান্তর হলফ করণের বিষয়ে চলিত আইনের লিখিত হুকুম রদ হইবার কথা।

৫ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সালের ৮ আইনের ৩ ও ৪ ধারার লিখিত যে দাঁড়াতে প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতের ও জিলা ও শহরের আদালতের কাজী ও মুফ্তী ও পণ্ডিতদিগের নিযুক্তহওনের কথা লেখা যায় তাহা শুধরিবার নিমিত্তে ও যে২ ব্যক্তি উপরের উক্ত ঐ২ কর্ম্মের যোগ্য ও উপযুক্ত হয় তাহারা ঐ২ আদালতের জজসাহেবদিগের হজুরহইতে তাহারদিগের নামনবিসী না হইলেও ঐ২ কর্ম্মে মোকরর্‌ হইতে পারিবার নিমিত্তে এই ধারানুসারে এমত হুকুম হইল যে ঐ আদালতের কোন আদালতে কোন মৌলবী কি পণ্ডিতের স্থান খালী হইলে যদি বিশেষ২ হেতুপ্রযুক্ত সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের সাহেবলোক ঐ কর্ম্মস্থান খালীহওনের কথাসম্বলিত নিরূপিত রিপোর্ট পঁহুছিলে পর ঐ কর্ম্মেতে তাহার যোগ্য কোন ব্যক্তিকে যে আদালতে ঐ কর্ম্ম খালী থাকে সে আদালতের সাহেব কি সাহেবদিগের তরফহইতে কাহারো নিরূপণ ও নামনবিসী তলবকরণবিনা নামনবিসী করিয়া মোকরর্‌করা কিম্বা এমত কোন ব্যক্তিকে নিযুক্তকরণের কারণ রিপোর্ট হইলে তাহা মঞ্জুর করা উচিত বুঝেন্‌ তবে ঐ সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের জজ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে এমত ব্যক্তিকে বিবেচনাপুর্ব্বক ঐ কর্ম্মেতে মোকরর্‌ করেন্‌ ও এমত উপস্থিত হইলে ঐ সাহেবদিগের উচিত যে যে২ বিশেষ হেতুতে যে ব্যক্তি কোন

জিলা ও শহরের প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতের মৌলবী ও পণ্ডিত লোক নিরূপণ ও নিযুক্তহওনের বিষয়ে চলিত দাঁড়াসকল শুধরিবার কথা।

জিলা

জিলা কি শহরের আদালতের কি কোন প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতের মৌলবী কি পণ্ডিতের কর্ম্মে মোকরর্ হয় সেই২ বিশেষ হেতু কথা ও সেই ব্যক্তির বয়ঃক্রম ও যোগ্যতার ও পূর্ব্বে তিনি সরকারের যে কর্ম্ম করিয়া থাকেন তাহার কথা ও নেকনামী অর্থাৎ সুখ্যাতির কথা লিখিয়া রাখেন ইতি।

৬ ধারা।

দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের মৌলবী ও পণ্ডিত ও আমলাদিগের নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইবার বিষয়ে এক্ষণে যেং কথা চলন আছে তাহার বিবরণের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১২ ও ১৩ আইনের লিখিত যেং হুকুমেতে দেওয়ানী আদালতে ঐ আদালতে মৌলবী ও পণ্ডিত লোকের নামে ও দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে অন্য আমলা লোকের নামে নালিশ হইবার কথা লেখা যায় ও তাহার লিখিত কথা ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ১১ ও ১২ আইনের অনুসারে বারাণস দেশে চলন হইয়াছে ও ১৮০৩ সালের ১১ ও ১২ আইনানুসারে দত্ত ও জয়করা দেশে নূতন হইয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই সকল হুকুমের বয়ান করিবার নিমিত্তে এই ধারানুসারে লেখা যাইতেছে যে ঐ২ আইনের লিখিত যেং কথা এই মতলবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে যাহারা ঐ আমলা লোকের করা কুব্যবহার ও আচরণপ্রযুক্ত আপনারদিগকে অন্যায়গ্রস্ত জ্ঞান করে তাহারা দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিয়া আপনং বিচারপ্রাপ্ত হয় সে সকল কথানুসারে এমত বোধ না হয় যে রেশ্বৎ অর্থাৎ ঘুষ লওনের কি জবরদস্তী করিয়া নগদে কি জিনিসে কিছু লওনের কিম্বা পরের টাকা শরারতী করিয়া তসরুফকরণের প্রকারেতে যদি তাহাকরণিয়া অপরাধিকে উপযুক্ত শাস্তিপাওনের যোগ্য বোধ হয় তবে তাহার নামে ফৌজদারী আদালতে নালিশহওনের কিছু নিষেধ আছে ইতি।

যেমতেতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের মৌলবী ও পণ্ডিত ও অন্য আমলার নামে ফৌজদারী আদালতে নালিশ হইতে পারিবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—উপরেতে যেং হেতু লেখা গেল যদি সেইং হেতুপ্রযুক্ত মৌলবী কি পণ্ডিতের কিম্বা সরকারের এদেশীয় অন্যং আমলা লোকের নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ দরপেশহওন মতে ঐ আদালতহইতে তাহাতে নিষ্পত্তির যে হুকুম হয় সে হুকুমানুসারে তাঁহারা রেশ্বৎ কি জবরদস্তী করিয়া টাকা লওনপ্রযুক্ত উপরের লিখিত আইনে নিরূপিত প্রতিফলের যোগ্য না হন ও ঐ মৌলবী কি পণ্ডিতের কি সরকারী অন্য আমলার নামে রেশ্বৎ লওনের কি জবরদস্তী করিয়া নগদে কি জিনিসে কিছু লওনের কিম্বা শরারতী করিয়া অন্যের টাকা তসরুফকরণের নালিশ ফৌজদারী আদালতে দরপেশকরণের মাতবর হেতু পাওয়া যায় তবে তাঁহারদিগের নামে ফৌজদারী আদালতে জিলা কি শহরের মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হুজুরে ও দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের হুজুরে অন্যং কসুরের বিষয়ে চলিত আইনেতে নিরূপণ করিয়া যে সকল কথা লেখা গিয়াছে তাহার মতে নালিশ হইতে পারে ও যদি দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের কি নিজামতের সাহেবদিগের হুজুরে অপরাধির ঐ অপরাধ সাবুদ হয় তবে সরকারের এদেশীয় কার্য্যকারক লোকের তাহারদিগের জিম্মাথাকা সরকারী টাকা তসরুফকরণের কসুরে যে শাস্তিহওনের নিরূপণ ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ২ আইনের ৩ ধারাতে হইয়াছে তাঁহারাও উপরের ধারার লিখিত হুকুমমতে সেই শাস্তির যোগ্য হইবেন ইতি।

অপরাধ প্রমাণ হইলে যে শাস্তির যোগ্য হইবেন তাহার কথা।

৩ তৃতীয়

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—এই প্রকরণানুসারে জানান যাইতেছে যে উপরের প্রকরণের লিখিত আইনের ৪ ধারার লিখিত যে হুকুমেতে লেখা যায় যে ঐ আইনের লিখনমতে ঐ আইনের নিরূপিত অপরাধ কাহারো উপর সাবুদ হইয়া তাহার উপর আদালতের হুকুম হইলে সেই মোকদ্দমার কৈফিয়ৎ অর্থাৎ বেওরা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে এই নিমিত্তে লিখিয়া পাঠান যাইবেক যে ঐ শ্রীযুত কৌন্সেলের বৈঠকে পাঠান ঐ কৈফিয়ৎ দৃষ্টি করিয়া এ বিষয়ের বিবেচনা করেন্ যে ঐ অপরাধি সরকারের চাকরবর্গের শ্রেণিহইতে বহির্ভূত হইয়া পুনরায় যাবজ্জীবন সরকারের কোন কর্ম্মে মোকরর্ না হয় এমত হুকুম তাহার পক্ষে হইতে পারে কি না সেই হুকুম উপরের লিখিত অপরাধসকলের সমস্ত মোকদ্দমাতে তাহা কাহারো উপর সাবুদ হইয়া সে নিমিত্তে তাহার পক্ষে আদালতের হুকুম হইলে সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে মোকদ্দমার কৈফিয়ৎ পাঠাইবার কথা।

৭ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি দেওয়ানী কি ফৌজদারী আদালতের নাজির কি খাজাঞ্চী কি অন্য আমলা ঐ২ আদালতের তহবীলে ডিক্রী জারীর কারণ দাখিলহওয়া কিম্বা আমানৎ কি অন্য প্রকারে রাখা অন্যের কিছু টাকা কি বস্তু শরারতী করিয়া আপনারা তসরুফ করে তবে সরাসরী তজবীজের দ্বারা তাহার তহকীক করিয়া তসরুফকরা টাকা কি বস্তু তাহারদিগের স্থানহইতে ফিরিয়া লওয়া যাইবার বিষয়ে চলিত আইনে কিছু হুকুম লেখা যায় নাহি অতএব ঐ বিষয়ে এবং দেওয়ানী কি ফৌজদারী আদালতের কোন আমলা সরকারী যে কোন হিসাব তৈয়ার করিয়া দরপেশ করিতে হয় তাহা দাগাবাজী কি চাতুরী করিয়া না দিলে তাহা দিবার বিষয়ে কোন হুকুম হইবার নিমিত্তে হুকুম নির্দ্দিষ্ট করা আবশ্যক বোধ হইয়া নীচের লিখিতব্য দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

নাজির কি খাজাঞ্চী কি অন্য আমলা আদালতে দাখিলহওয়া টাকা আপনারা শরারতী করিয়া তসরুফ করিলে তাহারদিগের যাহা হইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি দেওয়ানী কি ফৌজদারী আদালতের কোন আমলার নামে এই মজমুনে নালিশ দরপেশ হয় যে আদালতের তহবীলে দাখিলহওয়া টাকা কি অন্য বস্তু কিম্বা যে টাকা কি বস্তু ডিক্রী জারীর বাবতে কি আমানৎরূপে কি অন্য বাবতে আপনি আপন ভারের অনুসারে লইয়াছে তাহা আপনি তসরুফ করিয়াছে কিম্বা কোন দেওয়ানী কি ফৌজদারী আদালতের খোদ জজসাহেবের কি জজসাহেবদিগের ঐ আমলার উপর এ বিষয়ের সন্দেহ হয় তবে তাঁহারদিগের তৎক্ষণাৎ তাহার যথার্থ বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্তে সরাসরী তজবীজ করিয়া ঐ নালিশের কি সন্দেহের বিষয়ের তহকীক তদন্ত করিতে হইবেক এবং তাঁহারা ঐ যে আমলার উপর তহমৎ কি সন্দেহ হইয়াছে তাহাকে মোকদ্দমার তজবীজ্ করা সারা না হওনপর্য্যন্ত হাজির থাকিবার নিমিত্তে মাতবর জামিনী দিতে হুকুম করিবেন ও যদি ঐ ব্যক্তি এমত জামিনী দিতে না পারে ও তাহাকে মোকদ্দমার তজবীজ সারা না হওনপর্য্যন্ত কয়েদ রাখা আবশ্যক জানা যায় তবে ঐ ব্যক্তি ঐ মত জামিনী যাবৎ না দেয় তাবৎ তাহাকে পেয়াদা লোকের নজরবন্দীতে কি দেওয়ানী আদালতের জেলখানায় কয়েদ রাখিতে ঐ জজসাহেব কি জজসাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবেক ইতি।

জজসাহেব কি সাহেবেরা সরাসরী তজবীজ করিয়া নালিশের বিষয়ের তহকীক করিবার কথা।

৩ তৃতীয়।

শরারতী করিয়া তসরুফকরা টাকা যেমতে উসুল হইবেক তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যদি উপরের লিখনমত সরাসরী তহকীককরণানুসারে উপরের লিখিত নালিশের তজবীজ সারা হইলে পর যাহার নামে নালিশ কি তহমৎ হইয়া থাকে যথার্থই তাহার অন্যের কিছু টাকা কি বস্তু লইয়া শরারতী করিয়া তসরুফ করা সাবুদ হয় তবে নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে পুনরায় তাহা আদালতের তহবীলে দাখিল করিবার হুকুম তাহার উপর হইবেক ও সে যদি ঐ হুকুমমত কার্য্য না করে তবে যে মতে দেওয়ানী আদালতের অন্যং ডিক্রী জারী হয় ও তাহার লিখিত টাকা উসুল হয় সেই মতে ঐ টাকা ঐ ব্যক্তির কি সে আপন ভারের কর্ম্মের আঞ্জামকরণের বাবৎ জামিন দিয়া থাকিলে সেই জামিনের স্থানে উসুল হইবেক ইতি।

যে কোন আমলা সরকারী হিসাব না দেয় তাহার প্রতি উপরের প্রকরণের লিখিত আচরণ হইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— এই প্রকরণানুসারে জানান যাইতেছে যে যদি দেওয়ানী কি ফৌজদারী আদালতের আমলাদিগের মধ্যে কেহ তাহার উপর যে কোন হিসাব তৈয়ার করিবার ও তাহা দরপেশ করিবার ভার থাকে তাহা দরপেশ না করে তবে তাহার উপর উপরের প্রকরণের লিখিতমত আচরণ করা যাইবেক ও সরাসরী তজবীজের দ্বারা তহকীককরা হইলে পর যদি তাহার কসুর সাবুদ হয় তবে তৎক্ষণাৎ সেই হিসাব যাহা দরপেশ করে নাহি তাহা দিবার হুকুমহওনের অতিরিক্ত মোকদ্দমার ভাব ও সেই ব্যক্তির আহওয়াল বুঝিয়া যে জরীমানা উপযুক্ত বোধ হয় তাহা দিবার হুকুম হইবেক ইতি।

কেহ জিলা কি শহরের জজসাহেবের হুকুমে নারাজ হইলে তাহার উপর সরাসরী আপীল করিতে পারিবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।— যদি কোন ব্যক্তি তাহার উপর এই ধারার লিখনমতে জিলা কি শহরের জজসাহেব যে হুকুম দেন্ তাহাতে নারাজ হয় তবে সে আপন জিলার এলাকা বুঝিয়া প্রবিন্স্যাল কোর্টে অন্য সরাসরী আপীলের মোতালক হুকুমের মতে ঐ হুকুমের উপর সরাসরী আপীল করিতে পারিবেক ও যদি আপেলাণ্ট প্রবিন্স্যাল কোর্টের হুকুম আমলে আনিবার নিমিত্তে মাতবর জামিনী দাখিল করে তবে জিলা কি শহরের জজসাহেবের করা ডিক্রীর লিখিত হুকুম যাবৎ তাহা প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতের হওয়া ডিক্রীর হুকুমমতে বহাল না হয় তাবৎ জারীহওয়া মৌকুফ থাকিবেক ইতি।

প্রবিন্স্যাল কোর্টের ডিক্রীর উপর সদর দেওয়ানী আদালতে সরাসরী আপীল হইতে পারিবার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।— প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতে উপরের লিখিত সরাসরী তজবীজ হইয়া হুকুম হইলে পর তাহার উপর সদর দেওয়ানী আদালতে অন্যং সরাসরী আপীলের মোতালক হুকুমের মতে সরাসরী আপীল হইতে পারিবেক ও আপেলাণ্ট সদর দেওয়ানী আদালতের হওয়া হুকুম আমলে আনিবার নিমিত্তে মাতবর জামিনী দাখিল করিলে প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতের হওয়া ডিক্রীর লিখিত হুকুম যাবৎ তাহা সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুমমতে বহাল না হয় তাবৎজারীহওয়া মৌকুফ থাকিবেক ইতি।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—এই প্রকরণানুসারে জানান যাইতেছে যে এই ধারার লিখিত যে সকল মোকদ্দমাতে প্রথম জিলা কি শহরের দেওয়ানী আদালতহইতে হুকুম হইয়া পরে তাহার সরাসরী আপীল প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতে হইয়া সেখানহইতে নাতকৃ হুকুম হইয়া থাকে সে সমস্ত মোকদ্দমার সানী অর্থাৎ দ্বিতীয় আপীল সরাসরীভিন্ন অর্থাৎ নম্বরী মোকদ্দমাসকলের সানী আপীল মঞ্জুরহওনের বাবৎ নিরূপিত হুকুমের

মতব্যতিরেকে

মতব্যতিরেক মঞ্জুর হইবেক না এবং জানা কর্ত্তব্য যে এমতং মোকদ্দমাতে এই ধারার লিখনমতে সরাসরী তজবীজ হইয়া নাতক্ অর্থাৎ চূড়ান্ত হুকুম হইলে পরে সরাসরী ভিন্নমতে আর কোন নালিশ হইতে পারিবেক না ও তাহাতে যে হুকুম হয় তাহাই নাতক্ ও সিদ্ধ বোধ হইবেক ইতি।

VOL. VI. 193.

সমাপ্তঃ।

A TRUE TRANSLATION,

P. M. WYNCH.

Acting Trans. of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সাল ১৯ ঊনবিংশ আইন।

দেওয়ানী মোকদ্দমার আদালত ও ইন্ সাফ অর্থাৎ ন্যায় ও বিচারের কর্ম্মনির্ব্বাহের মোতালক চলিত কোন২ আইন শুধরিবার ও পরিবর্ত্ত করিবার এবং খাজানার বাকী টাকা উসুলের নিমিত্তে সরাসরী তজবীজ হইয়া যে২ হুকুম হয় তাহা জারীহওনের নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈস্ প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের তারিখ ১৬ সেপ্তম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৪ সালের ২ আশ্বিন মওয়াফেকে ফসলী ১২২৪ সালের ২১ ভাদ্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৪ সালের ৩ আশ্বিন মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৪ সালের ৬ ভাদ্র মোতাবেকে হিজরী ১২৩২ সালের ৪ শহর জীকাদে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যে সকল লোক প্রবিন্স্যাল কোর্টের কাছারীহইতে অতিদূরে বাস করে তাহারদিগ্কে ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকার উপর ১০০০০ দশ হাজার টাকাপর্য্যন্ত দাওয়ার মোকদ্দমাসকলের নালিশ প্রথমেতে জিলা কি শহরের আদালতে উপস্থিত করিবার ক্ষমতা দিলে তাহারদিগের আরাম ও আসান হইতে পারে ও জিলা কি শহরের আদালত হইতে দূরনিবাসি লোকেরা ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের অনুসারে মোকরর্ হওয়া মুনসেফদিগের নিকটে অল্প২ টাকার যে২ মোকদ্দমা চলিত আইনের মতে তাহারদিগের বিচার ও নিষ্পত্তিকরণের যোগ্য হয় তাহা ঐ আইনের ১৩ ধারার নিরূপিত এক বৎসর মিয়াদের বদলে মোকদ্দমার হেতুহওনকালাবধি তিন বৎসরের মধ্যে উপস্থিত করিলে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা যদি ঐ মুনসেফদিগ্কে দেওয়া যায় তবে সে সকল লোকের হিত হইতে পারে ও দেওয়ানী আদালতের প্রকরণের নির্ব্বাহসম্বন্ধীয় কোন২ কথা ও ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ও ১৮০০ সালের ৫ আইনের ১৪ ধারার ও ১৮০৩ সালের ২৮ আইনের ৩২ ধারার লিখিত যে২ হুকুমেতে খাজানার বাকী টাকা উসুলের নিমিত্তে সরাসরী তজবীজ হইয়া হওয়া হুকুম সকল জারীহওনের কথা লেখা যায় সে সকল হুকুম শুধরা ও পরিবর্ত্ত করা উচিত বোধ হইল একারণ শ্রীযুত বৈস্ প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিতব্য দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ঐ২ দাঁড়া কলিকাতার হুকুমের তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা।

২ ধারা।

চলিত আইনের লিখিত কথা শুধরিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৫ আইনের ৫ ধারার ১ প্রকরণের লিখিত যে হুকুম ও চলিত অন্য যে কোন আইনের লিখিত যে হুকুমেতে লেখাযায় যে সরাসরীভিন্ন অর্থাৎ নম্বরী যে সকল মোকদ্দমার দাওয়ার টাকার সংখ্যা কি বস্তুর মূল্য ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৪ ধারার ও ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২৩ ধারার লিখনমত হিসাবে সিক্কা ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকার অধিক হয় সে সকল মোকদ্দমা প্রথমতঃ প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবদিগের হজুরে উপস্থিত হইয়া বিচার ও নিষ্পত্তি হইবেক সে হুকুম এই ধারানুসারে নীচের লিখনমতে শুধরণের যোগ্য হইল ইতি।

এই প্রকরণানুসারে ফরিয়াদীদিগের যে ক্ষমতা হইল তাহার ও এই প্রকরণের লিখিত মোকদ্দমা প্রবিন্স্যাল কোর্ট কি জিলা কি শহরের আদালতে উপস্থিত করিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যে কোন মোকদ্দমার দাওয়ার নগদের সংখ্যা কি বস্তুর মূল্য উপরের লিখিত ঐ ধারার লিখনমত হিসাবে সিক্কা ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকার উপর ১০০০০ দশ হাজার টাকার অধিক না হয় তাহাতে ফরিয়াদীর ক্ষমতা হইল যে তাহার দাওয়া যদি স্থাবর বস্তুর বাবৎ হয় তবে তাহা চলিত হুকুমানুসারে এলাকা অর্থাৎ অধিকার বুঝিয়া প্রথমে প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতে দরপেশ করে কিম্বা দাওয়ার ভূমি কি বাটী কিম্বা অন্য স্থাবর বস্তু যে জিলা কি শহরের অধিকারে থাকে সেই জিলা কি শহরের দেওয়ানী আদালতে দরপেশ করে ও যদি অস্থাবর বস্তুর দাওয়া হয় তবে যে জিলা কি শহরের অধিকারে ঐ মোকদ্দমার হেতু হইয়া থাকে কিম্বা নালিশহওনের কালে আসামী যে জিলা কি শহরের অধিকারে বাস করিতে থাকে সেই জিলা কি শহরের দেওয়ানী আদালতে কিম্বা অধিকার বুঝিয়া প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতে ঐ দাওয়া দরপেশ করে ইতি।

৩ ধারা।

ঐ ফরিয়াদীদিগের উপরের ধারানুসারে যে ক্ষমতা হইল তাহার বয়ানের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—উপরের লিখিত কথানুসারে এমত বোধ না হয় যে উপরের ধারানুসারে তাহার লিখিতমত মোকদ্দমাসকলেতে ফরিয়াদীদিগ্‌কে যে ক্ষমতা দেওয়া গেল সে ক্ষমতা যে সকল মোকদ্দমা এক্ষণে প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতে উপস্থিত আছে তাহার ফরিয়াদী লোকেরো হইল কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা কখন জিলা কি শহরের কোন আদালতের কর্ম্মের আধিক্যের দৃষ্টে সেই আদালতের উপস্থিতথাকা যে সকল মোকদ্দমার দাওয়ার বিষয়ের সংখ্যা কি মূল্য এক হাজার টাকার অধিক সে সকল মোকদ্দমা ঐ আদালত যে প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতের তাবে হয় সে প্রবিন্স্যাল কোর্টে প্রথমতঃ অতিশীঘ্র ও সুন্দর মতে নিষ্পত্তি হইতে পারে বুঝিলে ঐ সকল মোকদ্দমা সেই প্রবিন্স্যাল কোর্টে পাঠান যাওনের হুকুম দিবার বিষয়ে ঐ সাহেবদিগ্‌কে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৫ আইনের ৩ ধারার ১ প্রকরণের অনুসারে যে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে তাঁহারদিগের সে ক্ষমতা থাকিল না ইতি।

কোন জিলা কি শহরের

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যে কোন ফরিয়াদী কি ফরিয়াদীরা আপন এমত কোন মোকদ্দমার

মার নালিশ কোন জিলা কি শহরের আদালতে দরপেশ করিয়া থাকে যে সে মোকদ্দমা উপরের প্রকরণের লিখনমতে প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতে পাঠান যাইতে পারে সেই ফরিয়াদী কি ফরিয়াদীদিগের ক্ষমতা আছে যে জিলা কি শহরের আদালতহইতে মোকদ্দমা প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতে পাঠান যাইবার হুকুমহওনের কথা লিখিয়া এক দরখাস্ত প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবদিগের হুজুরে দেয় ও যদি ঐ সাহেবদিগের বিবেচনায় ঐ ফরিয়াদী কি ফরিয়াদীদিগের দরখাস্তমতে সেই মোকদ্দমা আপনারদিগের আদালতে পাঠান যাওনের হুকুম দিবার কোন মাতবর হেতু ঠাহর হয় তবে ঐ সাহেবদিগের উচিত যে ঐ দরখাস্ত সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের হুজুরে পাঠাইয়া দেন্ কিন্তু জানান যাইতেছে যে এই আইনের ২ ধারানুসারে যে সকল মোকদ্দমা প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতে কিম্বা জিলা কি শহরের আদালতে উপস্থিতকরণের ক্ষমতা লোকদিগ্কে দেওয়া গিয়াছে তাহার কোন মোকদ্দমার নালিশ ঐ২ আদালতের এক আদালতে হইয়া থাকিলে পরে সে মোকদ্দমার নালিশ দ্বিতীয় আদালতে করা যাইতে পারিবেক না ও ঐ২ আদালতের যে আদালতে এমত হয় সেই আদালতের সাহেব কি সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সে মোকদ্দমার নালিশ যে আদালতে হওনের যোগ্য ছিল তথায় হইয়াছে ইহা সাবুদ হইলে পর ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১২ ধারার ও ১৮০৩ সালের ২ আইনের ৯ ধারার লিখিত হুকুমমতে সে মোকদ্দমা নামসমুয়া অর্থাৎ অগ্রাহ্য করিয়া যে ব্যক্তি সে মোকদ্দমার নালিশ তাঁহার কি তাঁহারদিগের হুজুরে করিয়া থাকে তাহার উপর আদালতের খরচার নিশা করিবার ও জরীমানার টাকা দিবার হুকুম দেন্ ইতি।

আদালতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা প্রবিন্স্যাল কোর্টে পাঠান যাওনের হুকুম হইবার কারণ প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবদিগের হুজুরে দরখাস্ত দিতে ফরিয়াদীদিগ্কে ক্ষমতা দেওয়া যাওনের কথা।

এক মোকদ্দমার নালিশ পুনর্ব্বার দ্বিতীয় আদালতে করিতে নিষেধের কথা।

৪ ধারা।

এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে যে২ মোকদ্দমাতে ফরিয়াদী দাওয়ার বিষয় ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকার কমের জানাইয়া কোন জিলা কি শহরের আদালতে তাহার নালিশ করে ও আসামী তাহার জওয়াবেতে তাহা না মানিয়া তাহার দাওয়ার বিষয়ের উৎপন্ন কি পরিমাণ কিম্বা মূল্যের সংখ্যা চলিত আইনমতে জিলা কি শহরের আদালতে তাহার মোকদ্দমা না শুনা যাওনের যোগ্য সাবুদ করে সেই সকল মোকদ্দমার সহিত ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের ১৩ আইনের ৪ ধারার ও ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৭ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত যে২ হুকুম সম্পর্ক রাখে সেই২ হুকুম এই আইনের ২ ধারামতে দেওয়া ক্ষমতাক্রমে যে সকল মোকদ্দমার নালিশ তাহার দাওয়া ১০০০০ দশ হাজারের অধিক নাহওনহেতুক জিলা কি শহরের আদালতে হইতে পারে সে সকল মোকদ্দমার সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

এই ধারার লিখিত আইনের লিখিত কথা এই ধারার প্রস্তাবিত মোকদ্দমার সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

৫ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২৩ ধারানুসারে এমত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে মালগুজারীর যে২ ভূমি দরোবস্ত অর্থাৎ মোট জমীদারী এতাবতা যাহার উপর

যে মালগুজারীর ভূমি সরকারের জমা আলাহি

সরকারের

দা হইয়া মোকররহওয়া দরোবস্ত জমীদারী কি তাহার নিরূপিত হিস্যার মত না হয় এমত ভূমির মোকদ্দমাতে তাহার মূল্যের নিরূপণ যে মতে হইবেক তাহার কথা।

সরকারের জমা আলাহিদা হইয়া মোকরর্ হইয়া থাকে সেমত কি তাহার নিরূপিত হিস্যার মত না হয় দাওয়ার এমত২ ভূমির মূল্যনিরূপণ ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৪ ধারার ৩ প্রকরণের লিখিত হুকুমমতে হইবেক ও যেহেতুক এবিষয়ে সন্দেহ হইল যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৩ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৩ আইনের যে ৩ ধারার প্রস্তাব ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৪ ধারার ৩ প্রকরণে হইয়াছে তাহাতে যে হুকুম লেখা গিয়াছে সে হুকুম মালগুজারীর যে ভূমির উপর সরকারের জমা আলাহিদা হইয়া মোকরর্ হয় নাহি কোন২ প্রকারে তাহার মূল্যনিরূপণের বিষয়ে বিশেষতঃ সীমানা সরহদ্দের বিবাদের যে সকল মোকদ্দমাতে তাহার তজবীজ ও বাদী কি প্রতিবাদির হক ঠাহরিয়া নিষ্পত্তির হুকুমহওনের পর সরকারের জমার কিছু ফেরফার না হয় সে সকল মোকদ্দমার সহিত কি প্রকারে সম্পর্ক রাখিতে পারে অতএব ঐ সন্দেহ মিটাইবার কারণ জানান যাইতেছে যে মালগুজারীর যে ভূমি দরোবস্ত অর্থাৎ মোট জমীদারী এস্তাবতা যাহার উপর সরকারের জমা আলাহিদা হইয়া মোকরর্ হইয়াছে সেমত কি তাহার নিরূপিত হিস্যার মত না হয় ও সেইহেতুক তাহার সহিত ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৪ ধারার ১ প্রকরণের লিখিত হুকুম সম্পর্ক রাখিতে পারে না এমত২ ভূমির হকীয়ৎ অর্থাৎ স্বত্বের কি কোন প্রকারে স্বত্বাধিকারের সমস্ত দাওয়াতে তাহার মূল্যের নিরূপণ তাহার সালিয়ানা উৎপন্ন ধরিয়া হইবেক ও ঐ উৎপন্নের অর্থ ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৩ ধারাতে ও ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ৩ ধারাতে বয়ান করিয়া লেখা গিয়াছে ও যদি ঐ প্রকার ভূমির স্বত্বের কি কোন প্রকার স্বত্বাধিকারের বাবৎ দাওয়া না হইয়া ভূমির ইজারার কি তাহার কোন প্রকারের বাবৎ কিম্বা ভূমির নিয়মিত কিছু কালের স্বত্বের বাবৎ দাওয়া হয় তবে উপরের লিখিত আইনের মতে এমত দাওয়ার বিষয়ের মূল্য যথার্থ উৎপন্ন ধরিয়া যাহা হইতে পারে তাহাই হইবেক ও যদি খেসারৎ ধরিয়া পাওনের কারণ দাওয়া হয় তবে ফরিয়াদীর প্রকৃত যে আন্দাজ খেসারৎ হইয়া থাকে তাহা ধরিয়া তাহার দাওয়ার সংখ্যানিরূপণ হইবেক ইতি।

স্বত্বের দাওয়াভিন্ন অন্য প্রকার দাওয়াতে মূল্যের নিরূপণ যে প্রকারে হইবেক তাহার কথা।

৬ ধারা।

এই আইনানুসারে যে সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি জিলা কি শহরের আদালতের জজসাহেবের নিকটে হয় তাহার আপীল প্রবিন্স্যাল কোর্টে হইতে পারিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে প্রথমত উপস্থিতহওয়া যে সকল সরাসরীভিন্ন অর্থাৎ নম্বরী মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি এই আইনের লিখিত হুকুমমতে প্রথমতঃ জিলা কি শহরের আদালতের জজসাহেবদিগের হজুরে হয় ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৫ আইনের ৩ ধারার ৩ প্রকরণের মতে ও এমত২ মোকদ্দমার আপীলের বিষয়ে এক্ষণে যে সকল হুকুম চলন আছে তাহার দৃষ্টে সে সকল মোকদ্দমার আপীল প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবদিগের হজুরে হইতে পারিবেক ইতি।

উপরের লিখিত মোকদ্দমাসকলেতে প্রবিন্স্যাল

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে উপরের লিখিত যে সকল মোকদ্দমার আপীল প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবদিগের হজুরে হইয়া নিষ্পত্তি পায় সে সকল মোকদ্দমাতে ঐ

সাহেবদিগের

সাহেবদিগের করা নিষ্পত্তির উপর ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ধারার লিখনমতে সদর দেওয়ানী আদালতে খাস আপীল হইতে পারিবেক ইতি।

কোর্টের সাহেবদিগে করা ফয়সলার উপর খাস আপীল হইতে পারিবার কথা।

৭ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—খাস আপীল মঞ্জুর হইবার বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ধারার ১ প্রকরণে যেং হেতু লেখা গিয়াছে তাহার মধ্যে এক হেতু এই যে যদি জিলা কি শহরের আদালতের সাহেবেরা ও প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবেরা ও সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা কোন মোকদ্দমাতে এমত বুঝেন্ যে সে মোকদ্দমার ফয়সলা আদালতের চলিত কোন দাঁড়া কিম্বা দস্তুরের অন্যমতে হইয়াছে তবে তাঁহারদিগের ক্ষমতা আছে যে এমত মোকদ্দমার খাস আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুর করেন্ কিন্তু উপরের লিখিত হুকুম যেং মোকদ্দমাতে এক আদালতহইতে পরস্পর অসমান ফয়সলা হয় কিম্বা সমান ও এক মত বুনিয়াদ অর্থাৎ আমূলের যেং মোকদ্দমার নালিশ তাহার বিচার হইতে পারিবার যোগ্য দুই আদালতে দরপেশ হইয়া ঐং আদালতহইতে তাহাতে পরস্পর অসমান ফয়সলা হয় সেইং মোকদ্দমার সহিত যদ্যপি ন্যায় মতে ঐ অসমান দুই ফয়সলার এক কিম্বা দুই ফয়সলাই শুধরা অতিআবশ্যক তথাপি সম্পর্ক রাখিবেক এমত বোধ হয় না একারণ ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ অইনের ২ ধারার ১ প্রকরণেতে খাসআপীল মঞ্জুরীর যেং হেতু লেখা গিয়াছে তাহার অতিরিক্ত এই ধারানুসারে ইহা লেখা যাইতেছে যে যদি কোন আদালতের যে ফয়সলার উপর আপীল হয় সেই আদালতহইতে হওয়া অন্য যে ফয়সলা আপীলের দরখাস্তকরণিয়া দরপেশ করে তাহার সহিত স্পষ্ট ব্যতিক্রম ও অসমান বোধ হয় কিম্বা যদি সমান বুনিয়াদ অর্থাৎ আমূলের কোনং মোকদ্দমাতে তাহার বিচার হইবার যোগ্য দুই আদালতের এক আদালতহইতে হওয়া যে ফয়সলার উপর আপীল হয় অন্য আদালতের যে ফয়সলা আপীলের দরখাস্তকরণিয়া দরপেশ করে তাহার সহিত স্পষ্ট ব্যতিক্রম ও অসমান বোধ হয় তবে ঐ সকল মোকদ্দমার খাস আপীল মঞ্জুর হইবেক ইতি।

যে সকল প্রকারেতে এক কি ততোধিক আদালতহইতে হওয়া ফয়সলার লিখিত হুকুম পরস্পর অসমান হইলে তাহার খাস আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুর হইতে পারিবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—আদালতের যে সাহেব কি সাহেবেরা উপরের লিখিত খাস আপীল মঞ্জুরকরণের ক্ষমতা রাখেন তাঁহারদিগের স্বয়ং মোকদ্দমার তজবীজ করিয়া নাতক্ অর্থাৎ পূরা হুকুম দিবার কিম্বা যে অদালতে মোকদ্দমা প্রথম উপস্থিত হইয়া তাহাতে নিষ্পত্তির হুকুম হইয়া থাকে সেই আদালতে অথবা দ্বিতীয়বারে প্রথম আপীলমতে যে আদালতে দরপেশ হইয়া হুকুম হইয়া থাকে সে আদালতে পুনর্ব্বার পাঠাইবার ক্ষমতা থাকিবেক ইতি।

আদালতের সাহেব কি সাহেবদিগের খাস আপীল মঞ্জুরকরণের পর মোকদ্দমা নিজে তজবীজ করিতে কি সানী তজবীজের নিমিত্তে যে আদালতের ফয়সলার উপর আপীল হইয়া থাকে সেই আদালতে পুনরায় পাঠাইতে ক্ষমতা থাকিবার কথা।

৮ ধারা।

উপরের প্রকরণেতে যে প্রকার খাস আপীলের কথা লেখা গেল তাহার কিম্বা অন্য

যে আদালতের ফয়সলার

যে

উপর আপীল হইয়া থাকে সেই আদালতে সানী তজবীজের নিমিত্তে যে আপেলাণ্টের মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠান যায় তাহাকে ইষ্টাম্প কাগজের সমুদয় মূল্য ফিরিয়া দিবার কথা।

যে সকল খাস আপীল কি তদ্ভিন্ন যে আপীল এক্ষণকার চলিত আইনমতে হইতে পারে তাহার কোন মোকদ্দমা যে আদালতে ঐ আপীল হয় সেই আদালতে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তির হুকুমহওনবিনা যে আদালতের হওয়া হুকুমের উপর আপীল হইয়া থাকে সেই আদালতে সানী তজবীজ অর্থাৎ পুনর্ব্বার বিচার করিয়া অন্য নিষ্পত্তির হুকুম দিবার কারণ যদি পাঠান যায় তবে আপেলাণ্ট আপন আপীলের দরখাস্ত দাখিলকরণের সময়ে ইষ্টাম্প কাগজের যত টাকা মূল্য দিয়া থাকে তাহা সমুদয় তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ও যদি এমত মোকদ্দমার আপেলাণ্ট কি রিস্পাণ্ডেণ্ট আপন মোকদ্দমার তদবীর করিবার কারণ আদালতের মোকররী উকীলের মধ্যে কোন উকীলকে মোকরর্ করিয়া থাকে তবে সে উকীলের মেহনতানা মোকদ্দমার নালিশ সরাসরী ভিন্ন মতে দরপেশ হইলে উকীলের যে মেহনতানা পাওনা হইত তাহার এক চৌথাইহইতে অধিক না হইয়া যে আন্দাজ আদালতের সাহেব কি সাহেবদিগের উচিত বোধ হয় তাহা তাহার মওক্কেলের স্থানহইতে তাহাকে দেওয়ান যাইবেক ইতি।

৯ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ৩২ ও ৩৩ ধারার লিখিত কথা এই প্রকরণানুসারে রদ হইল ইতি।

সরাসরী আপীলের কি প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমাতে উকীলদিগের যে আন্দাজ রসুম পাওনা হইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৩ ধারার ১১ প্রকরণেতে ঐ ধারার লিখিত সরাসরী আপীলের মোকদ্দমার খবরগিরী ও নির্ব্বাহ করিবার কারণ মোকররহওয়া উকীলদিগের রসুমের বিষয়ে যে হুকুম লেখা গিয়াছে সে হুকুম সরাসরী আপীলের সমস্ত মোকদ্দমার এবং প্রথম উপস্থিতহওয়া যে সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি সরাসরী মতে হইতে পারে তাহার সহিত সে সকল মোকদ্দমার খবরগিরী ও নির্ব্বাহ করিবার কারণ উকীল কি উকীলেরা মোকরর্ হইয়া থাকিলে সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

সরাসরী মোকদ্দমাতে উকীলের রসুমের টাকা আদালতে আমানৎ রাখিবার আবশ্যক না হইবার কথা।

উকীলের রসুমের টাকা যে প্রকারে উসুল হইবেক তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে প্রথম উপস্থিতহওয়া সরাসরী মোকদ্দমার কি সরাসরী আপীলের মোকদ্দমার নির্ব্বাহ ও খবরগিরী করিবার কারণ মোকরর্করা উকীলদিগের রসুমের টাকা আদালতের তহবীলে আমানৎ রাখিবার আবশ্যক হইবেক না কিন্তু যে ব্যক্তি কি ব্যক্তিদিগের উকীলদিগের রসুম দিতে হইবেক তাহার কি তাহারদিগের উচিত যে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে পর উকীলদিগ্‌কে যে আন্দাজ মেহনতানা দেওয়াইবার হুকুম হয় তাহা আদালতের সাহেবেরা নিরূপণ করিয়া দেওয়া মিয়াদের মধ্যে যে আদালতহইতে নিষ্পত্তির হুকুম হয় সেই আদালতে দাখিল করে ও যদি ইহাতে তাহার দিগ্‌হইতে কোন কসুর হয় তবে আর যত টাকা আদালতের সাহেব তাঁহার দেওয়া হুকুম মত কার্য্য করিতে বিলম্ব হওনপ্রযুক্ত উকীলদিগ্‌কে মওক্কেল লোকের স্থানহইতে দেওয়াইবার হুকুম দেওয়া উপযুক্ত বুঝেন্ তাহা তাহার কি তাহারদিগের দিতে হইবেক ও

দেওয়ানী

দেওয়ানী আদালতে ডিক্রীর বাবৎ অন্যং টাকা যে মতে উসুল হয় সেই মতে ঐ টাকা উসুল করা যাইবেক ইতি।

১০ ধারা।

এই প্রকরণের লিখিত আইন ও ধারার কোন প্রকরণের লিখিত হুকুম শুধরা যাওনের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ২৫ ধারার ৩ প্রকরণেতে এ বিষয়ে যে হুকুম লেখা যায় যে আদালতের উকীলেরা আপনং রসুমের বাবৎ যতং টাকা ঐং আদালতহইতে পায় তাহারদিগের তাহার রসীদ ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১১ ধারার নিরূপিত ইষ্টাম্পকাগজে লিখিয়া দাখিল করিতে হইবেক সেই হুকুম নীচের লিখনক্রমে শুধরণের যোগ্য হইল ইতি।

এই প্রকরণের লিখিত প্রকারেতে উকীলেরা মোটে এক রসীদ লিখিয়া দিতে পারিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি কোন উকীলের দুই কি তাহাহইতে অধিক মোকদ্দমার বাবৎ পাওনা রসুমের টাকা মোটে ১৬ ষোল টাকার অধিক না হয় তবে সে উকীল প্রত্যেক মোকদ্দমাতে তাহার যত ২ টাকা রসুম পাওনা হয় তাহার নিমিত্তে পৃথকং রসীদ লিখিয়া দেওনের বদলে মোট টাকার নিমিত্তে মোটে এক রসীদ লিখিয়া দিতে পারিবেক ও সেই রসীদে প্রত্যেক মোকদ্দমার বাবৎ যতং রসুম পাওনা হয় তাহার তফসীল করিয়া লিখিয়া দিবেক ইতি।

১১ ধারা।

কোনং প্রকারেতে সদর দেওয়ানী আদালতের ও প্রবিন্স্যল কোর্টের সাহেবেরা এই ধারার লিখিত ধারার প্রস্তাবিত হুকুম চূড়ান্ত জ্ঞান না করিবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১১ ধারাতে এ বিষয়ে যে হুকুম লেখা যায় যে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা কিম্বা প্রবিন্স্যল কোর্টের সাহেবেরা যেং প্রকারে কোন সাক্ষী কি সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী শুনা আবশ্যক বুঝেন্ তাহাতে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে প্রত্যেক সাক্ষির নিমিত্তে সওয়ালের পৃথকং ফর্দ্দ তৈয়ার করিয়া জিলা কি শহরের জজসাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেন্ ও বাদী কি প্রতিবাদিদিগের কি তাহারদিগের উকীল লোকের কর্ত্তব্য যে ঐ সওয়ালের ফর্দ্দ আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তৃত্ব ক্রমে তৈয়ার করাইয়া তাহাতে আপনং দস্তখৎ করে সেই হুকুমেতে মোকদ্দমার ইন্ফসাল অর্থাৎ নিষ্পত্তিহওনেতে বিলম্ব হইতেছে বিশেষতঃ কোনং সাক্ষির সাক্ষ্য যে বিষয় কি যেং বিষয়ের কথা পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করা না গিয়া থাকে সেই কি সেইং বিষয়ে লইবার আবশ্যক হইলে বিলম্ব হয় একারণ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগ্কে ও প্রবিন্স্যল কোর্টের সাহেবদিগ্কে অনুমতি দেওয়া যাইতেছে যে বিশেষং প্রকারেতে যদি বিহিত বুঝেন্ তবে ঐ ধারার হুকুম নাতক্ অর্থাৎ পূরা জ্ঞান না করেন বরং এমতং প্রকারেতে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যে কিম্বা যেং বিষয়ের জিজ্ঞাসাবাদ সাক্ষী কি সাক্ষিদিগ্কে করণের আবশ্যক হয় তাহার সমাচার জিলা কি শহরের জজসাহেবকে দেন ও সেই জজসাহেবের উচিত যে সাধ্যপক্ষে ঐ সাক্ষী কি সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৪ আইনের ১১ ধারার লিখিত হুকুমমতে আদালতের আমলার

সাক্ষির স্থানে যে কি যেং বিষয়ের জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক হয় তাহার সমাচার জজসাহেবকে দিবার কথা।

সাক্ষাৎ

সাক্ষাৎ হওনের বদলে আপনার সাক্ষাৎ কি আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের দ্বারা করাই য়া লন্ ইতি।

১২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ১৩ধারার লিখিত এক বৎসরের মিয়াদ বাড়িয়া তিন বৎসর হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ১৩ ধারানুসারে এমত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে যে সকল লোক ঐ আইনের অনুসারে মুনসেফী কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে মোকরর্ হয় তাহারদিগের ক্ষমতা হইল যে ঐ ধারার বয়ান করিয়া লেখা যে সকল মোকদ্দমার হেতু হওনকালাবধি তাহার নালিশের সময়পর্য্যন্ত এক বৎসরের অধিক কাল অতীত না হইয়া থাকে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করে এক্ষণে ঐ মিয়াদ বাড়িয়া তিন বৎসর হইল একারণ জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের মতে মোকররহওয়া মুনসেফ লোককে এই আইন জারীহওনের পরঅবধি এমত ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে যে যে২ মোকদ্দমা চলিত আইনানুসারে তাহারদিগের বিচারযোগ্য হয় ও তাহার হেতু হওন কালাবধি নালিশের সময়পর্য্যন্ত তিন বৎসরের অধিক কাল গত না হইয়া থাকে সে সমস্ত মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করে ইতি।

১৩ ধারা।

জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবেরা ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৫ আইনের মতে আদালতে উপস্থিতহওয়া সরাসরী মোকদ্দমা তাহার নিষ্পত্তি ত্বরা হইবার নিমিত্তে নিজে বিচার ও নিষ্পত্তি করা কি কালেক্টরসাহেব কি রেজিষ্টরসাহেবকে সোপর্দ্দ করা ইহার যাহা বিহিত তাহা করিতে ক্ষমতা রাখিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২১ ধারার ও ১৮১৩ সালের ৭ আইনের ২ ধারার ২প্রকরণের অনুসারে এমত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৫ আইনের লিখিত হুকুমমতে দেওয়ানী আদালতে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহার নিষ্পত্তি ত্বরা হয় এ নিমিত্তে সেই সকল মোকদ্দমা তাহার নালিশ হইবামাত্র তাহার কৈফিয়ৎ তলবের কারণ জিলার কালেক্টরসাহেবকে সোপর্দ্দ করা যাইবেক কিন্তু যেহেতুক তাহা করণেতে কোন২ প্রকার কএক হেতুপ্রযুক্ত ঐ সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি শীঘ্র না হইয়া তাহা হওনেতে বিলম্ব হইতে লাগিল একারণ এই ধারানুসারে জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবদিগ্‌কে এমত ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে যে উত্তর কালে ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৫ আইনের লিখনমতে দেওয়ানী আদালতে উপস্থিতহওয়া সরাসরী মোকদ্দমাসকল জিলার কালেক্টরসাহেবকে তাহার কৈফিয়ৎ তলবের নিমিত্তে সোপর্দ্দ করেন্ অথবা তাহা না করিয়া স্বয়ং এমত২ মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন্ কিম্বা বিচার ও নিষ্পত্তির নিমিত্তে রেজিষ্টরসাহেবের জিম্মা করেন্ ফল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি ত্বরা হইবার কারণ তাঁহার বিবেচনায় যে প্রকার বিহিত বোধ হয় তাহাই করেন্ ইতি।

জজসাহেবেরা এই প্রকরণের লিখিত মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে না পারিলে কৈফিয়ৎ তলবকরণের কারণ কালেক্টরসাহেবদিগ্‌কে সোপর্দ্দ করিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবদিগ্‌কে এমত হুকুম হইল যে এক্ষণকার চলিত আইনমতে যে সকল মোকদ্দমা কালেক্টরসাহেবদিগ্‌কে সোপর্দ্দ হইতে পারে ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি নিজে জজসাহেবেরা কি রেজিষ্টরসাহেবেরা করণেতে বিলম্ব দর্শে সে সমস্ত মোকদ্দমা পূর্ব্বমত কৈফিয়ৎ তলবের নিমিত্তে কালেক্টর সাহেবদিগ্‌কে সোপর্দ্দ করিবেন ইতি।

১৪ ধারা।

১৪ ধারা।

যেহেতুক সন্দেহ হইল যে জিলা ও শহরের আদালতের রেজিষ্টরসাহেবেরা আপনারদিগের পাওয়া ক্ষমতানুসারে কোন মোকদ্দমা কৈফিয়ৎ তলবের নিমিত্তে কালেক্টরসাহেবদিগকে সোপর্দ্দ করিতে পারেন কি না একারণ এই ধারানুসারে স্পষ্ট করা যাইতেছে যে রেজিষ্টরসাহেবেরা জজসাহেবদিগের আকটিং না হইলে তাঁহারদিগের এমত ক্ষমতা থাকিবেক না যে আপন ক্ষমতানুসারে ঐ সকল মোকদ্দমা কৈফিয়ৎ তলবের নিমিত্তে কালেক্টরসাহেবদিগকে সোপর্দ্দ করেন্ কিন্তু ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ৮ আইনের ১৩ ধারাতে ও ১৮১৩ সালের ৭ আইনের ২ ধারাতে যে সকল প্রকার মোকদ্দমার বয়ান লেখা গিয়াছে তাহার কোন মোকদ্দমা কিম্বা ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ও ১৮০০ সালের ৫ আইনের ১৪ ধারার ও ১৮০৩ সালের ২৮ আইনের ৩২ ধারার ও ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২১ ধারার কি চলিত অন্য আইনের লিখিত সরাসরী কোন মোকদ্দমা যদি রেজিষ্টরসাহেবের আদালতে মুলতবী থাকে ও সেই সাহেবের বিবেচনায় এমত লয় যে কালেক্টরসাহেবের মারফতে তাহার হিসাব রফা হইলে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি ত্বরা হইবেক তবে এমতে ঐ রেজিষ্টরসাহেবের উচিত যে এবিষয়ের সমাচার জজসাহেবকে দেন্ ও জজসাহেবের মত রেজিষ্টরসাহেবের মতের সহিত মিলিলে সেই জজসাহেবের উচিত যে চলিত আইনমতে সে মোকদ্দমা কালেক্টরসাহেবকে সোপর্দ্দ করেন্ ও কালেক্টরসাহেবের পাঠান কৈফিয়ৎ জজসাহেবের নিকট পঁহুছিলে তাঁহার উচিত যে কালেক্টরসাহেবের পাঠান কৈফিয়ৎ যে রেজিষ্টরসাহেবের আদালতে ঐ মোকদ্দমা মুলতবী থাকে তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দেন্ কিন্তু যদি সেই জজসাহেব মোকদ্দমার নিষ্পত্তি ত্বরা হইবার নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৪ আইনের ১০ ধারানুসারে সেই মোকদ্দমা রেজিষ্টরসাহেবের আদালতহইতে তলব করিয়া স্বয়ং তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করা উপযুক্ত বুঝেন্ তবে তাহা করিবেন ইতি।

রেজিষ্টরসাহেব জজসাহেবর আকটিং না থাকিলে কৈফিয়ৎ তলবের কারণ কালেক্টরসাহেবকে মোকদ্দমা সোপর্দ্দ করিতে না পারিবার কথা।

আদালতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা চলিত আইনানুসারে রেজিষ্টরসাহেবের আদালতে মুলতবী থাকিলে যেমত আচরণ হইবেক তাহার কথা।

১৫ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারাতে ও ১৮০০ সালের ৫ আইনের ১৪ ধারাতে ও ১৮০৩ সালের ২৮ আইনের ৩২ ধারাতে এমত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে যদি কোন কট্‌কিনাদার কি জোতদার কিম্বা মালগুজারীকরণিয়া অন্য ব্যক্তি বাকীদার হয় ও সেইহেতুক তাহার কি তাহার মালজামিনের নামে তাহারদিগকে গ্রেফ্তার করিবার নিমিত্তে দরখাস্ত দরপেশ হয় তবে বাকীদার কি তাহার মাল জামিন ঐ দরখাস্ত দিবার সময়ে যে জিলা কি শহরের অধিকারের ভূমির মালগুজারীর বাকীর দাওয়া হয় সেই জিলা কি শহরের অধিকারে বাস করিতে থাকিলে ও ভূমি দুই অধিকারে থাকিলে যে অধিকারে তাহার অধিক ভূমি থাকে সেই অধিকারে রহিয়া থাকিলে তাহারদিগকে গ্রেফ্তার করিবার কারণ দস্তক জারী হইতে পারে কেননা যে ভূমির মা

মালগুজারীর বাকীদারকে গ্রেফ্তার করিবার অর্থে যে জিলা কি শহরে বাকীদার বাস করে সেই জিলা কি শহরের জজসাহেবের নিকটে দরখাস্ত দরপেশ হইলে জজসাহেবের তৎক্ষণাৎ তাহার নামে দস্তক জারী করিতে হইবার কথা।

মালগুজারীর

মালগুজারীর বাকীর দাওয়া হয় সে ভূমি যে অধিকারে থাকে সে অধিকারভিন্ন অন্য অধিকারে উপরের উক্ত আইনের লিখিত সরাসরী তজবীজ সুন্দররূপে হইতে পারে না কিন্তু বাকীদার মালগুজারীকরণিয়াদিগের ও তাহারদিগের মালজামিনদিগের উপর সর্ব্বপ্রকারে দস্তক জারী হইতে পারে এ নিমিত্তে যদ্যপি তাহারা যে ভূমির মালগুজারীর বাকীর দাওয়া হয় সে ভূমি যে জিলা কি শহরের অধিকারে থাকে সে জিলা কি শহরের অধিকারেতে বাস না করিতে থাকে কি তাহারদিগ্‌কে না পাওয়া যায় তথাপি তাহারদিগ্‌কে গ্রেফ্তার করিবার কারণ অন্য হুকুম নির্দ্দিষ্টকরা আবশ্যক হইল একারণ এই ধারানুসারে এমত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল যে যে কোন মফঃসলী তালুকদার কি কট্‌কিনাদার কিম্বা জোতদার অথবা অন্য মালগুজারীকরণিয়ার কি তাহারদিগের মালজামিনের স্থানে মালগুজারীর বাকী পাওনা থাকে সে যদি তাহা তলবের সময়ে না দিয়া যে ভূমির বাবৎ এমত বাকীর দাওয়া হয় সে ভূমি যে অধিকারে থাকে সে অধিকারভিন্ন অন্য জিলা কি শহরের অধিকারে বাস করিতে থাকে তবে ঐ বাকী যে জমীদার কি ভূমির অন্য অধিকারী কিম্বা ইজারদারের পাওনা হয় তাহার কিম্বা তাহারদিগের মোখ্তারকারের ক্ষমতা আছে যে এক আরজীতে নীচের নিরূপিত তফসীল ও বাকীদার কি তাহার মালজামিনকে গ্রেফ্তারকরণের প্রার্থনা লিখিয়া বাকীদার কি তাহার মালজামিন যে জিলা কি শহরের অধিকারে থাকে কিম্বা পাওয়া যায় সেই জিলা কি শহরের জজসাহেবের নিকটে দেয় ও সেই জজসাহেবের উচিত যে এমত আরজী দাখিল হইলে পর তৎক্ষণাৎ বাকীদার কি তাহার মালজামিনকে গ্রেফ্তার করিবার কারণ ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ও ১৮০০ সালের ৫ আইনের ১৪ ধারার ৩ প্রকরণের ও ১৮০৩ সালের ২৮ আইনের ৩২ ধারার বয়ান করিয়া লেখা দস্তক জারী করিবার হুকুম দেন্ ইতি।

নালিশের আরজীর মজমুনের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি কোন ব্যক্তি উপরের প্রকরণের মতে কিম্বা উপরের প্রস্তাবিত আইনের লিখনমতে কোন বাকীদার মালগুজারীকরণিয়া কি তাহার মালজামিনকে গ্রেফ্তার করিবার প্রার্থনা লিখিয়া কোন আরজী কোন আদালতে দিতে চাহে তবে তাহার উচিত যে বাকীদারের ও তাহার মালজামিনের নাম ও নিবাস ও যে মহালের বাবৎ মালগুজারীর বাকীর দাওয়া হয় সে মহালের নাম ও তাহার অতিরিক্ত সেই মহালের সালিয়ানা জমার ও বৎসরের নিরূপিত সময়শিরে এতাবতা কিস্তিং যতং টাকা দিতে হয় তাহার সংখ্যা ও জোতদার কি মালগুজারীকরণিয়ার কিম্বা তাহার মালজামিনের স্থানে যত টাকা উসুল হইয়া থাকে তাহার সংখ্যা ও যে বাকী আদায়ের কারণ গ্রেফ্তারীর আরজী দিতে চাহে তাহার সংখ্যা ও দাওয়া করা বাকী টাকা বাকীদারের স্থানে তলব হইয়াছিল কি না ও যদি তলব হইয়া থাকে তবে তাহাতে সে কি করিলেক তাহার কথা আরজীতে লিখিয়া দেয় ইতি।

বাকীদার গ্রেফ্তার হইয়া বাকী আদায় না করিলে

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যদি বাকীদার কি তাহার মালজামিনকে এই ধারার ১ প্রথম প্রকরণের মতে তাহারদিগের গ্রেফ্তারীর দস্তক জারী হইলে পরে যে জজসাহেবের

আদালত

আদালতহইতে দস্তক জারী হইয়া থাকে তাঁহার অধিকারেতে পাওয়া যায় ও সে গ্রেপ্তার হইয়া তলবী বাকী টাকা না দেয় কি যে ব্যক্তি তাহাকে গ্রেপ্তার করাইয়া থাকে তাহার স হিত তলবী টাকার রফা না করে ও তাহাতে উপরের লিখিত আইনের লিখনমতে তাহা কে সেখানকার দেওয়ানী আদালতে হাজির করা যায় তবে ঐ আদালতের জজসাহেবের উচিত যে বাকীদার কি তাহার মালজামিনের স্থানে যে ভূমির বাবৎ বাকীর দাওয়া হয় সে ভূমি যে জিলা কি শহরের অধিকারে থাকে সে জিলা কি শহরের আদালতে তাহাকে না পাঠান যাওনের হেতু ও সেই ভূমি দুই জিলা কি শহরের অধিকারে থাকিলে যে অ ধিকারে সেই ভূমির অনেকং ভূমি থাকে সে অধিকারে তাহাকে না পাঠান যাওনের কা রণ জিজ্ঞাসা করেন্ তাহাতে যদি ঐ বাকীদার কি তাহার মালজামিন তাহার মাতবর হেতু না জানায় কি যে অধিকারে দাওয়ার ভূমি থাকে সেই অধিকারেতে নিরূপিত মিয়া দের মধ্যে হাজিরহওনের নিমিত্তে মাতবর জামিন না দেয় তবে সেই বাকীদার কি তা হার মালজামিনকে মজকুরী পেয়াদা মহসিল দিয়া যে জিলা কি শহরের অধিকারে ঐ ভূমি থাকে সেই জিলা কি শহরের জজসাহেবের হজুরে পাঠান যাইবেক ও ঐ পেয়াদা লোকের তলবানা বাকী তলবকরণিয়ার স্থানহইতে দেওয়ান যাইবেক ও এমতং প্রকারে তে মোকদ্দমার কৈফিয়ৎ গ্রেপ্তারীর কথা লেখা আসল আরজী ও ঐ মোকদ্দমার মোতা লক সমস্ত কাগজ সহিত যে জজসাহেবের নিকট গ্রেপ্তারহওয়া ব্যক্তিকে পাঠান যায় তাঁ হাকে জ্ঞাত করণার্থে পাঠান যাইবেক ও যে ব্যক্তি গ্রেপ্তার হইয়া আসিয়া থাকে সে যদি আপনাকে যে জিলা কি শহরের অধিকারে যে ভূমির মালগুজারীর বাকীর দাওয়া হয় সেই ভূমি থাকে সেই জিলা কি শহরের জজসাহেবের নিকটে না পাঠান যাওনের হেতু জানায় কিম্বা ঐ জজসাহেবের নিকট আপনি হাজির হইবার নিমিত্তে মঞ্জুরহওনের যোগ্য মাত বর জামিনী দিতে পারে তবে কেবল গ্রেপ্তারীর আরজী ও সে মোকদ্দমার মোতালক সম স্ত কাগজ ঐ জিলা কি শহরের জজসাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক ইতি।

কি যে তাহাকে গ্রেপ্তার করাইয়া থাকে তাহার সহিত রফা না করিলে জজসাহেবের যাহা করি তে হইবেক তাহার কথা।

বাকীদার যে জিলার অধিকারে দাওয়ার ভূমি থাকে সেই জিলার জজ সাহেবের হজুরে হাজির হইবার জামিনী না দিলে জজসাহেবের যাহা করি তে হইবেক তাহার কথা।

বাকীদারের সহিত মো কদ্দমার কাগজ পাঠাইবা র কথা।

বাকীদার কি তাহার মাল জামিন জামিনী না দিবার মাতবর কোন হেতু কহি লে তাহার গ্রেপ্তারীর আ রজী অন্য কাগজের সহিত জজসাহেবের হজুরে পা ঠান যাইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যদি কোন বাকীদার কি তাহার মালজামিন উপরের প্রকরণের মতে যে ভূমির বাবৎ মালগুজারীর বাকীর দাওয়া হয় সেই ভূমি যে জিলা কি শহরের অধিকারে থাকে সেই জিলা কি শহরের আদালতে আপনি হাজির হইবার অর্থে জামিনী দিয়া তদ নুসারে হাজির হয় তবে ঐ আদালতের জজসাহেবের উচিত যে অন্যং প্রকারেতে এক্ষণ কার চলিত আইনমতে বাকীদার কি তাহার মালজামিন তাঁহার অধিকারের মধ্যে গ্রেপ্তা রহওনমতে তাহার প্রতি যেমত আচরণ করেন্ সেই মত আচরণ এমতেও ঐ বাকীদার কি তাহার মালজামিনের প্রতি করিবেন্ ইতি।

জিলা কি শহরের জজ সাহেবের বাকীদার কি তাহার মালজামিনের প্র তি যেমতাচরণ করিতে হইবেক তাহার কথা।

১৬ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারাতে ও ১৮০০ সালের ৫ আইনের ১৪ ধারাতে ও ১৮০৩ সালের ২৮ আইনের ৩২ ধারাতে বাকীদারদিগের কি তাহারদিগের মালজামিনদিগের জামিনী জজসাহেবের কি রেজিষ্টর সাহেবের

সরাসরী তজবীজ সারা না হওনপর্য্যন্ত বাকীদার কি তাহার মালজামিনের জামিনী মঞ্জুর হইবার ক থা।

সাহেবের কিম্বা কালেক্টরসাহেবের নিকটে সরাসরী তজবীজ করা সারা না হওনপর্য্যন্ত মঞ্জুরহওনের বিষয়ে কোন হুকুম লেখা যায় নাহি একারণ জিলা কি শহরের জজসাহেব দিগের উপদেশের নিমিত্তে নীচের লিখিতব্য দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

জজসাহেব সরাসরী তজবীজ সারা না হওন পর্য্যন্ত মাতবর জামিনী মঞ্জুর করিতে পারিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি কোন মফঃসলী তালুকদার কি কোন কটকিনাদার কিম্বা জোতদার কি অন্য মালগুজারীকরণিয়া অথবা তাহারদিগের মালজামিন মালগুজারীর বাকী টাকা তলবের কারণ উপরের ধারার লিখিত আইনের বিবরণ করিয়া লেখা দস্তক জারীহওন মতে গ্রেফ্তার হয় ও সম্যক কি কতক দাওয়া না মানিয়া আপনি কি তাহার মালজামিন সরাসরী তজবীজ সারা না হওনপর্য্যন্ত হাজির থাকিবার কারণ মাতবর জামিনী দিতে প্রবর্ত্ত হয় তবে জজসাহেবের ক্ষমতা আছে যে উভয় বিবাদির দরপেশকরা হিসাবের কাগজ ও দস্তাবেজ দৃষ্টিকরণানুসারে কিম্বা কৈফিয়ৎ তলবের নিমিত্তে জিলার কালেক্টরসাহেবকে মোকদ্দমা সোপর্দ্দকরণানুসারেই বা যে প্রকারে হউক সরাসরী তজবীজ করা সারা ও নিষ্পত্তির হুকুম না হওনপর্য্যন্ত বাকীদারের কি তাহার মালজামিনের জামিনী মঞ্জুর করেন্ ইতি।

VOL. VI. 206.

সমাপ্তঃ।

A TRUE TRANSLATION,
P. M. WYNCH,
Acting Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সাল ২০ বিংশ আইন।

পোলীসের দারোগাদিগ্‌কে ও তাহারদিগের তাবে অন্য কার্য্যকারকদিগ্‌কে কার্য্যের দাঁড়া জানাইবার নিমিত্তে যেং দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা শুধরিয়া ও পরিবর্ত্ত করিয়া এক আইনেতে সংগ্রহ করিবার নিমিত্তে ও ফৌজদারী আদালতের হুকুম না মাননের প্রতিফলের অর্থে ও পোলীসের আমলা লোক কোনং প্রকারেতে ভূমির অধিকারী ও ইজারদারদিগের ও তাহারদিগের নায়েব ও সরবরাহকারদিগের ও গ্রামের মণ্ডল ও অন্য প্রাধানেরদিগের স্থানে সহায়তা চাহিবার অর্থে যেং দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া এক্ষণে চলিতেছে সেইং দাঁড়া শুধরা যাইবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈস্‌ প্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের তারিখ ৭ অক্তোবর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৪ সালের ২৩ আশ্বিন মওয়াফেকে ফসলী ১২২৫ সালের ১২ আশ্বিন মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৫ সালের ২৪ আশ্বিন মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৪ সালের ১২ আশ্বিন মোতাবেকে হিজরী ১২৩২ সালের ২৫ জীকাদে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

পোলীসের দারোগা লোকের ও তাহারদিগের তাবে অন্যং কার্য্যকারকদিগের প্রতি যেং কর্ম্মনির্ব্বাহকরণের ভার আছে সেইং কর্ম্মের নিরূপণের বিষয়ে পুনঃং যে সকল দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা শুধরা উচিত বোধ হইল এবং পোলীসের দারোগা লোককে ও তাহারদিগের তাবে অন্য আমলা লোককে কার্য্যকরণের প্রকার জানাইবার কারণ যেং দাঁড়া পূর্ব্বাপেক্ষা অতিগুণকারী হয় তাহা এক আইনেতে সংগ্রহকরা উপযুক্ত বুঝা গেল ও ফৌজদারী আদালতের হুকুম না মাননের প্রতিফলের বিষয়ে যেং দাঁড়া এক্ষণে চলন আছে তাহা শুধরা উচিত হইল ও কখন কাহারু অকস্মাৎ মৃত্যু কিম্বা যে মরণের কারণের নিশ্চয় না হয় এমত মৃত্যু হইলে তাহার সম্বাদ দিবার ভার ভূমির অধিকারী ও ইজারদারদিগের ও তাহারদিগের নায়েব ও সরবরাহকার লোকের ও গ্রামের মণ্ডল ও পাটওয়ারী ও অন্য প্রধানদিগের প্রতি থাকিবার অর্থে ও দুষ্ট বোধহওয়া যে কোন ব্যক্তি ফৌজদারী আদালতের জেলখানাহইতে খালাস পাইয়া থাকে সে অসঙ্গত প্রকারে আপন গুজরাণ করিতে থাকিলে তাহার সমাচার পোলীসের আমলাকে দিবার ভারও ঐ সকল লোকের শিরে থাকিবার নিমিত্তে ও উপরের লিখিত ভূম্যধিকারিপ্রভৃতিরা মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের দেওয়া কিম্বা পোলীসের দারোগা লোকের করা হুকুম আমলে আসিবার সহায়তা করিতে কিছু কসুর কি গাফিলী করিলে তাহারা তাহার প্রতিফল পাওনের যোগ্য হইবার অর্থে ও সরকারের তরফহইতে কোন ডাক মোকরর্‌ না থাকিলেও থানাহইতে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের আদালতে ও ঐ আদালতহইতে থানাতে কাগজপত্র

পাঠান

পাঠান যাইতে পারে এ নিমিত্তে অন্য২ দাঁড়া নির্দ্দিষ্টকরা উপযুক্ত বোধ হইল একারণ শ্রীযুত বৈস্ প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিতব্য দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ঐ২ দাঁড়া কলিকাতার হুকুমের তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা।

এই ধারাতে দুই প্রকরণ ও এই আইনানুসারে সাবেক আইনের লিখিত কথা রদহওনের কথা লেখা যাইতেছে।

সাবেক আইনের লিখিত হুকুম রদহওনের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— জানা কর্ত্তব্য যে এই আইনানুসারে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২২ আইনের ৭ ও ৮ ও ৯ ও ১১ ও ১২ ও ১৩ ও ১৪ ও ১৫ ও ১৭ ও ১৮ ও ১৯ ও ২১ ধারা ও ১৭৯৩ সালের ২৯ আইনের ২০ ধারার ৭ প্রকরণ ও ১৭৯৩ সালের ৩১ আইনের ১০ ধারার ৭ প্রকরণ ও ১৭৯৫ সালের ১৭ আইনের ৭ ও ৮ ও ৯ ও ১১ ও ১২ ও ১৩ ও ১৪ ও ১৬ ও ১৭ ও ১৮ ও ১৯ ধারা ও ১৭৯৭ সালের ৪ আইনের ৯ ধারা ও ১৭৯৮ সালের ৪ আইনের ৬ ধারা ও ১৮০১ সালের ৬ আইনের ১১ ধারার ৩ প্রকরণ ও ১৮০৩ সালের ৩২ আইনের ৭ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৩৫ আইনের ৭ ও ৮ ও ৯ ও ১১ ও ১২ ও ১৩ ও ১৪ ও ১৫ ও ১৭ ও ১৮ ও ১৯ ও ২০ ও ২৫ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৩৭ আইনের ১০ ধারার ৭ প্রকরণ ও ১৮০৩ সালের ৪১ আইনের ৫ ও ৬ ধারা ও ১৮০৭ সালের ৯ আইনের ১২ ও ১৩ ও ১৫ ও ১৬ ও ১৭ ও ১৮ ধারা ও ১৮০৭ সালের ১৪ আইনের ৯ ও ১২ ধারা ও ১৮১০ সালের ১৭ আইনের ৬ ও ৭ ধারা ও ১৮১১ সালের ৭ আইনের ২ ও ৭ ধারা রদ ও রহিত হইল ইতি।

সাবেক আইনের লিখিত হুকুম রদহওনের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২২ আইনের ১০ ও ১৬ ধারাতে ও ১৭৯৫ সালের ১৭ আইনের ১০ ও ১৫ ধারাতে ও ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ৯ ধারাতে ও ১৮০০ সালের ৪ আইনের ৩ ধারাতে ও ১৮০৩ সালের ৩৫ আইনের ১০ ও ১৬ ধারাতে ও ১৮০৭ সালের ৯ আইনের ১৪ ধারাতে ও ১৮১১ সালের ১ আইনের ১১ ধারাতে পোলীসের দারোগা ও তাহারদিগের তাবে আমলাদিগের সম্পর্কীয় যে২ হুকুম লেখা গিয়াছে তাহাও রদ ও রহিত হইল ইতি।

৩ ধারা।

এই ধারাতে তিন প্রকরণ ও পোলীসের দারোগাদিগের মোকরর ও তগীর হইবার বিষয়ের হুকুম লেখা যাইতেছে।

পোলীসের দারোগা লোককে মোকরর্ ও তগীর করিবার ক্ষমতা যাহার

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ১৭ আইনের লিখনমতে পোলীসের কোতওয়াল ও দারোগা লোককে ও তাহারদিগের তাবে আমলাদিগ্‌কে মোকরর্ করিবার ও তাহারদিগ্‌কে এক থানাহইতে অন্য থানায় বদলী করিয়া পাঠাইবার ও তাহারদিগ্

হইতে

হইতে গাফিলী কিম্বা বিরুদ্ধ আচরণ হইলে কি তাহারদিগের অযোগ্যতা জানা গেলে তাহারদিগ্‌কে কর্ম্মহইতে স্থগিত কি তগীর করিবার ক্ষমতা এখনো জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের ও কোনং প্রকারেতে পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগের প্রতি থাকিল ইতি।

প্রতি থাকিল তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৫ আইনের ১২ ধারার লিখিত যে হুকুমের অনুসারে পোলীসের কোতওয়াল ও দারোগাদিগ্‌কে তাহারদিগের তাবে নায়েব ও জমাদার ও বরকন্দাজ লোককে ঠাহরাইবার ও তগীরকরণের ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছিল সে হুকুম এই ধারানুসারে রদ হইল ও ইহার পর পোলীসের কোতওয়াল কি দারোগা লোক তাহারদিগের তাবে কোন আমলার কর্ম্মস্থান খালী হইলে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হুকুম পাওনবিনা সেই কর্ম্মে মোকরর্ করিবার নিমিত্তে কোন জনকে আপনাহইতে স্থির করিতে পারিবেক না ইতি।

পোলীসের কোতওয়াল ও দারোগারা মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের হুকুম না পাইলে পোলীসের কোন কর্ম্মে মোকরর্ করিবার নিমিত্তে কোন ব্যক্তিকে ঠাহরাইতে ক্ষমতা না রাখিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের উচিত যে পোলীসের কর্ম্মে যখন যে আমলা মোকরর্ হয় তখন তাহাকে সে যে ভারে মোকরর্ হয় তাহার কথা ও সে আপন ভারের কর্ম্মকার্য্য চলিত আইনের মতে নির্ব্বাহ করিবার হুকুমসম্বলিত এক সনদ আপন দস্তখৎ ও আদালতের মোহরযুক্তে দেন্ ইতি।

মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব পোলীসের আমলাদিগ্‌কে সনদ দিবার কথা।

৪ ধারা।

এই ধারাতে ৪ চারি প্রকরণ ও পোলীসের থানার দারোগা লোকের ও তাহারদিগের তাবে অন্য আমলাদিগের দরজা অর্থাৎ পদের ও তাহারদিগের যেং কর্ম্ম করিতে হইবেক তাহার নিরূপণের কথা লেখা যাইতেছে।

১ প্রথম প্রকরণ।—পোলীসের থানার মুহরির ও জমাদার ও বরকন্দাজেরা পোলীসের থানার দারোগা লোকের হুকুমের তাবে থাকিবেক ও পোলীসের প্রত্যেক দারোগার কি অন্য যে কার্য্যকারকের প্রতি থানার ভার থাকে তাহার উচিত যে সে যে মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের তাবে হয় তাঁহার হজুরহইতে তাহার উপর যে সকল হুকুম হয় সে সমস্ত হুকুম মত কার্য্য করে ও আপন থানার অধিকারের সরহদ্দের মধ্যে কোন মন্দ ও দুষ্কর্ম্ম হইতে না দেয় ও পোলীসের মোতালক যে সকল বিষয় জানিতে পায় সে সমস্ত বিষয়ের বেওরা সমাচার মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবকে দেয় ও যথাসাধ্য সমস্ত লোককে অপরাধকরণহইতে নিবৃত্ত করে ও অপরাধিদিগ্‌কে সন্ধান করিয়া গ্রেপ্তার করে ও হুকুমনামা জারী করে ও সামান্যতঃ মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব যে সকল হুকুম করেন্ তাহার মত কার্য্য করে ও আর ২ যে সকল কর্ম্মের নিরূপণ চলিত আইনেতে হইয়াছে তাহার আঞ্জাম দিতে থাকে ইতি।

দারোগারদের কর্ম্মের নিরূপণের ও তাহারদিগের আপনং তাবে থানার আমলার প্রতি কর্ত্তৃত্ব থাকিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জানান যাইতেছে যে থানাতে মুহরির দ্বিতীয় দরজায় অর্থাৎ পদে গণনীয় হইবেক ও দারোগা থানাতে না থাকিলে এই আইনানুসারে দারোগার যে ক্ষমতা হইয়াছে সেই ক্ষমতা ঐ মুহরিরের হইবেক ও সে ঐ ক্ষমতামতে কার্য্য করিবেক বিশেষ রূপে

মুহরিরের পদের ও তাহার যেং কর্ম্ম করিতে হইবেক তাহার নিরূপণের কথা।

রূপে মুহরিরের প্রতি থানার কাগজপত্র সাবধানে রাখিতে ও দারোগার হুকুমের তাবে কৈফিয়ৎ ও রিপোর্ট ও আর২ কাগজপত্র লিখিবার ভার থাকিবেক ইতি।

জমাদারের পদের ও তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম কার্য্যের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—থানাতে জমাদার তৃতীয় দরজায় অর্থাৎ পদে গণনীয় হইবেক ও যে সময়ে দারোগা ও মুহরির থানাতে না থাকে তখন এই আইনানুসারে দারোগার যে ক্ষমতা হইয়াছে সেই ক্ষমতা ঐ জমাদারের হইবেক ও সে তাহার মতে কার্য্য করিবেক ও পোলীসের জমাদার লোক থানাতে কি ফাঁড়ীতে কি চৌকীতে ইহার যেখানে তৈনাৎ থাকে তাহারদিগের থানার দারোগার হুকুমমতে থানার মোতাল্লক কর্ম্মের আঞ্জাম করিতে হইবেক এবংঐ জমাদার লোকের কর্ত্তব্য যে এ বিষয়ের খবরদারী করে যে বরকন্দাজ লোক আপন২ চৌকীপহরাতে হাজির ওপ্রস্তুত থাকে ও তাহারদিগের হাতিয়ার ও আর২ সাজসরঞ্জাম দুরস্ত ও কর্ম্মের উপযুক্ত থাকে ও এ বিষয়েও মনোযোগ রাখে যে যে সকল কয়েদী ও মাল থানাতে আনা যায় যাবৎ সে সকল কয়েদী ও মাল তাহারদিগের থানার বরকন্দাজ লোকের নেগাহবানীতে থাকে তাবৎ অতিসাবধানে ও পুরা নেগাহবানীতে রাখা যায় ইতি।

পোলীসের আমলারদের পোলীসেরসু পরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগের ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্ ও আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবদিগের দেওয়া হুকুম আমলে আনিতে হইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের ১০ আইনের ৬ ও ৭ ধারার ও ১৮১০ সালের ১৬ আইনের ৮ ও ১১ ও ১২ ধারার ও ১৮১৬ সালের ১৭ আইনের ১১ ধারার লিখিত হুকুমমতে পোলীসের আমলা লোকের ইহা আবশ্যক যে তাহারা পোলীসের যে২ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের ও যে২ জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট্ ও আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের তাবে হয় তাঁহারদিগের দস্তখতী ও মোহরী হুকুমনামা জারীহওনের বিষয়ে সহায়তা ও সহকারিতা করে ও ঐ আমলা লোকের কর্ত্তব্য যে পোলীসের সুপরণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবেরা ও জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট্সাহেব ও আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা তাহারদিগের স্থানে যে সম্বাদবাদ তলব করেন্ তাহা তাঁহারদিগকে দেয় ও তাহারদিগের ইহাও কর্ত্তব্য যে পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব ও জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট্ ও আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা তাহারদিগের নামে সামান্যতঃ যে সকল হুকুম করেন্ সে সমস্ত হুকুমমতে কার্য্য করে ও যদি উপরের লিখনমত কার্য্য করিতে ত্রুটি ও গাফিলী করে তবে পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের হুকুম কি তাঁহার লেখা কৈফিয়ৎ মতে কিম্বা জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট্সাহেব কি আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হুকুমে বিবরিয়া লেখা এমত২ কসুরের শাস্তিহওনের নিমিত্তে যে সকল হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়া চলন আছে তাহার মতে জরীমানা দিবার কি আপন কর্ম্ম হইতে স্থগিত কি তগিরহওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

এই ধারাতে ২ দুই প্রকরণ ওপ্রতিথানাতে মোহর থাকিবার ও তাহা কর্ম্মে লাগাইবার ও পোলীসের বরকন্দাজ লোকের চাপরাস ও হাতিয়ার ও অন্য ২ সাজসরঞ্জামের বাবৎ হুকুম লেখা যাইতেছে।

১ প্রথম

ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সাল ২০ বিংশ আইন।

১ প্রথম প্রকরণ।—পোলীসের সমস্ত কোতওয়াল ও দারোগা লোকের কর্ত্তব্য যে হুঁশিয়ার নক্‌শামত এক ইঞ্চি পরিমাণ ঘেরের একং পিতলের মোহর আপনং স্থানে রাখে ও ঐ মোহরেতে কোতওয়ালী কিম্বা থানার নাম ও ঐ কোতওয়ালী কি থানা যে জিলা কি শহরের শামিল হয় তাহার নাম খোদা যাইবেক ইতি।

পোলীসের কোতওয়াল ও দারোগারা নিরূপিত নক্‌শামত একং মোহর আপন ২ স্থানে রাখিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—পোলীসের বরকন্দাজদিগের কর্ত্তব্য যে পোলীসের থানার নাম ও ঐ থানা যে জিলা কি শহরের মোতালক হয় তাহার নাম খোদা চাপরাস বান্ধে ও হাতিয়ারসকলের মধ্যে বল্লম ও তলওয়ার ও ঢাল কিম্বা বন্দূক ও তলওয়ার ও ঢাল অথবা বল্লম ও বন্দূক ইহার যাহা বিহিত হয় তাহা বান্ধে ও কর্ত্তব্য যে পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের মারফতে সদর নিজামতের সাহেবদিগের হুকুম করিয়া দেওনমত এক রকম পোশাক সমস্ত বরকন্দাজের হয় ইতি।

বরকন্দাজ লোকের চাপরাস ও হাতিয়ার ও পোশাকের কথা।

৬ ধারা।

এই ধারাতে ৪ চারি প্রকরণ ও পোলীসের যে আমলা লোক ঘাটীতে ও ফাঁড়ীতে ও চৌকীতে তৈনাৎ থাকে তাহারদিগকে যে ক্ষমতা দেওয়া গেল তাহার ও তাহারদিগের যেং কর্ম্ম করিতে হইবেক তাহার কথা লেখা যাইতেছে।

১ প্রথম প্রকরণ।—পোলীসের যেং আমলা ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারার লিখনানুসারে জিলা কি শহরের কোন মাজিস্ট্রেটসাহেবের হুকুমমতে থানার সরহদ্দের মধ্যের কোন চৌকীতে কি গ্রামে কিম্বা ঘাটে অথবা পথে কি অন্য স্থানে তৈনাৎ হয় তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে আপন ভারের কর্ম্ম নির্ব্বাহকরণেতে নীচের বেওরা করিয়া লেখা ও উপরের ধারার নিরূপণ করিয়া লেখা হুকুমের মতে কার্য্য করে ইতি।

ফাঁড়ীতে তৈনাৎ হওয়া পোলীসের আমলারা আপনং ভারের কর্ম্মের আঞ্জামকরণে যেং হুকুম মত কার্য্য করিবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—পোলীসের যে সকল জমাদার ও বরকন্দাজ ও অন্য আমলা ঘাটী ও ফাঁড়ীতে কিম্বা অন্য চৌকীতে তৈনাৎ হয় তাহারদিগের আবশ্যক যে তাহারা পোলীসের যে থানার মোতালক হয় সে থানার দারোগা কি অন্য কার্য্যকারকের হুকুমের তাবে থাকিয়া আপনং ভারের কর্ম্মকার্য্যের আঞ্জাম ও অপরাধের কর্ম্মহওনের নিবারণ ও অপরাধিদিগকে গ্রেফ্তারকরণে ও সামান্যতঃ বিরুদ্ধ ও দুষ্কর্ম্মহওনের নিবারণকরণেতে পূরা মনোযোগ রাখে ও পোলীসের মোতালক যে সকল বিষয়ের সমাচার ও খবর তাহারা পায় তাহা পোলীসের দারোগাকে দেয় ইতি।

ঘাটী ও ফাঁড়ী ও চৌকীতে তৈনাৎ হওয়া পোলীসের আমলাদিগেরপোলীসের দারোগার হুকুমের তাবে থাকিয়া আপনং কর্ম্মের আঞ্জাম করিতে হইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—এইধারানুসারে জানান যাইতেছে যে যে সকল লোককে মন্দ ও দুষ্কর্ম্ম করিতে দেখা যায় ও যাহারদিগের পিছেং লোকেরা শোরশার করিয়া ধায় ও যাহারদিগের নিকটহইতে লুঠের মাল বাহির হয় কিম্বা যাহারা ডাকাইতীকরণেতে মশহূর অর্থাৎ বিখ্যাত হওনপ্রযুক্ত ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের ৯ আইনের ৩ ধারামতে তাহারদিগের গ্রেফ্তারীর কারণ ইশ্‌তিহারনামা জারী হইয়া চলিত আইনের লিখিত হুকুম মতে গ্রেফ্তারকরণের যোগ্য হয় এবং অন্য যে সকল লুচ্চা লোকন্দরা ও দুষ্ট বোধহওয়া

ঐ আমলাদিগের মাজিস্ট্রেটসাহেবের কি দারোগাদিগের দস্তকবিনা নীচের লিখিতব্য অপরাধিকে গ্রেফ্তার করিবার ক্ষমতা থাকিবার কথা।

লোক স্পষ্টত আপনারদিগের গুজরাণের সংস্থান না রাখে ও আপনারদিগের আহওয়ালের বেওরা ঠিক্ বয়ান করিতে না পারে সেই সকল লোককে নালিশের আরজী দাখিল হওন ও দস্তক জারীহওনবিনা গ্রেপ্তার করিতে যে ক্ষমতা পোলীসের দারোগা লোককে দেওয়া গিয়াছে সেই প্রকারে সেই ক্ষমতা চৌকীওগয়রহেতে তৈনাৎথাকা পোলীসের আমলা লোককে দেওয়া গেল কিন্তু উপরের লিখিত প্রকার সেওয়ায় চৌকীওগয়রহেতে তৈনাৎথাকা পোলীসের আমলা কোন জনকে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুরহইতে দস্তক হওনবিনা কি তাহারা যে থানার দারোগার তাবে হয় তাহার হুকুম পাওনবিনা গ্রেপ্তার করিতে পারিবেক না ইতি।

গ্রেপ্তারহওয়া ব্যক্তির দিগ্‌কে থানাতে পাঠাইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—এই প্রকরণানুসারে জানান যাইতেছে যে যদি পোলীসের ঐ২ আমলা কোন জনকে গ্রেপ্তার করে তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে মোকদ্দমার বেওরা ও তাহাকে গ্রেপ্তারকরণের হেতু লিখিয়া এক সঙ্গে তাহারা যে থানার মোতালক হয় সেই থানায় পাঠাইয়া দিবেক ইতি।

৭ ধারা।

এই ধারাতে ৪ চারি প্রকরণ ও পোলীসের আমলা লোক আপন বিদায়ের দরখাস্তকরণের ও থানাহইতে সদর মোকামে বরকন্দাজ লোক পাঠান যাওনের মোতালক হুকুম লেখা যাইতেছে।

যাহারা পোলীসের আমলা লোকের এওজে কর্ম্মের আঞ্জাম করিবেক তাহারদিগের মোকরর্‌হওন ও মাহিয়ানা পাওনের বিষয়ের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি কোন দারোগা কি মুহরির কিম্বা জমাদার বিদায় হইবার দরখাস্ত করে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে তাহার এওজে যে ব্যক্তি পোলীসের কর্ম্মের আঞ্জাম করিতে পারে তাহার নাম মঞ্জুর হইবার নিমিত্তে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুরে লিখিয়া পাঠায় ও এ প্রকারে যে ব্যক্তি এওজী মোকরর্ হয় সে পোলীসের যে আমলার এওজে মোকরর্ হয় তাহার বিদায়ের মিয়াদ যত দিন হয় তত দিনপর্য্যন্ত তাহার সমুদয় মাহিয়ানা কিম্বা যে আন্দাজ মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের বিবেচনায় উপযুক্ত বোধ হয় তাহা পাইবেক ও যে বরকন্দাজেরা বিদায় হইবার মনস্থ করে তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে আপন আপন বিদায় হইবার দরখাস্ত পোলীসের দারোগাদিগের মারফতে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুরে গুজরায় ও যাহারা তাহারদিগের এওজে মোকরর্ হয় তাহারদিগের সমুদয় মাহিয়ানা কি যে আন্দাজ মাজিষ্ট্রেট্সাহেব উপযুক্ত ঠাহরান্ তাহা পাইবেক ও যদি কোন বরকন্দাজ বিদায়ের মিয়াদ গত হইলে পর পুনরায় থানায় হাজির না হয় তবে থানার দারোগার আবশ্যক যে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুরহইতে হুকুম হইবার নিমিত্তে তাহার সমাচার ঐ সাহেবকে দেয় ইতি।

বরকন্দাজেরদিগকে মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের আদালতে পাঠাইবার সময়ে তাহারদিগ্‌কে এক২ সর্টিফিকট দেওয়া যাইবার কথা।

২. দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি কোন বরকন্দাজকে থানাহইতে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের আদালতে পাঠাইতে হয় তবে পোলীসের জমাদারের কি অন্য যে কার্য্যকারকের হুকুমে রওয়ানা হয় তাহার আবশ্যক যে ঐ বরকন্দাজকে এই আইনের শেষের লিখিত ১ প্রথম নম্বরের নক্‌শামত এক সর্টিফিকট দেয় ও সেই সর্টিফিকটের নক্‌শার প্রথম ঘরে বরকন্দাজের

নাম

নাম ও দ্বিতীয় ঘরে মোকদ্দমার কথা ও তৃতীয় ঘরে থানাহইতে বরকন্দাজের রওয়ানাহ ওনের তারিখ ও সময় লেখা যাইবেক ইতি।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—ঐ বরকন্দাজ সদর মোকামে পঁহুছিলে পর তাহার কর্ত্তব্য যে অবিলম্বে ফৌজদারী আদালতের নাজিরের নিকটে যায় ও ঐ নাজিরের কর্ত্তব্য যে ঐ নকশার চতুর্থ ঘরে তাহার নিকটে ঐ বরকন্দাজ পঁহুছনের তারিখ ও সময় লিখে ও বরকন্দাজের থানাহইতে রওয়ানাহওনের তারিখ ও সদর মোকামে পঁহুছনের তারিখ মিলাইয়া দেখাতে যদি অকারণ কিছু বিলম্ব হইয়াছে জানা যায় তবে নাজিরের ইহার সমাচার মাজিষ্ট্রেট্সাহেবকে দিতে হইবেক ইতি।

বরকন্দাজ ঐ সর্টিফিকট ফৌজদারী আদালতের নাজিরের নিকটে উপস্থিত করিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—বরকন্দাজ সদর মোকামহইতে যাইবার পূর্ব্বে তাহার কর্ত্তব্য যে পুনরায় ফৌজদারী আদালতের নাজিরের নিকটে যায় পরে নাজির ঐ নকশার পঞ্চম ঘরে সদর মোকামহইতে ঐ বরকন্দাজের যাইবার তারিখ ও সময় লিখিবেক ও ঐ বরকন্দাজ থানায় পঁহুছিয়া তাহার স্থানে থাকা ঐ সর্টিফিকট থানার দারোগা কি মুহরির কি জমাদারকে দিবেক ও যদি এমত বোধ হয় যে ঐ বরকন্দাজ পথের মধ্যে অকারণ বিলম্ব করিয়াছে তবে ইহার সমাচারো মাজিষ্ট্রেট্সাহেবকে হুকুম হইবার কারণ দেওয়া যাইবেক ইতি।

বরকন্দাজদিগের সদর মোকামহইতে যাইবার পূর্ব্বে যাহা করিতে হইবে তাহার কথা।

৮ ধারা।

এই ধারাতে ১৫ পনের প্রকরণ ও থানার মোতালক কাগজপত্র থানার সিরিশ্তাতে সাবধানে রাখিবার হুকুম লেখা যাইতেছে।

১ প্রথম প্রকরণ।—পোলীসের দারোগা ও মুহরিরদিগের কর্ত্তব্য যে সরাকরী যেং আইন থানাতে পাঠান যায় তাহা থানার মোতালক অন্যং কাগজহইতে আলাহিদা করিয়া জেল্দবন্দী করিয়া অতিসাবধানে রাখে এবং ঐ দারোগা ও মুহরিরদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ সকল আইন বড় শব্দ ও স্পষ্ট করিয়া পড়ে যে তাহার মজমুন ছোট বড় সমস্ত লোক জ্ঞাত হয় ও আইনের হুকুম আপনারা যত পারে জারী করে ইতি।

পোলীসের দারোগা ও মুহরিরদিগের সরকারী আইন সাবধানে রাখিয়া তাহার হুকুম জারী করিতে হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—এই ধারাতে নীচের প্রকরণের বয়ান করিয়া লেখা রেজিষ্টরী বহী ও অন্যং বহী প্রতিথানাতে সুন্দররূপে ও দুরস্ত করিয়া লেখা যাইবেক ও পোলীসের দারোগা ও মুহরিরদিগের আবশ্যক যে আপনারা কর্ম্মে মোকরর্ হইয়া থানার মোতালক সমস্ত কাগজপত্র দেখে ও আপনং কর্ম্মেতে দখল পাওনের পর দশ দিনের মধ্যে ঐ সকল কাগজের আহওয়ালের বেওরা মাজিষ্ট্রেট্সাহেবকে জানায় এবং পোলীসের থানার প্রত্যেক দারোগার কিম্বা মুহরিরের আবশ্যক যে পোলীসের কাগজপত্র তাহার জিম্মা হইলে পর ঐ সকল কাগজের ফিরিস্তিতে আপন দস্তখৎ করে ও পোলীসের সাবেক যে কার্য্যকারকের স্থানে দারোগা কি মুহরির ঐ সকল কাগজ পায় তাহারো দস্তখৎ ঐ ফিরিস্তিতে হইবেক ও ফিরিস্তি ঐ দুই জনের দস্তখৎযুক্তে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুরে পাঠান

থানার কাগজপত্র ও বহী সাবধানে রাখা যাইবার হুকুমের কথা।

পাঠান যাইবেক ও ঐ ফিরিস্তির এক নকল ঐ দুই জনের দস্তখৎযুক্তে থানার সিরিশ্‌তায় থাকিবেক ও মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের ও আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগের ও জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যে২ সময়ে তাঁহারদিগের থানায় যাওয়া ঘটে কিম্বা অন্য গতিক পান সেই২ সময়ে সর্ব্বদা থানার কাগজপত্র দৃষ্টি করেন্ ও ঐ সকল কাগজ দুরস্ত ও সমপূর্ণ না থাকিলে কিম্বা তাহা সাবধানে রাখণের বিষয়ে কিছু গাফিলী ও শৈথিল্য হইয়া থাকিলে পোলীসের দারোগা কি থানার মুহুরির ইহার যাহাহইতে এমত কসুর হইয়া থাকে সে আপন কর্ম্মহইতে তগীরহওনের ও কসুরের মত জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

দারোগাদিগের নিকটে রোজনামার নিমিত্তে সাদা বহী পাঠাইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—পোলীসের দারোগাদিগের নিকটে এক২ শত সফার অর্থাৎ পৃষ্ঠের রোজনামার সাদা বহী তাহার প্রতিপৃষ্ঠার শিরে নম্বর দাগ ও মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের আসিষ্টাণ্টসাহেবের কি সিরিশ্‌তাদারের কিম্বা অন্য প্রধান আমলার দস্তখৎ কি নিশানী করা গিয়া পাঠান যাইবেক ইতি।

রোজরোজের খবর রোজনামার বহীতে লেখা যাইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—পোলীসের দারোগারা যে দিনে যে খবর পায় সেই দিনে তাহা রোজনামার বহীতে লিখিবেক ও কোন দিনে কোন খবর না পাইলে তাহারো প্রসঙ্গ লিখিতে হইবেক ইতি।

অপরাধিরা ধরা পড়িলে রোজনামার বহীতে যাহা২ লেখা যাইবেক তাহার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—পোলীসের দারোগাদিগের আবশ্যক যে আপন২ রোজনামার বহীতে যে সকল লোক ধরা পড়ে সে সমস্ত লোকের নাম ও ঐ সকল লোকের উপর যে২ অপরাধ ও কসুরকরণের তহমৎ হইয়া থাকে তাহার কথা এবং তাহারদিগের ধরা পড়িবার তারিখ ও তাহারদিগকে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে চালানকরণের তারিখ লিখে ইতি।

রোজনামার বহীতে দরখাস্তের খোলাসাইত্যাদি লিখিবার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—পোলীসের দারোগাদিগের নিকটে যে২ দরখাস্ত ও যে২ নালিশের আরজী গুজরে কি যে২ সম্বাদ পঁহুছে তাহার লিখিত বিষয়ের তজবীজ করিতে পোলীসের থানার এদেশীয় দারোগারা ক্ষমতা রাখে বা না রাখে তাহারো খোলাসা অর্থাৎ চুম্বক কথা রোজনামার বহীতে লেখা যাইবেক ও যদি ইহা তহকীক জানা যায় যে দারোগা কোন কি কোন২ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া কিম্বা কোন হুকুম করিয়া অথবা আপন ভারের মোতালক কোন কর্ম্ম করিয়া তাহার কথা প্রকৃতপ্রস্তাবে রোজনামার বহীতে লিখে নাহি কিম্বা জানিয়া শুনিয়া কোন খবরের কথা লিখিতে ছাড়িয়া দিয়াছে তবে আপন কর্ম্ম হইতে তগীরহওনের কিম্বা তাহার কসুরের মত অন্য যে প্রতিফল চলিত আইনের মতে উপযুক্ত হয় তাহা পাওনের যোগ্য বোধ হইবেক ইতি।

রোজনামার লিখিত প্রত্যেক খবরের তলে দস্তখৎ করিবার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—প্রত্যেক খবরের কথার তলে তাহা রোজনামার বহীতে লেখা হইলে পর যে ব্যক্তি তাহা লিখে সে আপন দস্তখৎ করিবেক ইতি।

মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরহইতে দারোগাদিগের নিকটে রোজনামার সাদা

৮ অষ্টম প্রকরণ।—পোলীসের থানার দারোগার কি অন্য যে কার্য্যকারকের প্রতি থানার মোতালক কর্ম্ম চালাইবার ভার থাকে তাহার আবশ্যক যে ঐ বহীর কাগজ ফুরাইবার এক মাস পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে এত্তেলা দেয় যে অবিলম্বে অন্য সাদা

বহী

বহী মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরহইতে তাহাকে দেওয়া যায় ও পূর্ব্বের যে বহী সমাপ্ত হইয়া থাকে তাহা থানার সিরিশ্‌তার কাগজের শামিলে সাবধানে রাখা যাইবেক ইতি।

বহী পাঠান যাইবার কথা।

৯ নবম প্রকরণ।—যে সকল আরজী ও থানার কৈফিয়ৎ ও রিপোর্ট ও রিটরণ থানাহইতে পোলীসের আমলারা মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে পাঠায় তাহার এক নকল বহী থানার সিরিশ্‌তায় থাকিবেক ইতি।

কৈফিয়ৎওগয়রহের নকল লিখিবার এক বহী রাখিবার কথা।

১০ দশম প্রকরণ।—মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের আদালতহইতে থানার দারোগার নামে হওয়া সমস্ত পরওয়ানা ও অন্যং প্রকার হুকুমের নকল লিখিবার নিমিত্তে এক বহী থানার সিরিশ্‌তায় থাকিবেক ইতি।

থানার সিরিশ্‌তায় সমস্ত পরওয়ানাআদির নকল লিখিবার এক বহী রাখিবার কথা।

১১ একাদশ প্রকরণ।—থানাহইতে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের আদালতে চালানহওয়া সকল কয়েদী ও মালের সমস্ত চালানের নকল লিখিবার নিমিত্তে এক বহী এই আইনের শেষের লিখিত ২ দ্বিতীয় ও ৩ তৃতীয় নম্বরের নক্‌শামতে তৈয়ার হইয়া থানার সিরিশ্‌তায় থাকিবেক ইতি।

মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের আদালতে চালানহওয়া কয়েদীওগয়রহের চালানের নকল লিখিবার এক বহী থানার সিরিশ্‌তায় রাখিবার কথা।

১২ দ্বাদশ প্রকরণ।—থানার এলাকার অর্থাৎ অধিকারের মধ্যে প্রতিমাসে যত ডাকাইতী ও অন্য ভারিং অপরাধের কর্ম্ম হয় তাহার কথা লিখিবার এক রেজিষ্টরী বহী এই আইনের শেষের লিখিত ৪ চতুর্থ নম্বরের নক্‌শামতে তৈয়ার হইয়া থানার সিরিশ্‌তায় থাকিবেক ইতি।

ডাকাইতীওগয়রহ হওনের কথা লিখিবার এক রেজিষ্টরী বহী থানার সিরিশ্‌তায় রাখিবার কথা।

১৩ ত্রয়োদশ প্রকরণ।—চুরী যাওয়া মালআমওয়ালের যে সকল ফিরিস্তি ফরিয়াদীরা কি অন্যং লোক থানাতে দাখিল করে সে সমস্ত ফিরিস্তির নকল লিখিবার নিমিত্তে এক বহী থানার সিরিশ্‌তায় থাকিবেক ইতি।

চুরীর মালআমওয়ালের ফিরিস্তির নকল লিখিবার এক বহী থানার সিরিশ্‌তায় রাখিবার কথা।

১৪ চতুর্দ্দশ প্রকরণ।—যে সকল অপরাধী মশহুর অর্থাৎ বিখ্যাত কিম্বা জেলখানা হইতে কি অন্য স্থানহইতে পলাইয়া ধরা পড়ে নাহি ও তাহারদিগকে গ্রেপ্তার করিবার নিমিত্তে পোলীসের দারোগাদিগের নামে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরহইতে হুকুম হইয়া থাকে সে সমস্ত অপরাধির নাম লিখিবার এক রেজিষ্টরী বহী এই আইনের শেষের লিখিত ৫ পঞ্চম নম্বরের নক্‌শামতে তৈয়ার হইয়া থানার সিরিশ্‌তায় থাকিবেক ইতি।

অপরাধিদিগের নাম আদি লিখিবার এক রেজিষ্টরী বহী থানার সিরিশ্‌তায় রাখিবার কথা।

১৫ পঞ্চদশ প্রকরণ।—থানার সরহদ্দের মধ্যে যত গ্রাম থাকে তাহার নাম ও গ্রাম সকলের ভূম্যধিকারিদিগের ও চৌকীদারদিগের নাম লিখিবার এক ফিরিস্তি এই আইনের শেষের লিখিত ৬ ষষ্ঠ নম্বরের নক্‌শামতে তৈয়ার হইয়া থানার সিরিশ্‌তায় থাকিবেক ইতি।

গ্রামাদির নামের এক ফিরিস্তি থানার সিরিশ্‌তায় রাখিবার কথা।

৯ ধারা।

এই ধারাতে ১৮ আঠার প্রকরণ ও পোলীসের দারোগারা মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে

ও পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের হজুরে যেং রিটরণ ও রিপোর্ট ও আরং কৈফিয়ৎ পাঠাইবেক তাহার মোতালক হুকুম লেখা যাইতেছে।

এই প্রকরণের লিখিত বহীর খোলাসা কৈফিয়ৎ মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে পাঠাইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—পোলীসের দারোগাদিগের আবশ্যক যে এখনপর্য্যন্ত যে সলাহিয়তের বহী তৈয়ার হইতেছে তাহার বদলে এক খোলাসা অর্থাৎ সংক্ষেপ কৈফিয়ৎ রোজনামার বহীহইতে ঐ বহীর মজমুনমতে করিয়া এবং ডাকাইতী ও অন্য ভারিং অপরাধের কথাসম্বলিত এক খোলাসা কৈফিয়ৎ রেজিষ্টরী বহীহইতে তাহার মজমুনমতে এই আইনের শেষের লিখিত ৪ চতুর্থ নম্বরের শরওয়ামতে তৈয়ার করিয়া প্রতিমাসের ৫ তারিখে কিম্বা তাহার পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেয় ইতি।

দারোগাদিগের আপনং থানার আমলাদিগের ইসমনবিসীর ফর্দ্দ মাহওয়ারী কৈফিয়তের সঙ্গে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে পাঠাইতে হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— পোলীসের দারোগাদিগের কর্ত্তব্য যে উপরের লিখিত মাহওয়ারী কৈফিয়তের সঙ্গে আপনং থানার যে সকল আমলা সরকারহইতে গত মাসের মাহিয়ানা পাইতে পারে তাহারদিগের এক ইসমনবিসীর ফর্দ্দ এই আইনের শেষের লিখিত ৭ সপ্তম নম্বরের নক্‌শামতে তৈয়ার করিয়া থানার এক বরকন্দাজের মারফৎ মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেয় ও ঐ বরকন্দাজের কর্ত্তব্য যে ঐ ইসমনবিসীর ফর্দ্দ ফৌজদারী আদালতের খাজাঞ্চীর স্থানে দেয় ও ঐ মাহিয়ানার টাকা পাইলে পর তাহা থানার দারোগা কি অন্য যে কার্য্যকারকের প্রতি থানার কর্ম্ম চালাইবার ভার থাকে তাহাকে পঁহুছিয়া দেয় ও ঐ দারোগা কি উপরের উক্ত অন্য কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য যে আমলাদিগকে মাহিয়ানা বাঁটিয়া দিয়া আপন রসীদসমেত প্রত্যেকের রসীদ এক ফর্দ্দ কাগজে উপরের লিখিত নম্বরের নক্‌শামতে তৈয়ার করিয়া মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেয় যে ঐ সাহেবের আদালতের সিরিশ্‌তাতে রাখা যায় ইতি।

দারোগারা যেং হুকুমমতে মাহওয়ারী কৈফিয়ৎ তৈয়ার করিবেক তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—পোলীসের দারোগাদিগের আবশ্যক যে এই আইনের শেষের লিখিত ৪ চতুর্থ নম্বরের নক্‌শামতে ভারিং অপরাধের কথাসম্বলিত মাহওয়ারী কৈফিয়ৎ নীচের লিখিত হুকুমের মতে তৈয়ার করে ইতি।

জ্ঞানকৃত বধের কথা অন্যং বধের কথাহইতে পৃথক্ করিয়া লিখিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—পোলীসের দারোগাদিগের কর্ত্তব্য যে উপরের লিখিত কৈফিয়তে জ্ঞানকৃত বধের কথা আরং প্রকার বধের কথাহইতে প্রভেদ করিয়া লিখে ও তাহারদিগের ইহাও কর্ত্তব্য যে সিন্ধদেওনের কি রাহাজানীকরণের সময়ব্যতিরেকে হওয়া জ্ঞানকৃত বধের প্রকারের কথা ঐ কৈফিয়তের ৫ দফাতে লিখে ও হঙ্গামার সময়ে হওয়া বধের কথা সেওয়ায় আরং প্রকার বধের প্রকারের কথা ঐ কৈফিয়তের ১১ দফাতে লিখে ইতি।

কৈফিয়তের যে দফাতে অঙ্গক্ষতআদির প্রকারের কথা লেখা যাইবেক তাহার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ—পোলীসের দারোগাদিগের কর্ত্তব্য যে রাহাজানীর কিম্বা সিন্ধদেওনের অথবা হঙ্গামার সময়ব্যতিরেকে দ্বেষ ও শত্রুতাপ্রযুক্ত করা অঙ্গক্ষত কিম্বা শারীরিক অন্য অতিহানির প্রকারে সকলের কথা ঐ কৈফিয়তের ৬ দফাতে লিখে ইতি।

হঙ্গামা ও ফসাদের প্রকারের কথা কৈফিয়

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।— যে সকল হঙ্গামা ও ফসাদে অর্থাৎ বিবাদবিরোধে অনেক লোক জমা হয় কিম্বা তাহাতে কোন ব্যক্তি খুন কি জখমী হয় সে সকল হঙ্গামা ও ফসাদের

প্রকারের

প্রকারের কথা ঐ কৈফিয়তের ১২ দফাতে লেখা যাইবেক ও দুই তিন জন লোকেতে ঝকড়া দ্বন্দ্বহওয়াতে শরীরের হানিহওনব্যতিরেকে যে মারিপীট কি টানাটানি হয় তাহার মোকদ্দমার কথা ঐ দফাতে লিখিবার আবশ্যক হইবেক না ইতি।

তের যে দফাতে লেখা যাইবেক তাহার কথা।

ঐ দফাতে মারিপীটের মোকদ্দমার কথা না লেখা যাইবার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—যদি কোন ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা চুরী করিবার মনস্থে রাত্রিতে কিম্বা দিবসে পাথরের কি ইটের কিম্বা মাটির কি কাষ্ঠের অথবা খড়ইত্যাদির ঘর কিম্বা ডেরা কি নৌকা কি গোলা ঘর কি গুদাম কি লোকদিগের বাসকরণের কি দ্রব্যজাত রাখিবার অন্য স্থান কাটিয়া কি তাহাতে সিন্ধ দিয়া কিম্বা অন্য প্রকারে ভাঙ্গিয়া তাহার মধ্যেপ্রবেশ করে কি করিতে উদ্যত হয় ও ঐ চুরীতে কি তাহা করিতে উদ্যতহওয়াতে কোন দ্রব্য লুঠা যায় বা না যায় তবে তাহার কথা ঐ কৈফিয়তের ১৩ ও ১৪ দফাতে লেখা যাইবেক ইতি।

ঐ কৈফিয়তের ১৩ ও ১৪ দফাতে চুরীর মনস্থে দিবা কি রাত্রে ঘরআদিতে প্রবেশ করণের প্রকারের কথা লেখা যাইবার কথা।

৮ অষ্টম প্রকরণ।—চুরীর মাল লওনের কি বিক্রয়করণের কি ছাপাইয়া রাখণের কিম্বা তাহা গলাইবার প্রকারের কথা ঐ কৈফিয়তের ১৭ দফাতে লেখা যাইবেক ইতি।

চুরীর মাল লওনের কথা যে দফাতে লেখা যাইবেক তাহার কথা।

৯ নবম প্রকরণ।—দ্বেষ ও বিপক্ষতা করিয়া ঘর কি দ্রব্যজাত পোড়াইবার প্রকারের কথা ঐ কৈফিয়তের ১৮ দফাতে লেখা যাইবেক ও দারোগার কর্ত্তব্য নহে যে দৈবাৎ ঘর কি দ্রব্যজাত পুড়িয়া যাওনের বৃত্তান্ত ঐ দফাতে লিখে ইতি।

ঘর পোড়াইবার কথা লেখা যাইবার দফার ও তাহাতে দৈবাৎ ঘর পুড়িবার কথা না লেখা যাইবার কথা।

১০ দশম প্রকরণ।—দারোগাদিগের কর্ত্তব্য যে প্রাণিবধের সমস্ত প্রকার এতাবতা যে২ প্রকারেতে এমত বোধ হয় যে মৃত ব্যক্তি আপন ইচ্ছা ও ক্রিয়াদ্বারা মরিয়াছে ও তাহার আর কোন হেতু বোধ হয় না তাহার কথা ঐ কৈফিয়তের ২০ দফাতে লিখে ইতি।

প্রাণিবধের কথা যে দফাতে লেখা যাইবেক তাহার কথা।

১১ একাদশ প্রকরণ।—দারোগাদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ কৈফিয়তে ভারী২ যে অপরাধের কর্ম্মহওনের সম্বাদ পায় সেই২ অপরাধের অপরাধি লোক ধরা পড়িয়া থাকে বা না থাকে তাহার কথা লিখে ও ঐ কৈফিয়তের নকৃশার ৩ তৃতীয় ঘরে ইহা প্রভেদ করিয়া লিখে যে ঐ অপরাধিরা অপরাধের কর্ম্ম করিতে উদ্যত হইয়াও আপনারদিগের মতলব হাসিল করিতে পারে নাহি ও যে২ অপরাধের কর্ম্ম করা সারা হইয়া থাকে তাহার কথা কেবল ঐ কৈফিয়তের নকৃশার ২ দ্বিতীয় ঘরে লেখা যাইবেক ইতি।

ভারি২ সমস্ত অপরাধের কথা তাহার অপরাধিরা ধরা পড়িয়া থাকে বা না থাকে ঐ কৈফিয়তে লেখা যাইবার কথা।

১২ দ্বাদশ প্রকরণ।—পোলীসের প্রত্যেক থানার দারোগার কর্ত্তব্য যে অপরাধ ও কসুরের মাহওয়ারী কৈফিয়ৎ এই আইনের শেষের লিখিত ৪ চতুর্থ নম্বরের নকৃশামতে তৈয়ার করিয়া এলাকা বুঝিয়া পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের নিকট প্রতিমাসের ৫ তারিখে কি তাহার পুর্ব্বে পাঠাইয়া দেয় ইতি।

৪ নম্বরের নকৃশামতে মাহওয়ারী কৈফিয়ৎ তৈয়ার করিয়া সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের হজুরে পাঠাইবার কথা।

১৩ ত্রয়োদশ প্রকরণ।—জানান যাইতেছে যে পোলীসের আমলারা যে সকল কৈফিয়ৎ ও রিটরণ মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের হজুরে পাঠায় তাহা পড়া যাওনের যোগ্য পরিষ্কার ও স্পষ্ট অক্ষরে লেখা যাইবেক ও প্রতিরিপোর্ট ও কৈফিয়তের তলে তাহা পাঠান যাওনের তারিখ সেই২ অঞ্চলের চলিত সনের সহিত লেখা যাইবেক এবং পোলীসের যে

কৈফিয়ৎ লিখিবার ও তাহাতে তারিখ লিখিবার বাবৎ হকুমের কথা।

কার্য্যকারক

কার্য্যকারক তাহা লিখিবেক তাহার দস্তখৎ ও থানার মোহর হইবেক ও পোলীসের আমলার সমক্ষে যে সকল জোবানবন্দী হয় ও যে সকল তহকীকের কথা লেখা যায় তাহার শিরনামাতে রোজ ও তারিখ ও সে থানার অধিকারের চলিত সন লেখা যাইবেক ইতি।

ফৌজদারী আদালতে কাগজ পত্রপাঠাইবার সময়ে যেং হুকুমমত কার্য্য করা যাইবেক তাহার কথা।

১৪ চতুর্দ্দশ প্রকরণ।—পোলীসের আমলাদিগের কর্ত্তব্য যে ফৌজদারী আদালতে যে সকল কাগজ পাঠায় তাহার ফর্দ্দ জমাইয়া সূতা দিয়া গাঁথিয়া ও তাহার উপরে গালার মোহর করিয়া মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেয় ও প্রত্যেক মোকদ্দমার রোয়দাদ আলাহিদা করিয়া লেফাফা করিয়া তাহার উপরে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের নাম ও যে থানাহইতে পাঠান যায় সে থানার নাম লেখা যাইবেক ইতি।

হুকুমনামাতে তাহার লিখিত হুকুম ও অন্যং কথামত কার্য্য করিবার কারণ দেওয়া মিয়াদের নিরূপণ করিবার কথা।

১৫ পঞ্চদশ প্রকরণ।—মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবেরা পোলীসের আমলাদিগের নামে যেং হুকুমনামা কি পরওয়ানা পাঠাইবেন তাহার প্রতিহুকুমনামা কি পরওয়ানাতে তাহার লিখিত হুকুম ও কথামত কার্য্য করিবার ও ফৌজদারী আদালতে তাহার রিটরণ পাঠাইবার মিয়াদের নিরূপণ লিখিয়া দিবেন ইতি।

মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হুকুমনামার রিটরণ লেখা যাইবার মতের কথা।

১৬ ষোড়শ প্রকরণ।—পোলীসের দারোগাদিগের কর্ত্তব্য যে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরহইতে হওয়া হুকুমনামা ও পরওয়ানার রিটরণ ও ইশ্‌তিহারনামা জারীহওনের কথাসম্বলিত সর্টিফিকট হুকুমনামা ও পরওয়ানার পিঠে কাগজের পরিসরমতে লিখিয়া মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেয় ও যদি ঐ রিটরণের মজমুন পিঠে লেখা হইতে না পারিবার মত বাহুল্য হয় তবে আলাহিদা কাগজে লেখা গিয়া আসল হুকুমনামা কি পরওয়ানার শামিলে রাখা যাইবেক ও ঐ রিটরণের এক নকল এই আইনের ৮ ধারার ৯ প্রকরণের নিরূপণ করিয়া লেখা রেজিষ্টরী বহীতে লেখা যাইবেক ইতি।

হুকুমনামার হুকুম মত কার্য্য হইতে বিলম্ব হইলে সেই বিলম্বের কারণ মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে এত্তেলা করিবার কথা।

১৭ সপ্তদশ প্রকরণ।—পোলীসের আমলাদিগের কর্ত্তব্য যে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরহইতে যে সকল হুকুম তাহারদিগের নামে হয় যথাসাধ্য সে সকল হুকুম হুকুমনামা কি পরওয়ানার নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে আমলে আনে ও যদি নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে সমুদয় আমলে আনিতে না পারে তবে ঐ মিয়াদ অতীত হইলে পর এক রিপোর্টে বিলম্বহওনের হেতু ও যে মিয়াদের মধ্যে পূরা রিটরণ পাঠান যাইবেক তাহার এত্তেলার কথা লিখিয়া মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেয় ও আসল হুকুমনামা ও পরওয়ানা তাহার লিখিত সমুদয় হুকুম আমলে আইলে ও তাহার পিঠে সম্পূর্ণ রিটরণ লেখা গেলে পর পুনরায় মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের আদালতে পাঠান যাইবেক ইতি।

রিটরণ ও অন্যং কৈফিয়ৎ সংক্ষেপে লিখিবার কথা।

১৮ অষ্টাদশ প্রকরণ।—দারোগা ও মুহরিরেরা সমস্ত কৈফিয়ৎ ও রিটরণ সংক্ষেপ কথায় লিখিবেক ও ঐ রিটরণের মধ্যে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হুকুমের প্রসঙ্গকরণের স্থানে বজিনিস হুকুম না লিখিয়া কেবল মোকদ্দমার প্রকারের কথা ও পরওয়ানার তারিখ আপনং রিপোর্ট ও রিটরণেতে লিখিবেক ইতি।

১০ ধারা।

১০ ধারা।

এই ধারাতে ৮ আট প্রকরণ ও ডাকের ও সরকারী কাগজপত্র অতিশীঘ্র ফৌজদারী আদালতহইতে থানাতে ও থানাহইতে ফৌজদারী আদালতে পাঠান যাওনের মোতালক হুকুম লেখা যাইতেছে।

১ প্রথম প্রকরণ।—মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের হজুরহইতে পোলীসের থানার দারোগাদিগের নিকটে ও পোলীসের থানার দারোগাদিগের নিকটহইতে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের হজুরে লিখনপত্র পাঠান যাইবার এবং মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবেরা আপন২ অধিকারের সরহদ্দের মধ্যে যে সকল অপরাধের কর্ম্ম হয় তাহার সমাচার অতিশীঘ্র পাইবার এবং যে সকল লোক মোকদ্দমার তজবীজ করা সারা না হওনপর্য্যন্ত মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের হজুরে কিম্বা পোলীসের আমলাদিগের নিকটে কয়েদ থাকে তাহারা আবশ্যকবিনা কয়েদ না থাকিবার নিমিত্তে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের ও পোলীসের এ দেশীয় আমলাদিগের কর্ত্তব্য যে যথাসাধ্য নীচের বেওরা করিয়া লেখা হুকুমের মতে কার্য্য করেন্ ইতি।

মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের ও পোলীসের আমলাদিগের মধ্যেতে লিখনপত্র পাঠাইবার শৃংখলা হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জানান যাইতেছে যে ডাক মারফৎ ফৌজদারী আদালতহইতে পোলীসের দারোগাদিগের নিকটে পরওয়ানা ও থানাহইতে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের হজুরে রিপোর্ট পঁহুছাইবার ও তাহা যত শীঘ্র হইতে পারে ফৌজদারী আদালতহইতে থানাতে ও থানাহইতে ফৌজদারী আদালতে পাঠান যাওনের জওয়াব দিবার দায় ফৌজদারী আদালতের নাজিরদিগের শিরে ও থানার মুহরিরদিগের শিরে থাকিবেক ও তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে ইহাতে যে বিলম্ব হয় তাহার কারণের কথা মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে এত্তেলা করে ইতি।

পরওয়ানা ও অন্য২ কাগজ পঁহুছাইবার ভার যাহার প্রতি থাকিবেক তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব আপন অধিকারের পোলীসের আমলার নামে যে২ হুকুমনামা দেন্ তাহা ও থানার দারোগারা যে২ কৈফিয়ৎ পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের হজুরে কি মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের হজুরে পাঠাইবেক তাহা সাধ্যমতে সরকারী ডাকমারফৎ পাঠান যাইবেক ও সরকারী ডাকের সমস্ত কার্য্যকারকদিগের কর্ত্তব্য যে এমত লিখনপত্রের লেফাফার উপর তাহা সরকারী কর্ম্মের বাবৎ বটে ইহা জানা যাইবার নিমিত্তে সরকারের যে কার্য্যকারক তাহা পাঠায় তাহার নাম ও সরকারের কর্ম্মের জিগির লেখা থাকিলে সে লিখনপত্র ও হুকুমনামা বিনামাসুলে লইয়া পাঠাইয়া দেয় ইতি।

ডাকের কার্য্যকারকের সরকারী কর্ম্মের বাবৎ কৈফিয়ৎ ও হুকুমের কাগজ বিনামাসুলে লইয়া পাঠাইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যদি কোন দারোগার থানার মোকাম ডাক যাইবার পথহইতে দূরে থাকে তবে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে আপন২ পোলীসের আমলার দ্বারা এক থানা ও অন্য থানার মধ্যে কিম্বা এক থানা ও আদালতের মোকামের মধ্যেতে পাঁচ ক্রোশহইতে অধিক না হয় এমত উপযুক্ত অন্তরে ডাকের চৌকী বসান ও ভূমির অধিকারী ও ইজারদারদিগের ও তাহারদিগের নায়েব ও সরবরাহকারদিগের উপর এমত

ডাকের আড্ডা মোকরর্ হইবার কথা।

 হুকুম

জমীদারআদিরা ডাকের কর্ম্ম চালাইবার কারণ পাইক ও পেয়াদা লোক মোকরর্ করিবার কথা।

হুকুম দেন্ যে এ কর্ম্ম চলিবার নিমিত্তে আপনারদিগের চাকর পাইক ও পেয়াদা যত জন সেখানে ভূমির অধিকারী ও ইজারদারদিগের ও নায়েবআদির আবশ্যক যে সেখানে এমত এক ঘর বান্ধে যে তাহাতে সময়শিরে অবিলম্বে পাইক কি পেয়াদা লোক পাওয়া যায় ও গ্রামের বাশিন্দা লোকের মধ্যে এক জন মণ্ডল কি পাটওয়ারী কিম্বা অন্য ব্যক্তি ইহাতে নিযুক্ত হইবেক ও তাহার আবশ্যক হইবেক যে রিপোর্টের কাগজপত্র লইয়া তৎক্ষণাৎ রওয়ানা করে ও এক কৈফিয়ৎ এই আইনের শেষের লিখিত ৮ নম্বরের নক্শা মতে তৈয়ার হইয়া প্রতিথানাতে থাকিবেক ও প্রত্যেক দারোগার আবশ্যক হইবেক যে আপন ভারে দখলপাওনের পরে ঐ কৈফিয়ৎ আপন থানার সিরিশ্তার অন্য২ কাগজের শামিলে আছে কি না ইহা তহকীক করে ও এ বিষয়ের তহকীক করে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের পরওয়ানা থানাতে ও রিপোর্ট ও কৈফিয়ৎ থানাহইতে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের আদালতে পঁহুছাইবার কারণ ডাক মোকরর্ ও দুরস্ত আছে কি না ও ভূমির অধিকারী ও ইজারদার লোকের ও তাহারদিগের নায়েব ও সরবরাহ্কারদিগের তরফহইতে ডাকের আড্ডাতে পেয়াদা ও পাইক লোক বরওক্ত হাজির থাকে কি না ইতি।

এই প্রকরণের লিখিত জমীদারপ্রভৃতির কসুর ও গাফিলী হইলে যে প্রতিফল হইবেক তাহার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—উপরের লিখিত হুকুমের মতে কার্য্য হইবার জওয়াব দিবার দায় জমীদারদিগের ও ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগের ও তাহারদিগের নায়েব ও সরবরাহকারদিগের ও গ্রামের মণ্ডলদিগের শিরে থাকিবেক ও যদি মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হুজুরে ইহা সাবুদ হয় যে ঐ সকল লোক এ বিষয়ে জানিয়া শুনিয়া কসুর ও গাফিলী করিয়াছে বিশেষতঃ যদি পূর্ব্বে একবার তাহারদিগেরে এ বিষয়ে তাড়া দেওয়া গিয়া থাকে তবে তাহারা ১০০ এক শত টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা হওনের দ্বারা শাস্তিপাওনের যোগ্য হইবেক ও যদি ঐ জরীনামার টাকা না দেয় তবে এক মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে দেওয়ানী আদালতের জেলখানাতে কয়েদ থাকনের যোগ্য হইবেক ইতি।

কাগজ ও কৈফিয়ৎ পাঠাইতে বিলম্ব না হইবার হুকুমের কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—ফৌজদারী আদালতের নাজিরদিগের আবশ্যক যে মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের হুজুরহইতে খাস অর্থাৎ বিশেষ হুকুম হওনব্যতিরেকে প্রতিদিন নিরূপিত সময়ে ঐ সাহেবের পরওয়ানা ও অন্য হুকুমনামা ডাক মারফৎ থানাতে পাঠাইয়া দেয় ও প্রতিপুলিন্দার লেফাফার উপরে তাহা রওয়ানাকরণের তারিখ ও সময় লেখা যাইবেক ও ঐ সকল নাজিরের আবশ্যক যে যে সকল কৈফিয়ৎ থানাহইতে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের আদালতে পঁহুছে সে সমস্ত কৈফিয়তের লেফাফার উপরে তাহা পঁহুছিবার তারিখ ও সময় লেখে ইতি।

থানাহইতে মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের আদালতে কাগজ পাঠাইবারমোতালক অন্য২ হুকুমের কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে যে সকল কাগজ ও কৈফিয়ৎ পোলীসের ডাক মারফৎ থানাহইতে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের আদালতে পাঠান যাইবেক সে সমস্ত কাগজ ও কৈফিয়তের লেফাফার উপর মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের নাম লেখা যাইবেক ও ঐ লেফাফা বন্ধ করিয়া তাহাতে থানার মোহর করা যাইবেক ও থানার মুহরিরের আবশ্যক হইবেক

যে

যে ঐ লেফাফার উপর তাহা রওয়ানাহওনের তারিখ ও সময় লিখে ও যদি কোন থানা হইতে ফৌজদারী আদালতে পাঠান কাগজ ও ফৌজদারী আদালতহইতে কোন থানাতে পাঠান কাগজ সেই থানার ও আদালতের মোকামের মধ্যের অন্য থানাতে পঁহুছে তবে সে থানার মুহরিরের কর্ত্তব্য যে তাহা পঁহুছিবার তারিখ ও সময় ও পুনরায় ডাকে রওয়ানাহওনের তারিখ ও সময় তাহার লেফাফার উপরে লিখে ইতি।

৮ অষ্টম প্রকরণ।—পোলীসের দারোগা ও মুহরিরদিগের কর্ত্তব্য যে মুনসেফেরা যে সকল কৈফিয়ৎ ও কাগজপত্র জিলার জজসাহেবের হজুরে পাঠাইবার মনস্থে তাহারদিগের নিকটে পাঠাইয়া দেয় তাহা ডাক মারফৎ কিম্বা থানার বরকন্দাজের মারফৎ যে প্রকারে উপযুক্ত হয় সেই প্রকারে ঐ সাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেয় ও তাহারদিগের এমত২ কাগজের রসীদ মুনসেফদিগ্‌কে দিতে হইবেক ইতি।

পোলীসের আমলাদিগের মুনসেফদিগের দেওয়া কাগজ জজসাহেবের হজুরে পাঠাইতে হইবার কথা।

১১ ধারা।

এই ধারাতে ৭ সাত প্রকরণ ও দারোগাদিগ্‌কে কোন২ অসঙ্গত ও অনুচিত কর্ম্ম করিতে নিষেধহওনের হুকুম লেখা যাইতেছে।

১ প্রথম প্রকরণ।—পোলীসের কোন দারোগা কি মুহরির কি জমাদার কি বরকন্দাজ আপন থানার অধিকারের মধ্যে তেজারতের কারবার করিতে কি কোন গোলাঘর কি জিনিস খুজরা কি থোকথাক বিক্রয় করিবার নিমিত্তে দোকান করিতে পারিবেক না ইতি।

পোলীসের আমলারা তেজারতের কারবার না করিতে পারিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— পোলীসের দারোগাদিগ্‌কে নিষেধ হইল যে আপনার তাবে থানার বরকন্দাজদিগ্‌কে আপনার নিজের কর্ম্মেতে নিবিষ্ট না করে ও যদি এ হুকুমের অন্যমতে করে তবে জরীমানা ও আপন২ কর্ম্মহইতে তগীরহওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

দারোগাদিগ্‌কে আপনারদিগের নিজের কর্ম্মে থানার বরকন্দাজদিগ্‌কে নিযুক্ত করিতে বারণহওনের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— ফৌজদারী আদালতহইতে হওয়া কোন দস্তক কি ওয়ারিণ্ট কি অন্য হুকুমনামা সরকারের মুশাহেরাদার পোলীসের বরকন্দাজ কি পোলীসের অন্য চাকরের মারফত পাঠান গেলে তাহারা কিছু তলবানা কি ইনাম কি রোজ ফরিয়াদী কি আসামী কি সাক্ষিদিগের কি অন্য কাহারু স্থানে তলব করিতে ও লইতে পারিবেক না ও যদি পোলীসের কোন চাকর এ হুকুমের অন্যমতে স্পষ্টক্রমে কি চক্রান্ত করিয়া কিছু তলব করে কি লয় তবে যেমত অন্য কসুর সাবুদ হইলে শাস্তিপাওনের যোগ্য হইতে হয় সেই মত ঐ কসুর মাজিষ্ট্রেটসাহেবের তজবীজে কি দায়েরসায়েরী আদালতের তজবীজে সাবুদ হইলেও শাস্তিপাওনের যোগ্য হইবেক ও ঐ অপরাধী যে টাকা লইয়া থাকে তাহা ফৌজদারী আদালতের হুকুমমতে কিম্বা দেওয়ানী আদালতে নালিশকরণদ্বারা ঐ অপরাধির স্থানহইতে দেওনিয়া ব্যক্তিকে দেওয়ান যাইবেক ও তাহা দেওয়ায় চলিত আইন মতে তৎক্ষণাৎ আপন কর্ম্মহইতে তগীরহওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

পোলীসের কোন আমলা ফরিয়াদী আসামীআদি কাহারু স্থানে কোন হুকুমনামা জারীকরণের সময়ে কিছু লইলে যে শাস্তি পাইবার যোগ্য হইবেক তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—পোলীসের দারোগাদিগ্‌কে নিষেধ করা যাইতেছে যে কোন জমী

দারোগাদিগ্‌কে জমীদা

দার

রওগয়রহের তরফ কোন মোখ্তার কি উকীল মোকররীমতে থানাতে রাখিতে বারণ হওনের কথা।

দার কি ভূমির ইজারদার কি তাহারদিগের নায়েব কি সরবরাহকারদিগের তরফ কোন উকীল কি মোখ্তারকার আপন২ থানাতে মোকররী মতে হাজির না রাখে ও যদি এই হুকুমের অন্যমতে তাহা করে তবে আপন২ কর্ম্মহইতে তগীরহওনের যোগ্য হইবেক কিন্তু এ হুকুমেতে এমত বোধ না হয় যে যদি তাহারদিগের তরফহইতে কোন উকীল কি মোখ্তারকার বিশেষ কোন কর্ম্মনির্ব্বাহের নিমিত্তে হাজির থাকনের আবশ্যক হয় তাহাও নিষেধ হইল ইতি।

পোলীসের দারোগাদিগ্কে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের খাস হুকুম হওনবিনা ফৌজদারী আদালতের কাছারীতে উকীল মোকরর্ রাখিতে নিষেধ হওনের কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—মফঃসলের পোলীসের দারোগাদিগ্কে ও অন্য সমস্ত আমলাদিগ্কে ইহা নিষেধ করা যাইতেছে যে আপনারদিগের তরফহইতে কোন মোখ্তারকার কি উকীল জিলা কি শহরের মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের কাছারীতে থানার আমলাদিগের মাহিয়ানা লইয়া পঁহুছাইয়া দিবার নিমিত্তে কিম্বা আপন২ ভারসম্পর্কীয় অন্য২ বিষয়ের কারণ মোকরর্ না রাখে কিন্তু বিশেষ যে২ প্রকারে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুরহইতে এক জন উকীল মোকরর্ করিতে তাহারদিগ্কে অনুমতি হয় তাহাতে মোকরর্ করিতে পারিবেক ইতি।

আবশ্যক না হইলে থানার মোকররী মুহরির সেওয়ায় অন্য মুহরির নিযুক্ত করিতে নিষেধের কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—জানান যাইতেছে যে থানার যে মুহরিরের মাহিয়ানা সরকারের তরফ হইতে মোকরর্ আছে সে মুহরির সেওয়ায় অন্য কোন মুহরির মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের অনুমতি লওনবিনা থানাতে রাখা যাইবেক না কিন্তু যদি উপস্থিত কর্ম্মের বাহুল্যহেতুক থানার মোকররী মুহরির সেওয়ায় অন্য মুহরিরের আবশ্যক হয় তবে এমতে পোলীসের দারোগারা তাহা মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুরে হুকুম হইবার নিমিত্তে এত্তেলা করিবেক ইতি।

দারোগাদিগ্কে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের বিনাহুকুমে গোয়েন্দাদিগ্কে থানাতে আসিতে নিষেধ হওনের কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—দারোগাদিগ্কে নিষেধ করা যাইতেছে যে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের অজ্ঞাতসারে কি তাঁহার হজুরহইতে খাস অর্থাৎ বিশেষ হুকুম হওনবিনা যে কোন গোয়েন্দা কি জাসুস অর্থাৎ সন্ধানীর গুজরাণের নির্ভর গোয়েন্দাগিরী পেশার উপর তাহাকে আপন থানাতে আসিতে না দেয় ও খাতিরদারী না করে বরং তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে যাহারা আপনারদিগ্কে এমত জানায় যে আমরা মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের কি পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের হজুরহইতে গোয়েন্দাগিরী পেশাতে মোকরর্ হইয়াছি যদি তাহারা ঐ সাহেবদিগের তরফহইতে কোন দস্তাবেজ অর্থাৎ নিদর্শনপত্র আপনারদিগের স্থানে না রাখে তবে তাহারদিগ্কে গ্রেফ্তার করিয়া মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুরে চালান করে কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে উপরের লিখিত হুকুমের দ্বারা এমত বোধ না হয় যে দারোগাদিগ্কে যে সকল অপরাধিরা পলাইয়া ধরা না পড়িয়া থাকে তাহারদিগের সন্ধান পাইবার নিমিত্তে লোকদিগ্কে নিযুক্ত করিতে কিম্বা যাহাতে মসহূর ডাকাইত ও অন্য অপরাধিদিগের সন্ধান পাওয়া যায় ও তাহারা ধরা পড়ে এমত সমাচার দিবার নিমিত্তে লোকদিগ্কে খাতিরদারী করিতে বারণ হইল বরং এমত২ প্রকারে তাহারদিগের আবশ্যক যে এমত২ লোককে ঐ২ বিষয়ের সমাচার দিবার নিমিত্তে পুরা খাতিরদারী করে ও দারো

গাদিগের

গাদিগের কর্ত্তব্য যে কোন ব্যক্তিহইতে কোন উত্তম ও পসন্দ মত কর্ম্ম হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুজুরে তাহার রিপোর্ট করে ও ঐ রিপোর্টেতে ইহাও লেখা যাইবেক যে ঐ ব্যক্তি আপন চেষ্টা ও উদ্যোগ ও প্রাণপণেতে অপরাধিকে গ্রেফ্তার করিয়াছে কিম্বা পো লীসের আমলাকে কেবল এমত সমাচার দিয়াছে যে তাহাতে অপরাধী ধরাপড়িল ইতি।

১২ ধারা।

এই ধারাতে ৩ তিন প্রকরণ ও পোলীসের দারোগা ও অন্য আমলাদিগের যে সকল মোকদ্দমার তজবীজ করিতে ক্ষমতা থাকিবেক না তাহার হুকুম লেখা যাইতেছে।

১ প্রথম প্রকরণ।—পোলীসের এদেশীর দারোগা ও অন্য আমলাদিগকে নিষেধ করা যাইতেছে যে পরদারের কি গালিগালাজের কিম্বা মারিপীটের অথবা অল্প দৌরাত্ম্য ও জবরদস্তীকরণের কোন মোকদ্দমার তজবীজ না করে ও এ হুকুমের অন্যমতে করিলে আ পনং কর্ম্মহইতে তগীর হইবার যোগ্য হইবেক ইতি।

এই প্রকরণের লিখিত মোকদ্দমার তজবীজ করিতে দারোগাদিগকে নিষেধহওনের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— পোলীসের আমলাদিগের কর্ত্তব্য যে কোন ব্যক্তি থানায় উপ রের লিখিত কোন মোকদ্দমার নালিসের আরজী দিলে সেই ফরিয়াদীকে জানাইয়া দেয় যে এমত মোকদ্দমা থানার বিচারযোগ্য নহে ও যদি ইহার নালিশ করিতে চাহে তবে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের আদালতে হাজির হইয়া নালিশের আরজী দাখিলকরে ও পোলী সের যে দারোগা কি অন্য কার্য্যকারকের নিকটে ঐ নালিশের আরজী দরপেশ হয় তাহার কর্ত্তব্য যে যে রোজনামার প্রসঙ্গ পশ্চাৎ করা যাইবেক তাহাতে ফরিয়াদীর নাম ও মোক দ্দমার প্রকার ও ঐ ফরিয়াদীকে নালিশের আরজী ফিরিয়া দেওনের তারিখ লিখে ও ঐ নালিশের আরজীর পিঠে তাহা গুজরিবার তারিখ ও ফিরিয়া দেওনের হেতু লিখিয়া ঐ ফরিয়াদীকে দেয় ইতি।

যাহারা ঐং মোকদ্দামর নালিশের আরজী থানাতে দেয় তাহারদিগকে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হুজুরে নালিশ করিতে পোলীসের দারোগাদিগের কহিয়া দিতেই হইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— পোলীসের দারোগা ও অন্য আমলাকে নিষেধ করা যাইতেছে যে কোন মোকদ্দমাতে সলানামা কি রাজীনামা না লয় ও অন্য যে কোন মোকদ্দমার বি ষয়ে এ আইনে কি অন্যং আইনে কোন হুকুম নির্দ্দিষ্ট না হইয়া থাকে তাহাতে হাত না দেয় ও কোন নালিশী আরজীর উপর কিছু হুকুম না দেয় ও শাস্তি কি জরীমানার হুকুম না দেয় ও ফরিয়াদী কি আসামীর স্থানে কি তাহারদিগের সাক্ষিদিগের কি অন্য কাহারু স্থানে কিছু তলব না করে ইতি।

দারোগা ও অন্য আমলাদিগকে রাজীনামা লইতে ও যে মোকদ্দমার বিষয়ে এই আইনের কিছু হুকুম নির্দ্দিষ্ট হয় নাহি তাহাতে হাত দিতে ও শাস্তির হুকুম দিতে ও কিছু তলব করিতে নিষেধহওনের কথা।

১৩ ধারা।

এই ধারাতে ১০ দশ প্রকরণ ও পোলীসের দারোগাদিগের ভারিং অপরাধের বাবৎ নালিশী আরজী লওনের কি তাহা হওনের সমাচার পাওনের পরে যেং কর্ম্ম করিতে হইবেক তাহার বাবৎ হুকুম লেখা যাইতেছে।

১ প্রথম প্রকরণ।

দারোগার নিকট ডাকাইতীওগয়রহের বাবৎ নালিশ উপস্থিত হইলে কি তাহা হওনের খবর পাইলে ও হলফের দ্বারা তাহা সত্য জানা গেলে দারোগাদিগের তাহার বৃত্তান্ত সাক্ষিদিগের স্থানে গোপনে কি স্পষ্টক্রমে জিজ্ঞাসা করিতে হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—খুন কি ডাকাইতী কি রাহাজনী কি চুরী কি সিন্ধালীকরণের কি বধ করণের অথবা জখমী কি অঙ্গক্ষত কিম্বা হঙ্গামাকরণের বাবৎ অথবা অন্য যে ভারি২ অপরাধের বিষয়ের তজবীজ করিতে এই আইনানুসারে দারোগাদিগ্‌কে বারণ হয় নাহি তাহার বাবৎ কোন নালিশী আরজী কি সম্বাদ দেওয়া গেলে পর ফরিয়াদীর কি সম্বাদ দেওনিয়ার আপন জাহির করা কথা সত্য জানাইবার কারণ হলফ করিতে হইবেক ও যদি ঐ আরজী কি সম্বাদদেওনিয়া আপন জাত্যনুসারে এমত মর্য্যাদা রাখে যে কোন প্রকারে তাহাকে এ দেশের রেওয়াজমতে হলফ করাণ উপযুক্ত হয় না তবে তাহার কর্ত্তব্য যে আপন হাজিরকরা কথার সত্যতার নিমিত্তে এই আইনের শেষের লিখিত ৯ নম্বরের শরওয়ামতে হলফনামা লিখিয়া তাহাতে আপন দস্তখৎ করিয়া দেয় ও তাহার পরে দারোগার আবশ্যক যে মোকদ্দমার যথার্থ বৃত্তান্ত জানা য়াইবার কারণ যে তহকীক তদন্তকরণের আবশ্যক হয় তাহা করে ও যে সাক্ষিরা অপরাধের ক্রিয়া করিতে দেখিয়া থাকে কি মোকদ্দমার কথা জ্ঞাত থাকে তাহারদিগের স্থানে বিনাহলফে আলাহিদা স্থানেতে গোপনে কিম্বা স্পষ্ট প্রকাশরূপে যে প্রকারে মোকদ্দমার যথার্থ বৃত্তান্ত জানা যাইবার নিমিত্তে বিহিত সেই প্রকারে জিজ্ঞাসাবাদ করে ইতি।

সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী বেওরা করিয়া লিখিবার আবশ্যক না হইবার ও তাহারদিগের জোবানবন্দীর খোলাসা মাজিস্ট্রেট্‌ সাহেবের হজুরে পাঠাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—পোলীসের দারোগাদিগের সাক্ষিদিগের উপর যে সকল সওয়াল করা যাইবেক তাহা ও তাহারা তাহার যে২ জওয়াব দেয় তাহা তফসীল অর্থাৎ বেওরা করিয়া লিখনের আবশ্যক হইবেক না বরং তাহারদিগের আবশ্যক এই যে তাহারদিগের জোবানবন্দী সুরতহালমতে কি তাহার দেওয়া বেওরা চুম্বকে লিখিয়া তাহার লিখিত কথার সত্যতার নিমিত্তে তাহারদিগের দস্তখৎ তাহাতে করাইয়া ও পোলীসের যে কার্য্যকারক তাহার তহকীক তদন্ত করে তাহার দস্তখৎযুক্তে মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেয় ও পোলীসের দারোগা ও অন্য আমলাদিগের কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের রিপোর্টেতে যাহারা শুনা সাক্ষী ও যাহারা দেখা সাক্ষী হয় তাহা প্রভেদ করিয়া লিখে ইতি।

যে স্থানে অপরাধের কর্ম্ম হয় তাহার নক্‌শা তৈয়ার করিবার ও রিপোর্টেতে চলিত সন লিখিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— অঙ্গক্ষত কি অন্য ভারী২ অপরাধের ক্রিয়ার সহিত যে খুন ও ডাকাইতী ও সিন্ধমারী হয় তাহার মোকদ্দমাতে যদি ঐ সকল অপরাধের ক্রিয়াহওনের স্থানের নক্‌শাকরা মোকদ্দমা স্পষ্ট বুঝা যাইবার নিমিত্তে বিহিত হয় ও তাহা তৈয়ার করিতে সে স্থানের বাসিন্দা লোকের কিছু ক্লেশ না হয় তবে সে স্থানের এক নক্‌শা করা গিয়া উপরের লিখিত রিপোর্টের শামিলে পাঠান যাইবেক ও সমস্ত প্রকারেতে দারোগাদিগের আবশ্যক হইবেক যে যে তারিখে ও দিবসে কি রাত্রিতে যে সময়ে অপরাধের কর্ম্ম হইয়া থাকে সে তারিখ ও সময় তারিখের মতে ফসলী কি বাঙ্গলা কি অন্য যে কোন সন সে স্থানে চলন থাকে সে সনের সহিত ঐ রিপোর্টেতে লিখে ইতি।

দারোগাদিগ্‌কে কোন আইনমতে অনুমতি না থাকিলে তাহারা সাক্ষিরদিগ্‌কে কোন বিষয়ের সত্য

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— পোলীসের দারোগাদিগ্‌কে ইহা বারণ করা যাইতেছে যে খুন কি ডাকাইতী কি সিন্ধালির কি অন্য অপরাধের মোকদ্দমাতে যে সকল সাক্ষী আপন২ জোবানবন্দী লেখাইয়া দেয় তাহার লিখিত কথার সত্যতার নিমিত্তে তাহারদিগ্‌কে হলফ না

করায়

করায় ও অন্যং কর্ম্মের নির্ব্বাহকরণেতে কোন প্রকারে সাক্ষিকে হলফ না করায় কিন্তু মোকদ্দমা যে কোন আইনের সহিত সম্পর্ক রাখে সেই আইনের লিখনানুসারে হলফ করাইতে তাহারদিগ্‌কে অনুমতি থাকিলে পারিবেক ইতি।

তার নিমিত্তে হলফ করাইতে না পারিবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।— পোলীসের আমলাদিগের উচিত যে মোকদ্দমার তহকীক তদন্ত করিতে আরম্ভ করিয়া সাধ্যমতে একেবারে সারা করে ও সে মোকদ্দমার সমস্ত সাক্ষী জমা করিয়া তাহারদিগের জোবানবন্দী করিয়া লইয়া মোকদ্দমার তজবীজ অবিলম্বে হইবার নিমিত্তে তাহারদিগের স্থানে মোকদ্দমার রিপোর্ট যে সময়ে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে পঁহুছে সে সময়ে তাহারা ঐ সাহেবের হজুরে হাজির হইবার অর্থে মুচলকা লেখাইয়া লয় এবং দারোগাদিগের কর্ত্তব্য যে চালানের ফর্দ্দ পাঠাইবার সময়ে ঐ চালানের ফর্দ্দের সঙ্গে যে কোন বরকন্দাজ কি অন্য আমলার সাক্ষ্য মোকদ্দমার তজবীজকরণের সময়ে লওনের আবশ্যক হইবেক তাহাকে পাঠাইয়া দেয় ও যদি কখন চালানের ফর্দ্দ পাঠাইবার সময়ে সমস্ত সাক্ষি হাজির না থাকে ও না পাওয়া যায় তবে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব তাহারদিগের স্থানে তলব না করিতে তাহারদিগ্‌কে জমা করিয়া ঐ সাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেয় ইতি।

দারোগারা সমস্ত সাক্ষী জমা করিয়া ও তাহারদিগের জোবানবন্দী করিয়া মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে পাঠাইবার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।— যে সকল মোকদ্দমাতে অপরাধিরা না চিনা যায় কি চিনা গিয়া ধরা না পড়ে তাহাতে দারোগাদিগের কর্ত্তব্য যে যে স্থানেতে অপরাধের কর্ম্ম হইয়া থাকে সে খানে গিয়া তাহার তহকীক করিয়া ঐং অপরাধের কর্ম্মহওনের শরেওয়ার বেওরা লিখিয়া অবিলম্বে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে জানাইবার ও তথাহইতে হুকুম হইবার কারণ পাঠাইয়া দেয় কিন্তু এমতং প্রকারেতে পোলীসের দারোগারা মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরহইতে হুকুম হওনবিনা এমত মোকদ্দমার সাক্ষিকে জমা করিয়া ফৌজদারী আদালতে পাঠাইবেক না ও ঐ আদালতে হাজির হইবার অর্থে তাহারদিগের স্থানে মুচলকা লইবেক না ইতি।

অপরাধিরা চিনা না গেলে দারোগারা সাক্ষিদিগের স্থানে ফৌজদারী আদালতে হাজির হইবার মুচলকা না লইবার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।— যে সকল মোকদ্দমাতে অপরাধিরা চিনা গিয়া পলাইয়া থাকে সে সমস্ত মোকদ্দমাতে পোলীসের যে দারোগা তাহার তহকীক তদন্ত করে তাহার আবশ্যক যে পলাইয়া যাওয়া অপরাধী চিনা যাওনের নিমিত্তে তাহার চেহারা অর্থাৎ আকার প্রকার ও নাম ও তাহার পিতার নাম ও পুর্ব্বে যেখানে বাস করিত সে স্থানের নাম আপন কৈফিয়তে লিখে ইতি।

যে অপরাধিরা চিনা গিয়া ধরা না পড়িয়া থাকে দারোগারা তাহারদিগের চেহারা ও নাম ও তাহারদিগের পিতার নাম আপনং কৈফিয়তে লিখিবার কথা।

৮ অষ্টম প্রকরণ।— যদি কোন মোকদ্দমার তহকীককরণের সময়ে ইহা জানা যায় যে আসামী কিম্বা যে ব্যক্তির উপর তহমৎ হইয়া থাকে সে ব্যক্তি পোলীসের দারোগাদিগের তজবীজকরণের যোগ্য এক অপরাধহইতে অধিক অপরাধ করিয়াছে কিম্বা কোন জমীদার কি ভূমির ইজারদার কি তাহারদিগের নায়েব ও সরবরাহকার কি কোন চৌকীদার কি অন্য যে কোন ব্যক্তির পোলীসের আমলাদিগের সহায়তা করিতে হয় সে ব্যক্তি

কোন মোকদ্দমা তহকীককরণের সময়ে অপরাধির অন্য অপরাধকরণের কথা প্রকাশ হইলে তাহার তহকীক আলাহিদা করা যাইবার কথা।

পোলীসের

পোলীসের মোত্তালক বিষয়েতে কোন কসুর করিয়াছে তবে পোলীসের দারোগাদিগের কর্ত্তব্য যে প্রত্যেক মোকদ্দমার তহকীক আলাহিদা করিয়া ও প্রত্যেক মোকদ্দমার রোয়দাদ আলাহিদা করিয়া পৃথক২ চালানের ফর্দ্দসহিত মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেয় ইতি।

ঐ অপরাধী পূর্ব্বে কোন অপরাধের নিমিত্তে ধরা পড়িয়াছিল তাহা তহকীক হইলে তাহারো প্রসঙ্গ রিপোর্টেতে লেখা যাইবার কথা।

৯ নবম প্রকরণ।— যদি কোন অপরাধী ধরা পড়িয়া এই আইনের লিখিত হুকুমমতে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের আদালতের কাছারীতে পাঠান যায় ও পোলীসের দারোগা কি অন্য কার্য্যকারকের এমত নিশ্চয় জ্ঞান হয় যে ঐ অপরাধী ইহার পূর্ব্বে অন্য অপরাধের নিমিত্তে ধরা পড়িয়াছিল তবে দারোগা কি অন্য যে কার্য্যকারক ঐ অপরাধির তখন ধরা পড়নের কারণের তহকীক করে তাহার আবশ্যক যে আপন রিপোর্টেতে সে পূর্ব্বে যে অপরাধের নিমিত্তে ধরা পড়িয়াছিল সে অপরাধের কথা লিখে ও যদি থানার সিরিশ্‌তার কাগজপত্রদ্বারা পূর্ব্বের অপরাধকরণের তারিখের ঠিকানা পায় তবে সে তারিখ সনসমেত লিখে ইতি।

দারোগারা আপনারা থানাহইতে কোন স্থানে যাওনের সময়ে যে২ হুকুম মত কার্য্য করিবেক তাহার কথা।

রিপোর্টেতে চলিত সনের মাফিক তারিখ লেখা যাইবার কথা।

১০ দশম প্রকরণ।— পোলীসের দারোগাদিগের আবশ্যক যে যদি তাহারদিগের থানাহইতে সরেজমীনে তহকীক করিতে কি আপন২ ভারের মোতালক অন্য২ কর্ম্মের আঞ্জাম করিতে যাইতে হয় তবে আপন২ কৈফিয়তে থানাহইতে আপন২ রওয়ানাহওনের তারিখ ও সময় ও সরেজমীনে পঁহুছনের তারিখ ও সময় ও সরেজমীনহইতে থানাতে ফিরিয়া আইসনের সময় লিখে ও মোট সমস্ত রিপোর্টেতে বাঙ্গলা কি ফসলী কি বিলায়তী এতাবতা যেখানকার চলিত যে সন সে সনসমেত তারিখ লিখিতে হইবেক ইতি।

১৪ ধারা।

এই ধারাতে ১২ বার প্রকরণ ও জ্ঞানকৃত বধের ও অন্য২ প্রকার বধের ও জখমী অর্থাৎ অঙ্গক্ষতকরণের ও অকস্মাৎ মরণের প্রকারেতে সুরতহালকরণের হুকুম লেখা যাইতেছে।

অকস্মাৎ মরণের ও যে মরণের কারণের নিশ্চয় না হয় এমত মরণের সমাচার নিকটের পোলীসের থানা কি চৌকীতে জমীদারইত্যাদির দিতে হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— জানান যাইতেছে যে গ্রামের প্রধান বাসিন্দা লোক জমীদার কি ইজারদার কি তাহারদিগের নায়েব ও সরবরাহকার কি গ্রামের মণ্ডল কি পাটওয়ারী কি অন্য প্রধানি বা হউক তাহারদিগের আবশ্যক যে তাহারা অকস্মাৎ মৃত্যু কি মরণের কারণের নিশ্চয় না হয় এমত মৃত্যুহওনের কথা জানিতে পাইলে তাহার সমাচার অবিলম্বে ও সময়শিরে পোলীসের যে থানা কি চৌকী নিকটে থাকে তাহার আমলাদিগকে দেয় ও যদি জমীদার কি ইজারদার কি সরবরাহকার কিম্বা গ্রামের অন্য কোন প্রধান ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া এ সমাচার দিতে গাফিলী কি বিলম্ব করে তবে তাহার কসুর মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে সাবুদ হইলে ২০০ দুই শত টাকার অধিক না হয় এমত রাজী

নামাহওনের

নামাহওনের দ্বারা শাস্তিপাওনের যোগ্য হইবেক ও তাহা না দিলে ছয় মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদ হইবার যোগ্য হইবেক ইতি।

দারোগারা জ্ঞানকৃত বধের কি অকস্মাৎ মরণের কি যে মরণের কারণেতে সন্দেহ হয় এমত মরণের সমাচার পাইবামাত্র তাহা যেখানে হইয়া থাকে সে স্থানেতে তাহারদিগের যা ইতে হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— জ্ঞানকৃত বধের ও অকস্মাৎ মরণের ও যে মরণের কারণের নিশ্চয় না হয় এমত মরণের কিম্বা ভারী জখম অর্থাৎ অঙ্গক্ষত হওনের কিম্বা প্রাণের হানি হইবার মত জখমী হওনের প্রকারেতে সর্ব্বদা পোলীসের দারোগাদিগের আবশ্যক হইবেক যে এমতং কর্ম্মহওনের সমাচার পাইবামাত্র যে স্থানেতে মৃত ব্যক্তির শব কি চোট খাওয়া ব্যক্তি পড়িয়া থাকে সেখানে আপনি যায় ও যদি তাহারা তথায় যাইতে না পারে তবে আপনার তাবে যে কার্য্যকারক তাহার তহকীককরণের যোগ্য হয় তাহাকে সেই স্থানে পাঠাইয়া দেয় ও এমতং প্রকার হইলে তাহারদিগকে নীচের লিখিত হুকুমের মত কার্য্য করিতে অতিতাকীদ হুকুম হইল ইতি।

দারোগারা মারাপড়া ব্যক্তির আত্মীয় ও প্রতিবাসির কিম্বা জখমী হওয়া ব্যক্তির স্থানে মোকদ্দমার কথা জিজ্ঞাসা করিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— পোলীসের দারোগা কি অন্য কার্য্যকারকের আবশ্যক যে ঐ মোকদ্দমার কথা প্রথমতঃ গোপনে মারাপড়া ব্যক্তির আত্মীয় ও কুটুম্ব ও বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবাসী অথবা জখমী হওয়া ব্যক্তি সুতরাং যাহারা মোকদ্দমার বেওরা জ্ঞাত থাকে তাহারদিগের স্থানে জিজ্ঞাসা করে এবং তাহারদিগের আবশ্যক যে ব্যক্তরূপে সুরতহাল করিবার নিমিত্তে সেখানকার বাসিন্দা লোকদিগকে জমাকরণের পূর্ব্বে মোকদ্দমার তহকীক অর্থাৎ যথার্থ বৃত্তান্ত জানা যাইবার নিমিত্তে তাহারদিগের যাহাং জ্ঞাতহওয়া বিহিত তাহা জ্ঞাত হয় ইতি।

চোটখাওয়া ব্যক্তির স্থানে মোকদ্দমার বেওরা জিজ্ঞাসা করিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— পোলীসের দারোগা কি অন্য কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য যে অঙ্গক্ষত করণের প্রকারেতে তাহার বেওরা যে ব্যক্তির অঙ্গক্ষত হইয়া থাকে তাহার স্থানে জিজ্ঞাসা করে ও যে ব্যক্তি তাহার অঙ্গক্ষত করিয়া থাকে তাহার নাম এবং তাহা করণের সময়ে যেং ব্যক্তি সাক্ষাৎ ছিল তাহারদিগের নাম ও মোকদ্দমার মোতালক আরং কথা তাহার স্থানে হলফ করাইয়া জিজ্ঞাসা করে ইতি।

মারাপড়া ব্যক্তির শব কি চোটখাওয়া ব্যক্তির শরীর দেখিয়া তহকীক করিবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।— পোলীসের দারোগার কি অন্য যে কার্য্যকারক ঐ তহকীকে নিযুক্ত হয় তাহার কর্ত্তব্য যে যে ব্যক্তির অঙ্গক্ষত হইয়া থাকে তাহার শরীর কিম্বা যে ব্যক্তি মারা পড়িয়া থাকে তাহার শব দেখিয়া ইহা তহকীক করে যে তাহার শরীরে কয় চোট কিম্বা ঘা ও শারীরিক অন্য হানির দাগ সে সময়ে আছে ও একং ঘা কতং লম্বা ও চওড়া ও গহরা ও কোন অস্ত্র কি শস্ত্রের দ্বারা তাহার অঙ্গক্ষত কি শরীরের অন্য হানি হইয়াছে ও তাহার কোন্ অঙ্গে চোট লাগিয়াছে এ সকল বিষয় জ্ঞাত হইয়া সুরতহালের কি রিপোর্টের নীচে কিম্বা রিপোর্টের শামিলে থাকা আলাহিদা কাগজে লিখে ইতি।

যে স্থানেতে মারাপড়া ব্যক্তির শব কি চোটখাওয়া ব্যক্তিকে পাওয়া যায় সে স্থানের নাম লিখিবার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—পোলীসের দারোগার কি অন্য যে কার্য্যকারক ঐ তহকীক করে তাহার আবশ্যক যে আপন করা সুরতহালেতে যে স্থানেতে মারাপড়া ব্যক্তির শব কি চোট খাওয়া ব্যক্তি পড়িয়া থাকে সে স্থানের নাম এবং যে স্থানেতে মারা পড়া ব্যক্তির শব কি চোটখাওয়া ব্যক্তি পড়িয়াছিল সেই স্থানেই মারা গিয়াছে কি জখমী হইয়াছে কি

স্থানান্তর

স্থানান্তর হইতে হত ব্যক্তির শব কি চোটখাওয়া ব্যক্তিকে আনিয়া রাখা গিয়াছিল এ বিষয়ে আপনার যে বিবেচনা স্থির হয় তাহা লিখে ও প্রাণিবধের কিম্বা দৈবাৎ মরণের প্রকারেতে ইহা লিখিত হইবেক যে মোকদ্দমার প্রকারেতে ইহা বোধ হইতেছে যে হত ব্যক্তি আপনাকে আপনি বধ করিয়াছে কি দৈবাৎ তাহার মৃত্যু হইয়াছে ও যদি এমত অনুমান হয় যে হত ব্যক্তি অন্যের হাতে মারা পড়িয়াছে তবে এমত অনুমান তাহা হওনের হেতুসহিত লেখা যাইবেক ও ইহার অতিরিক্ত হাজিরহওয়া লোকদিগের মধ্যে কেহ মারা পড়া ব্যক্তিকে চিনিলে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিয়া লিখে ইতি।

মারাপড়া ব্যক্তি বিদেশী বোধ হইলে যাহা তহকীক করিতে হইবেক তাহার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।— যদি মারা ব্যক্তি বিদেশী বোধ হয় ও তাহার নাম জানা যায় তবে পোলীসের দারোগা কি অন্য যে কার্য্যকারক তাহার তহকীককরণে নিযুক্ত হয় তাহার কর্ত্তব্য যে ঐ ব্যক্তিকে মারা পড়নের পুর্ব্বে শেষবারে যেখানে দেখা গিয়াছিল ও পুর্ব্ব রাত্রিতে যেখানে শয়ন করিয়াছিল ইহার অনুসন্ধান করিয়া জ্ঞাত হয় ইতি।

অপরাধিদিগের সন্ধান শীঘ্র না পাওয়া গেলে মারাপড়া ব্যক্তির সহিত প্রতিবাসিদিগের কিছু শত্রুতা ছিল কি না ইহা পোলীসের আমলা জানিতে হইবার কথা।

৮ অষ্টম প্রকরণ।— যদি অপরাধিদিগের সন্ধান ঝটিতি না পাওয়া যায় কিম্বা জ্ঞানকৃত বধের কি অকস্মাৎ মরণের কি জখমী অর্থাৎ অঙ্গক্ষত হওনের হেতু না টের পাওয়া যায় তবে পোলীসের দারোগা কি অন্য যে কার্য্যকারক তাহার তহকীক করিতে নিযুক্ত হইয়া সুরতহাল করে তাহার আবশ্যক যে মারাপড়া কি চোট খাওয়া ব্যক্তির তাহার প্রতিবাসী কি প্রতিবাসিদিগের সহিত কিছু শত্রুতা কি বিপক্ষতা কি বৈরিতা কিম্বা বিরোধ হইবার অন্য হেতু ছিল কি না ইহা ওয়াকিফ হয় ও যদি তাহা হয় তবে বিপক্ষতার হেতু আপন করা সুরতহালেতে লিখে ও মারা পড়া কি চোট খাওয়া ব্যক্তি মারা পড়নের কি চোটখাওনের পুর্ব্বে শেষবারে যাহারা২ সঙ্গে যে প্রকারে দেখা গিয়াছিল ও তাহারদিগের সহিত কোন কটু কথা কি কোপের কথা হইয়াছিল কি না এ সকল কথা সুরতহালে লিখে ও ইহার অতিরিক্ত যে সকল প্রকারেতে এমত বোধ হয় যে চিনা না যাওয়া অপরাধির শরীরে ধরা পাকড়া মারামারিকরণের সময়ে কোন অস্ত্রাদির চোট লাগিয়াছে কি শারীরিক অন্য হানির চিহ্ন হইয়াছে সে সকল প্রকারেতে নাপিত কি বৈদ্য কি ধোবা কিম্বা আশপাশের অন্য লোকদিগের স্থানে কিম্বা যে২ লোকের পেশা অর্থাৎ ব্যবসায়দ্বারা এমত দৃঢ় বোধ হয় যে তাহারা এমত সম্বাদ দিতে পারে যাহাতে অপরাধী ধরা পড়িতে পারে সে সকল লোকের স্থানে জিজ্ঞাসাবাদ করিবেক ইতি।

না চিনা যাওয়া অপরাধিকে অস্ত্রাদির চোট লাগিয়াছে বোধ হইলে যাহারদিগের স্থানে তাহার সন্ধান লওয়া যাইবেক তাহার কথা।

সুরতহালেতে পোলীসের দারোগা কি অন্য কার্য্যকারকের দস্তখৎ ও হাজির থাকা লোকদিগের মধ্যে যত জনের উপযুক্ত হয় তত জনের দস্তখৎ হইবার কথা।

৯ নবম প্রকরণ।— ঐ আমলার আবশ্যক যে ঐ সুরতহাল যে স্থানে তাহা করে সে স্থানের বাসিন্দা কিম্বা সে স্থানের আশপাশে যে২ গ্রাম থাকে তাহার বাসিন্দা মাতবর২ লোকদিগের সাক্ষাৎ করে এবং আবশ্যক যে সুরতহালেতে প্রথমতঃ হাজিরথাকা লোকদিগের মধ্যে যত জনের উপযুক্ত যে তত জনের দস্তখৎ করাইয়া পরে আপন দস্তখৎ করিয়া তাহা অব্যাজে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেয় ইতি।

জ্ঞানকৃত বধের প্রকারেতে যে অস্ত্র কি শস্ত্রের

১০ দশম প্রকরণ।—জ্ঞানকৃত বধের প্রকারেতে পোলীসের আমলার আবশ্যক যে যে অস্ত্র কি শস্ত্রের দ্বারা ঐ অপরাধের কর্ম্ম হইয়াছে তাহা মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের নিকটে কি

দায়েরসায়েরী

দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবের হজুরে মোকদ্দমার তজবীজ হইবার সময়ে থাকিবার ও চিনা যাইবার কারণ হস্তগতকরণের নিমিত্তে যথোচিত চেষ্টা করে ইতি।

দ্বারা ঐ অপরাধের কর্ম্ম হইয়া থাকে তাহা হস্তগত করিতে হইবার কথা।

ঘা ভাল হইবার নিমিত্তে কবিরাজের অর্থাৎ ডাক্তরের ঔষধ পটী দেওয়া যাইবার কথা।

১১ একাদশ প্রকরণ।—অঙ্গক্ষতহওনের প্রকারেতে পোলীসের দারোগা কি অন্য যে কার্য্যকারক তাহার তহকীক করে তাহার আবশ্যক যে চোট খাওয়া ব্যক্তির ঘা ভালহইবার নিমিত্তে যে অস্ত্রবৈদ্য কি কবিরাজ উপস্থিত থাকে তাহাকে দিয়া ঔষধ পটী দেওয়ায় ও যদি চোট খাওয়া ব্যক্তির ঘা অতিবাদ২ হয় তবে যাবৎ তাহার চলিতে ফিরিতে হইলে প্রাণের হানি কিম্বা অন্য ব্যাঘাতহওনের সম্ভাবনা থাকে তাবৎ তাহাকে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুরে পাঠান যাইবেক না ও পোলীসের আমলাদিগকে হুকুম হইল যে থানার অধিকারনিবাসি লোকদিগকে যত পারে ইহা জানাইয়া দেয় যে যদি কোন ব্যক্তিকে ডাকাইত কি বাটপাড় কি অন্য লোকদিগহইতে অস্ত্রাদির এমত আঘাত ও চোট লাগে যে তাহাতে তাহাকে থানায় লইয়া আইসনেতে প্রাণের হানিহওনের সম্ভাবনা হয় তবে যে স্থানেতে তাহার খবরগিরী হইতে পারে সেখানহইতে তাহাকে ছাড়া না করে কিন্তু তাহারদিগের আবশ্যক যে তৎক্ষণাৎ এ বিষয়ের সমাচার পোলীসের যে থানা নিকটে থাকে সেই থানার আমলাদিগকে দেয় যে তাহারা এই ধারার ২ প্রকরণের লিখিত হুকুমমতে ঐ প্রকরণের নিরূপিত তহকীক করিতে সরেজমীনে যায় ইতি।

চোটখাওয়া ব্যক্তিকে চালানকরণেতে তাহার প্রাণের হানিহওনের সম্ভাবনা হইলে না চালান করিবার কথা।

১২ দ্বাদশ প্রকরণ।—জ্ঞানকৃত বধের ও অকস্মাৎ মরণের প্রকারেতে পোলীসের দারোগার অত্যাবশ্যক যে ঐ তহকীক করা হইলে পর মারাপড়া ব্যক্তির শব তাহার জ্ঞাতি কুটুম্বের জিম্মা করিয়া দেয় যে তাহারা মারাপড়া ব্যক্তির জাতি ধর্ম্মানুসারে দেশের ব্যবহার মতে শব লইয়া গোর দেয় কি দাহ করে ও বিষখাওয়াইয়া মারণের প্রকার কি যে২ প্রকারে মৃত ব্যক্তির মরণের কারণের নিশ্চয় না হয় ও সে নিমিত্তে ডাক্তর সাহেবের দৃষ্টি ও রিপোর্টকরণের আবশ্যক হয় সে সকল প্রকারব্যতিরেক মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুরে লাস অর্থাৎ শব পাঠাইবার আবশ্যক হইবে না ও উপরের লিখিত ঐ২ প্রকারেতে যদি কালের ক্রম ও স্থান মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের আদালতহইতে দূর হওনপ্রযুক্ত ঐ শব গলিত ও স্ফীতহওনব্যতিরেকে তাজা পঁহুছান যাইতে না পারে তবে দারোগার আবশ্যক যে ঐ শব এক কাপড়ে জড়াইয়া যত শীঘ্র হইতে পারে তত শীঘ্র ও উপযুক্তমতে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের আদালতে পাঠাইয়া দেয় ইতি।

জ্ঞানকৃত বধের প্রকারে শবের পক্ষে যে আচরণ করা যাইবেক তাহার হুকুমের কথা।

১৫ ধারা।

এই ধারাতে ৭ সাত প্রকরণ ও ডাকাইতী ও সিন্ধমারী ও অন্য ভারি২ অপরাধের ক্রিয়াহওনের প্রকারেতে পোলীসের আমলাদিগের যে২ তহকীক করিতে হইবেক তাহার বাবৎ হুকুম লেখা যাইতেছে।

১ প্রথম প্রকরণ।— ডাকাইতীর কিম্বা স্পষ্ট ও ব্যক্তরূপে জবরদস্তী করিয়া আর যে লুঠপাট হয় তাহার সমস্ত প্রকারেতে ও যে সকল ভারি২ অপরাধের ক্রিয়া অতিমন্দ ও দুষ্কর্ম্মের কিম্বা যে২ বিষয়েতে ঐ অপরাধের আধিক্য হয় তাহার সহিত হয় তাহার সমস্ত

ডাকাইতী অন্য ভারি২ অপরাধ হওনের প্রকারে খবর পাইবামাত্র দারো

প্রকারেতে

গার সরেজমীনে যাইতে কি অন্য আমলাকে পাঠা ইতে হইবার কথা।

প্রকারেতে যে দারোগার থানার অধিকারে ঐ অপরাধের কর্ম্ম হয় সেই দারোগার আব শ্যক যে ঐ খবর পাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ আপনি সরেজমীনে যায় ও ঐ অপরাধের কর্ম্ম হওনের ও থানাহইতে আপনার রওয়ানাহওনের কথা অবিলম্বে মাজিস্ত্রেট্‌সাহেবকে এত্তেলা করে ও যদি দারোগা আপনি যাইতে না পারে কিম্বা যদি মোকদ্দমা প্রকৃতার্থে ভারিং মোকদ্দমার কোন মোকদ্দমা না হয় কিম্বা যাহাতে অপরাধের আধিক্য হয় এমত কোন বিষয় সে মোকদ্দমাতে না হইয়া থাকে তবে সেই দারোগা আপনার তাবে আম লার মধ্যহইতে কোন আমলাকে মোকদ্দমার বেওরা অনুসন্ধান ও তহকীক করিতে ও অপরাধিদিগের সন্ধান পাইবার ও ধরা পড়িবার নিমিত্তে যাহাং জ্ঞাত হওয়া বিহিত হয় তাহা জানিবার অর্থে হুকুম করে ইতি।

এই প্রকরণের লিখিত প্রকারেতে যেং জিজ্ঞাসা বাদ করা যাইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—পোলীসের দারোগা কি অন্য যে কার্য্যকারক উপরের লিখিত ঐ সকল অপরাধের বিষয়ের তহকীক করিতে সরেজমীনে যায় তাহার আবশ্যক যে অপরাধের কর্ম্মহওনের তারিখ ও বার ও সময় ও যে স্থানেতে তাহা হইয়া থাকে সে স্থানের নাম ও যে কোন অপরাধী চিনা গিয়া থাকে তাহার নাম ও চেহারা ও যাহারা তাহাকে চিনিয়া থাকে তাহারদিগের নাম ও যাহারদিগের উপর অপরাধের কর্ম্মকরণের তহমৎ হইয়া থাকে তাহারদিগের নাম ও চেহারা ও ঐ তহমতের হেতু এবং অপরাধের কর্ম্মকরণের প্রকারের সমস্ত বেওরা লিখে ও লুঠের প্রকারেতে যেং দ্রব্য লুঠ গিয়া থাকে তাহার তফ সীলের ফর্দ্দ ও রাত্রিতে লুঠিয়ারারা পলাইয়া যাওনের সময়ে তাহারদিগের হাতে মশাল কি কোন অস্ত্রশস্ত্র ছিল কি না ও অস্ত্রশস্ত্র থাকনমতে কোন রকম অস্ত্রশস্ত্র ছিল ও লুঠ পাটকরণের কালে আপনারদিগের মুখ কোন রঙ্গ দিয়া ভাবান্তর করিয়াছিল কি না ও তাহারা গেলে পরে তাহারদিগের কোন অস্ত্রশস্ত্র কি মশাল কি কাপড় কি অন্য কোন দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে কি না ও তাহা পাওয়া গিয়া থাকিলে তথাকার আশপাশের বা শিন্দা কোন ব্যক্তি তাহা চিনিতে পারে কি না এবং ঐ অপরাধের কর্ম্মহওনের পূর্ব্বে কোন শরাবের দোকানে কিম্বা কোন ফকীরের তকীয়ায় অথবা অন্য স্থানে লোকেরা চুরীর পরামর্শ করিতে জমা হইয়াছিল কি না ও হইয়া থাকিলে সে সকল লোকের গুজ রাণের সংস্থান ও আবরু শরম কি প্রকার এবং ঐ অপরাধে কর্ম্ম হইলে পর জমীদার কি ভূমির ইজারদারেরা কি তাহারদিগের নায়েব ও সরবরাহকারেরা অপরাধিদিগের ধরা পড়িবার কারণ তাহারদিগের সন্ধানকরণের কিছু তদবীর করিয়াছে কি না ও যদি করিয়া থাকে তবে তাহারা কি তদবীর করিবাছে ও গ্রামের চৌকীদারেরা সে সময় হাজির ছিল কি না ও হাজির রহিয়া থাকিলে তাহারদিগহইতে যথোচিত চালাকী ও হুশিয়ারী হইয়াছে কি না ও কোন মাশূর বদমাইশ কিম্বা যে সকল লোক ইহার পূর্ব্বে লুঠকরণের অপরাধের নিমিত্তে ধরা পড়িয়া তাহার শাস্তি পাইয়া জেলখানাহইতে খালাস পাইয়া থাকে সে সকল লোক ঐ স্থানের আশপাশে বসতি করে কি না ও যদি করিতে থাকে এমত হয় তবে তাহারা ঐ অপরাধের কর্ম্মকরণের সময়ে তথায় ছিল কি না এ সমস্ত কথা জানিয়া লিখে ইতি।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—জানান যাইতেছে যে সরেজমীনে ঐ সমস্ত বৃত্তান্ত সুরতহাল কিম্বা রিপোর্টের মতে তথাকার আশপাশের বাশিন্দা তিন চারি জন মাতবর লোকের সাক্ষাৎ লিখিয়া তাহাতে তাহারদিগের দস্তখৎ করাইয়া অবিলম্বে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হজুরে পাঠান যাইবেক ইতি।

সম্বাদ লেখাযাইবার ও তাহাতে আশপাশের বাশিন্দা মাতবর২ তিন চারি জনের দস্তখৎ হইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—উপরের লিখিত প্রকারেতে এবং জ্ঞানকৃত বধের কিম্বা অকস্মাৎ মরণের সমস্ত প্রকারেতে পোলীসের আমলাদিগের আবশ্যক যে সুরতহালকরণের সময়ে যে সকল লোক তথায় হাজির থাকে তাহারদিগকে ইহা জানাইয়া দেয় যে যে ব্যক্তি মোকদ্দমার আহওয়াল ওয়াকিফ্ থাকে সে ব্যক্তি তখনি তাহা ঠিক্‌ঠাক্ কহে ও কোন কথা ছাপাইলে উত্তর কালে তাহার সাক্ষ্য প্রত্যয়করণের যোগ্য হইবেক না ও যে২ লোক অপরাধকরণের সময়ে তথায় ছিল যদি তাহারা ঐ অপরাধকরণের সঙ্গী কি সহকারী না হয় তবে তাহারদিগকে তাহারা মোকদ্দমার যে সকল কথা ওয়াকিফ্ থাকে তাহা জানাইবার নিমিত্তে খাতিরদারী করে ও তোষে ও যদি এমত জানা যায় যে অপরাধকরণের সময়ে অপরাধিকে কোন ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা দেখিয়াছে কিন্তু ভয় ও ত্রাসপ্রযুক্ত স্পষ্ট ও প্রকাশক্রমে সাক্ষ্য দিতে পারিতেছে না তবে পোলীসের আমলাকে অনুমতি আছে যে তাহারদিগ্‌কে নিরালাতে লইয়া গিয়া গোপনে তাহারদিগের জোবানবন্দী করিয়া লয় ইতি।

সুরতহালকরণের সময়ে হাজিরথাকা লোকদিগ্‌কে পোলীসের আমলাদিগের এই প্রকরণের লিখিত কথা জানাইয়া দিতে হইবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—পোলীসের দারোগাদিগের আবশ্যক যে যে সকল প্রকার চুরী কি সিন্ধমারীহওনের কথা জানিতে পায় তাহা করণিয়ারা ধরা কি চিনা গিয়া থাকে বা না থাকে তাহার কৈফিয়ৎ অর্থাৎ বেওরা লিখিয়া মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেয় এবং তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে লোকেরা ঐ অপরাধের কর্ম্ম করিতে উদ্যত হইয়া কোন দ্রব্য লইতে না পারণের প্রকারের কৈফিয়ৎ ঐ সাহেবের হজুরে পাঠায় ইতি।

চুরী কি সিন্ধমারী করণের কি করিতে উদ্যতহওনের প্রকারের কৈফিয়ৎ মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে পাঠাইবার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—সিন্ধমারীকরণের প্রকারেতে পোলীসের যে কার্য্যকারক তাহার তহকীক তদন্ত করে তাহার আবশ্যক যে তাহাতে লুঠকরণের মোকদ্দমার বেওরা অনুসন্ধান করিবার ও জানিবার বিষয়ে যে সকল হুকুম উপরে লেখা গিয়াছে যথাসাধ্য সেই সকল হুকুমমতে কার্য্য করে এবং তাহার কর্ত্তব্য যে ঐ অপরাধের কর্ম্ম দিবসে কি রাত্রিতে হইয়াছে ও কি প্রকারে অপরাধী ঘরে প্রবেশ করিয়াছে ও যদি দেওয়াল কি টাটী কিম্বা তখ্তা কাটিয়া কি ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিয়া থাকে তবে সেই সিন্ধের দীর্ঘ প্রস্থ ও যে ঘরে কি কুঠরীতে সিন্ধ দিয়া থাকে সে ঘর কি কুঠরী বাসকরণের কি দ্রব্যজাত রাখণের ইহা জানিয়া লিখে ইতি।

অপরাধের কর্ম্মহওনের সময়ে ও মোকদ্দমার অন্য আহওয়াল লেখা যাইবার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—পোলীসের কার্য্যকারকদিগের কর্ত্তব্য যে লুঠের কি সিন্ধমারীর কি রাহাজানী অর্থাৎ বাটপাড়ীর কি চুরীর মোকদ্দমার তহকীককরণের সময়ে গ্রামের চৌকীদারদিগের ও জমীদারদিগের ও তাহারদিগের সরবরাহকারদিগের ও যে স্থানেতে ঐ অপরাধের কর্ম্ম হইয়া থাকে সেখানকার বাশিন্দা লোকের স্থানে ইহা জিজ্ঞাসা করে যে ঐ অপরাধকরণের সন্দেহ কোন ব্যক্তির প্রতি কি হেতুতে হয় পরে দারোগাদিগের আব

জমীদার লোক আদির স্থানে যাহা২ জিজ্ঞাসা করা যাইবেক তাহার কথা।

শ্যক

শ্যক যে ঐ সন্দেহের কিছু হেতু আছে কি না ও যাহারদিগের উপর তহমৎ হয় তাহারা অপরাধের কর্ম্মহওনের সময়ে কোথায় ছিল ইহা জানিবার নিমিত্তে যেং তদবীর ও উপায় করা উপযুক্ত হয় তাহা করে ইতি।

১৬ ধারা।

এই ধারাতে ১৭ সতের প্রকরণ ও লুঠের কি চুরীর মাল তালাশীর বাবৎ হুকুম লেখা যাইতেছে।

লুঠের মালের তালাশী করণের মতের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— জানান যাইতেছে যে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুরহইতে হওয়া হুকুমমতে কিম্বা পোলীসের এদেশীয় আমলারা সমাচার পাওয়াতে লুঠের কি চুরীর মালের যে তালাশী হয় তাহাতে নীচের লিখিত দাঁড়ার মতে কার্য্য করা যাইবেক ইতি।

মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের বিনা হুকুমে পোলীসের দারোগারা চুরী কি লুঠের মাল তালাশী করিতে কোন এমারত কি ঘরের ভিতরে না যাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— পোলীসের দারোগাদিগ্কে বারণ করা যাইতেছে যে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুরহইতে তাহারদিগের নামে খাস অর্থাৎ বিশেষ হুকুমহওনব্যতিরেকে লুঠের কি চুরীর মাল তালাশী করিতে কোন এমারতের কি ঘরের ভিতরে না যায় কিন্তু যদি চুরীর কি লুঠের মালের মালিক কি অপরাধকরণের সঙ্গীসাথী কি অন্য ব্যক্তির তরফহইতে লুঠের কি চুরীর মালের তালিকার ফর্দ্দ সত্যই লুঠ কি চুরী হইয়াছে ও মাতবর হেতুতে বোধ হইতেছে যে অমুক স্থানেতে কি মোকামে লুঠের কি চুরীর মাল আছে এই মজমুনের একরারনামার সহিত থানাতে দাখিল হইতে পারিবেক ইতি।

ওয়ারণ্টের লিখিত হুকুম জারী হওনের কথা তাহার পিঠে লিখিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা পোলীসের দারোগাদিগের নামে কোন খানাতালাশীর ওয়ারণ্ট অর্থাৎ হুকুমনামা দিলে ঐ দারোগার কর্ত্তব্য যে ঐ ওয়ারণ্টের পিঠে তাহার হুকুমমত কার্য্য করা যাওনের কথা লিখে ইতি।

লুঠের মালের বাবৎ আরজী ও এজহার মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুরে এত্তেলা দিবার ও তথাহইতে হুকুম হইবার নিমিত্তে পাঠান যাইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— পোলীসের দারোগাদিগের কর্ত্তব্য যে যে সকল প্রকারেতে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুরহইতে খানাতালাশীর নিমিত্তে তাহারদিগের নামে খাস অর্থাৎ বিশেষ হুকুম হয় সে সকল প্রকারসেওয়ায় চুরী কি লুঠের মাললওনের ও ছাপাইয়া রাখণের বাবৎ যে সকল দরখাস্ত ও সম্বাদ পায় তাহা তালাশী করিতে যাওনের সময়ে কি তাহার পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুরে এত্তেলা করিবার ও তথাহইতে উপযুক্ত হুকুম হইবার নিমিত্তে পাঠাইয়া দেয় এবং পোলীসের দারোগাদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ সকল মাল গোপনে স্থানছাড়া না করিতে পারিবার নিমিত্তে যেং তদবীর করা বিহিত ও আবশ্যক হয় তাহা করে ইতি।

লুঠের মালের তালাশীর সময়ে যেং হুকুমমত কার্য্যকরা যাইবেক তাহার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।— জানান যাইতেছে যে চুরীর কি লুঠের মালের তালাশী পূর্ব্বে বাটীর মালিক কি বাশিন্দাকে সম্বাদ না দিয়া করা যাইবেক এবং যেং প্রকারে মাতবর হেতুতে এমত বোধ হয় যে যদি তালাশী করিতে বিলম্ব হয় তবে ঐ মাল স্থানছাড়া হইবেক সে সকল প্রকারব্যতিরেকে ঐ মালের তালাশী সর্ব্বদা দিবসে করা যাইবেক ও থানার দারোগা কি মুহরির কি জমাদারের আবশ্যক যে আপনারা ঐ মালের তালাশী করিতে

তালাশীর সময়ে যেং হাজির থাকিবেক তাহার কথা।

যায়

যায় ও যদি দারোগা আপনি সরেজমীনে যাইতে না পারে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে এই আইনের ১০ নম্বরের শরওয়ামত মজমুনে এক ওয়ারণ্ট করে ও যে বাটী কি ঘর তালাশী করিতে হয় তাহার আশপাশের বাশিন্দা মাতবর২ তিন চারি জন লোকের সাক্ষাৎ ঐ তালাশী সর্ব্বদা করা যাইবেক ও ঐ লোকদিগের কর্ত্তব্য যে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে যে রিপোর্ট হয় তাহাতে আপন২ দস্তখৎ করে ও বাটী কি ঘরের মালিক কি বাশিন্দাকে অনুমতি আছে যে তালাশীর সময়ে সর্ব্বদা আপনি সাক্ষাৎ থাকে ইতি।

ঘরের মধ্যে কোন দ্রব্য কেহ না আনে ইহাতে পোলীসের দারোগা সাবধান হইবার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—পোলীসের দারোগাদিগের কর্ত্তব্য যে চুরীর কি লুঠের মাল তালাশীর সময়ে অতিসাবধান হয় যে বাহিরহইতে কোন দ্রব্য গোপনে বাটী কি ঘরের মধ্যে কেহ আনিতে না পারে ও কোন ফরিয়াদী কিম্বা গোয়েন্দা কি অন্য ব্যক্তি প্রথমেতে সুন্দররূপে তাহার গা তালাশী লওনব্যতিরেকে বাটী কি ঘরের ভিতরে যাইতে পারিবেক না ইতি।

জানানা মহালে চুরীর মাল তালাশী করিবার সময়ে যে২হুকুমমত কার্য্য হইবেক তাহার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—যদি বাটী কি ঘরের মালিক কিম্বা বাশিন্দা এমত সম্ভ্রান্ত লোক হয় যে সে নিমিত্তে জাবেতা ও এদেশের রেওয়াজমতে তাহার অন্দর মহলে পোলীসের আমলাদিগের যাওয়া উপযুক্ত হয় না তবে পোলীসের যে আমলার প্রতি ঐ মাল তালাশকরণের ভার থাকে তাহার কর্ত্তব্য যে তাহার অন্দর মহলের স্ত্রীলোকেরদিগ্‌কে এ বিষয়ের সম্বাদ দেয় যে তাহারা সেখানহইতে বাহির হয় ও যদি বিশিষ্ট ঘরের স্ত্রীলোক হয় যে তাহাতে এ দেশের রেওয়াজমতে তাহারদিগের উপরি ও ভিন্ন লোকের সাক্ষাৎ বাহির হওয়া অনুপযুক্ত তবে ঐ আমলাদিগের কর্ত্তব্য যে তাহারদিগের ঘরহইতে উপযুক্তমতে বাহির হইয়া যাইবার যে২ সরঞ্জামের আবশ্যক হয় প্রথমেতে তাহা আনাইয়া দিয়া তালাশী করিবার নিমিত্তে অন্দর মহলের ভিতরে যায় কিন্তু পোলীসের আমলাদিগের কর্ত্তব্য যে উপরের লিখিত কথার ভাবদৃষ্টে ইহাতে অতিসাবধান হয় যে বাটী কি ঘরহইতে কোন দ্রব্য কেহ গোপনে লইয়া যাইতে না পারে ইতি।

যে দ্রব্যকে কেহ চোরা দ্রব্য বলে তাহা কাহারু ঘরে পাওয়া গেলে সে যদি তাহা পাওনের প্রকার বলিতে না পারে তবে সে দ্রব্যসমেত তাহাকে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে চালান করা যাইবার কথা।

৮ অষ্টম প্রকরণ।—যাহার খানাতালাশী করিবার নিমিত্তে দস্তক হইয়া থাকে তাহার খানাতালাশীকরণের সময়ে কোন মাল বাহির হইলে যদি ফরিয়াদী কি গোয়েন্দাদিগের দরখাস্ত কি এত্তেলা দেওয়াতে তালাশী হইতেছে সে ঐ মালকে চুরী কি লুঠের মাল বলে কিম্বা অন্য কোন মাতবর হেতুতে যদি এমত দৃঢ় বোধ হয় যে সে দ্রব্য অন্যের বটে চুরীতে কি লুঠেতে কিম্বা অন্য কোন মন্দ প্রকারেতে ঐ ব্যক্তি পাইয়াছে তবে এমতে পোলীসের দারোগা কি অন্য যে কার্য্যকারক ঐ তালাশী করিতে থাকে তাহার কর্ত্তব্য যে সেই দ্রব্যের আসল মালিক যাহার নিকটহইতে তাহা চুরী কি লুঠ গিয়াছে সে কোন ব্যক্তি শীঘ্র তাহা জানিবার কারণ যথোচিত চেষ্টা করে ও ঐ দ্রব্য রাখণিয়া ব্যক্তির স্থানে সে তাহা কিপ্রকারে পাইয়াছে ইহা জিজ্ঞাসা করে ও সে ব্যক্তি যদি তাহা পাওনের বেওরা ঠিক বয়ান করিয়া বলিতে না পারে তবে ঐ দারোগার আবশ্যক যে তৎক্ষণাৎ ঐ মাল যে ব্যক্তির ঘরে তাহা পাওয়া গিয়াথাকে সে ব্যক্তিসমেত মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে চালান করে ইতি।

খানাতালাশীর সময়ে সন্দেহহওয়া মাল পাওয়া গেলে যাহা হইবেক তাহার কথা।

৯ নবম প্রকরণ।—উপরের লিখিত হুকুমমতে খানাতালাশীহওনের সময়ে সন্দেহ হওয়া কোন জিনিস পাওয়া গেলে যদি তাহার দাওয়াদার কেহ উপস্থিত না হয় তবে পোলীসের দারোগার কর্ত্তব্য যে পূর্ব্বে অন্য মোকদ্দমার বাবৎ যে চুরীর কি লুঠের মাল আমওয়ালের তালিকার ফর্দ্দ থানাতে দাখিল হইয়া এই আইনের ১৩ ধারার ৮ অষ্টম প্রকরণের প্রস্তাবিত রেজিষ্টরী বহীর শামিল হইয়া থাকে সেই তালিকার ফর্দ্দের সঙ্গে ঐ জিনিস মিলাইয়া দেখে তাহাতে যদি ঐ জিনিস থানাতে দাখিল হওয়া তালিকার ফর্দ্দের সহিত মিলে তবে পোলীসের দারোগার আবশ্যক যে সে দ্রব্য যে ব্যক্তিকে ঐ দ্রব্যের মালিক বোধ হয় তাহাকে দেখাইবার নিমিত্তে পাঠাইয়া দেয় কিম্বা ঐ দ্রব্য চিনিবার নিমিত্তে সে ব্যক্তিকে থানাতে আনায় ইতি।

পাওয়া সমস্ত মালের বেওরা লিখিয়া মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হজুরে পাঠাইবার কথা।

১০ দশম প্রকরণ।—উপরের লিখিত হুকুমমতে যখন কোন খানাতালাশী হয় তখন পোলীসের যে কার্য্যকারক ঐ তালাশীকরণেতে নিযুক্ত থাকে তাহার আবশ্যক যে যে স্থানেতে চুরীর কি লুঠের মাল পাওয়া যায় তাহার নাম ও তাহা পাওয়া যাওনের সময়ের নিরূপণ ও যে ব্যক্তি ঐ মাল পায় তাহার নাম আপন রিপোর্টেতে লিখে ও জানা কর্ত্তব্য যে যে সকল মাল তাহার উপর চোরা কি লুঠের মাল বলিয়া দাওয়াহওনহেতুতে বাহির হয় তাহাও সন্দেহ হওয়া যে সকল মাল ডাকাইতী কি সিন্ধালী কি রাহাজানী অথবা চুরীকরণের তহমৎ হওয়া লোকদিগের স্থানে পাওয়া যায় তাহা এবং যে সকল মাল পোলীসের আমলারা ঐ মালরাখণীয়া ব্যক্তি তাহা অসঙ্গতরূপে পাইয়া থাকিবেক এমত সন্দেহহওনপ্রযুক্ত গ্রেফ্তার করে সে সমস্ত মাল অবিলম্বে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হজুরে এই আইনের শেষের লিখিত ৩ তৃতীয় নম্বরের শরওয়ামতে লেখা এক চালানসহিত পাঠান যাইবেক ও ঐ চালানের নকল এই আইনের ৮ ধারার ১১ প্রকরণের নিরূপিত রেজিষ্টরী বহীতে লেখা যাইবেক ও আসল চালান যে বরকন্দাজ মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হজুরে মাল পঁহুছাইতে যায় তাহার জিম্মা করিয়া দেওয়া যাইবেক যে সদর মোকামে পঁহুছিয়া ফৌজদারী আদালতের নাজিরের স্থানে দেয় ইতি।

কমওজন ও বহুমূল্য দ্রব্যসকল পাঠান যাওনের মতের কথা।

১১ একাদশ প্রকরণ।—যে সকল দ্রব্যের ওজন কম ও মূল্য অনেক তাহা সিন্দুকে কিম্বা পেটরাতে অথবা তোড়াতে বন্দ করিয়া তাহার উপর থানার মোহর হইবেক ও প্রত্যেক দ্রব্যেতে তাহার নম্বর এক পুরজা কাগজেতে লিখিয়া ও তাহার উপর থানার মোহরকরা গিয়া চপটাইয়া দেওয়া যাইবেক ও ঐ নম্বরেতে ও চালানের ১ প্রথম ঘরের লেখা নম্বরেতে মিলান থাকিবেক ও পোলীসের দারোগাদিগের আবশ্যক যে যখন দ্রব্য সকলের প্রসঙ্গ আপনারদিগের রিপোর্টে ও কৈফিয়তে লিখিবেক তখন প্রত্যেক দ্রব্যের নম্বরের জিগির দিয়া লিখে ইতি।

যে দ্রব্যের উপর চুরীর কি লুঠের দাওয়া হয় কি সন্দেহ হয় কেবল সেই দ্রব্য ঘরহইতে বাহির

১২ দ্বাদশ প্রকরণ।—জানান যাইতেছে যে পোলীসের দারোগারা কাহারু ঘরহইতে কোন দ্রব্য তাহার উপর কেহ চুরীর কি লুঠের দ্রব্য বলিয়া দাওয়াকরণবিনা কিম্বা ঐ দ্রব্য চুরীর কি লুঠের দ্রব্যের কোন দ্রব্য বটে এমত চিনা যাওনব্যতিরেকে বাহির করিতে

পারিবেক

পারিবেক না ও যে দ্রব্য একবার ঘরহইতে বাহির করা যায় তাহা মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের বিনাহুকুমে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না ইতি।

করা যাইবার ও বাহির হওয়া দ্রব্য মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের বিনাহুকুমে ফিরিয়া না দিবার কথা।

১৩ ত্রয়োদশ প্রকরণ।—ভারী কোন লুঠপাট কিম্বা সিন্ধমারী কি চুরী হইলে পর পোলীসের দারোগার আবশ্যক যে যে ভূম্যধিকারির ভূমিতে ঐ অপরাধের কর্ম্ম হইয়া থাকে সেই ভূম্যধিকারির কিম্বা তাহার সরবাহকারের নিকটে লুঠের কি চুরীর মালের তফসীলওয়ারী এক তালিকার ফর্দ্দ পাঠাইয়া দেয় ও জমীদারকে কি তাহার নায়েবকে ইহা তাকীদ করিয়া কহিয়া দেয় যে ঐ তালিকার ফর্দ্দ লোকদিগের দৃষ্টিহওনের স্থানে টাঙ্গাইয়া দেয় ও ঐ ভূমির অধিকারেতে যে হাট বাজার থাকে তাহাতে ঢোল ফিরাইয়া কিম্বা অন্য প্রকারে এবিষয় প্রচার করে ও ইহার অতিরিক্ত জমীদার ও তাহার নায়েবের আবশ্যক যে সেকরা ও সোণার ওগয়রহ খুজরা বিক্রয়করণিয়াদিগকে হুকুম দেয় যে যদি কেহ তাহারদিগের নিকটে ঐ দ্রব্য বিক্রয় করিতে লইয়া আইসে তবে তৎক্ষণাৎ তাহার সমাচার পোলীসের আমলাকে দেয় ইতি।

এই প্রকরণের লিখিত অপরাধের কর্ম্ম হইলে লুঠের কি চুরীর মালের তফসীলওয়ারী এক তালিকার ফর্দ্দ যেখানে ঐ অপরাধের কর্ম্ম হইয়া থাকে সেই খানে ইশ্‌তিহার দিবার নিমিত্তে ভূমির অধিকারির নিকটে পাঠান যাইবার কথা।

১৪ চতুর্দ্দশ প্রকরণ।—যদি কাহারু স্থানহইতে লুঠের কি চুরীর দ্রব্য বাহির হয় ও সে ব্যক্তি ঐ দ্রব্যের চুরীর কি লুঠের কথা কিছুই জানি না কহে ও ঐ দ্রব্য ভালমতে ও সঙ্গত রূপে পাওনের কথা জাহির করে তবে পোলীসের দারোগার কি অন্য যে কার্য্যকারক মোকদ্দমার তহকীক করে তাহার আবশ্যক যে ঐ ব্যক্তি ঐ দ্রব্য যে প্রকারে পাইয়াছে তাহার বেওরা তাহার স্থানে জিজ্ঞাসা করে ও ইহা জানিবার যথোচিত চেষ্টা পায় যে কোন্ ব্যক্তির মারফৎ কি প্রকারে ঐ দ্রব্য ঐ ব্যক্তি পাঠাইয়াছে ও কোন্ ব্যক্তি চুরী কি লুঠ করিয়াছে ইতি।

যাহার স্থানহইতে চুরীর কি লুঠের মাল পাওয়া যায় তাহাকে যাহা২ জিজ্ঞাসা করা যাইবেক তাহার কথা।

১৫ পঞ্চদশ প্রকরণ।—যদি কোন ব্যক্তি আপন ঘরের ভিতরে কিম্বা ঘরের উঠানেতে আপনার দ্রব্যজাৎভিন্ন কোন দ্রব্য পায় ও এমত ঠাহরায় যে ঐ দ্রব্য চুরীর কি লুঠের কিম্বা কেহ শত্রুতা করিয়া তাহার ঘরের ভিতর কি ঘরের উঠানেতে ফেলিয়া দিয়াছে তবে সেই ব্যক্তির আবশ্যক যে ঐ দ্রব্য পাওনের পর ইঙ্গরেজী চব্বিশ ঘড়ীর মধ্যে তাহার নিকটে যে থানা থাকে সেই থানাতে পঁহুছাইয়া দেয় ও ঐ দ্রব্য পাওনের বেওরা কথা ঐ থানার দারোগাকে জানায় ও এমত হইলে দারোগার উচিত যে ঐ দ্রব্যপাওনিয়া ব্যক্তির স্থানে তাহা পাওনের কৈফিয়ৎ অর্থাৎ বেওরা লেখাইয়া ও তাহাতে দস্তখৎ তাহার করাইয়া ও দুই তিন জন সাক্ষিরো দস্তখৎ করাইয়া লয় ও ঐ প্রকারেতে দস্তখৎ হওয়া কৈফিয়ৎ যে দ্রব্য পাওয়া গিয়া থাকে তাহাসমেত মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেয় ইতি।

কোন ব্যক্তি আপন বাটী কি ঘরেতে সন্দেহ হওয়া মাল পাইলে তাহার যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

১৬ ষোড়শ প্রকরণ।—জানান যাইতেছে যে বেওয়ারিস সমস্ত চতুষ্পদ জন্তু কি নৌকা কিম্বা কাষ্ঠ অথবা অন্য২ বস্তু সরকারের হইবেক ও পোলীসের দারোগাদিগের কর্ত্তব্য যে এমত যে২ বস্তু তাহারা পায় তাহা আপন২ থানার এলাকা অর্থাৎ অধিকার বুঝিয়া মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের আদালতে পাঠাইয়া দেয় ও যদি এমত২ বেওয়ারিস বস্তুর মধ্যে কোন

বেওয়ারিস সমস্ত বস্তু সরকারের হইবার ও তাহা মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের

আদালতে পাঠান যাইবার কথা।

কোন বস্তু সহজে চালান করা না যাইবার মত ভারী হয় তবে ঐ দারোগার কর্ত্তব্য যে ঐ বস্তুর বিষয়ে কি করা যাইবেক এ বিষয়ে যাবৎ মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হুকুম না হয় তাবৎ ঐ বস্তু গ্রামের জমীদারের কি তাহার সরবরাহকারের কি অন্য প্রধানের জিম্মা করিয়া রাখে ইতি।

১৭ সপ্তদশ প্রকরণ।—পোলীসের দারোগা এবং অন্য আমলারা চুরীর কি লুঠের যত মাল পায় তাহার উপর শতকরা ১০ দশ টাকা হিসাবে কমিস্যন পাইতে পারিবেক ও ঐ কমিস্যনের টাকা ঐ দ্রব্যজাতের মূল্যের নিরূপণ মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরহইতে কিম্বা এ কর্ম্মের উপযুক্ত মাতবর যে কোন ব্যক্তি ঐ সাহেবের হজুরহইতে নিযুক্ত হয় তাহার দ্বারা হইলে ঐ দ্রব্যজাতের মালিকেরদিগের দিতে হইবেক ও মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের আবশ্যক যে উপরের লিখিত প্রকারেতে কমিস্যনের টাকা দারোগা কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারক তাহা পাওনের অধিকারী হয় তাহাকে ঐ দ্রব্যজাতের মালিকের কি তাহার মোখ্তারকারের স্থানহইতে দেওয়াইয়া দেন্ ও যদি কমিস্যনের টাকা দেওয়াইবার নিমিত্তে কিছু দ্রব্য বিক্রয় করা আবশ্যক হয় তবে তাহা আদায়হওনের উপযুক্ত দ্রব্যমাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হুকুমে ব্যক্ত ও প্রকাশরূপে বিক্রয় করা গিয়া দেওয়ান যাইবেক ইতি।

১৭ ধারা।

দারোগারা প্রত্যয়যোগ্য সম্বাদ পাইলে আশ্রফী আদি কৃত্রিমকরণের অপবাদিতদিগের খানাতালাশী করিবার ও তাহারদিগ্‌কে কৃত্রিম করা আশ্রফী আদি ও কৃত্রিম করণের হেতিয়ার ও হিসাবের বহীসমেত মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে পাঠাইবার কথা।

এই ধারাতে যে সকল লোক আশ্রফী কি টাকাওগয়রহ কলব অর্থাৎ কৃত্রিম করে কিম্বা কৃত্রিম টাকাআদি চালায় তাহারদিগের পক্ষে পোলীসের আমলাদিগের যাহা২ করিতে হইবেক তাহা লেখা যাইতেছে।

পোলীসের দারোগাদিগের আবশ্যক যে যে সকল লোক জানিয়া শুনিয়া কৃত্রিম টাকা আদি চালায় কিম্বা যে সকল লোকের উপর আশরফী কি টাকাওগরহ কলব অর্থাৎ কৃত্রিম করণের কি তাহা কাটিয়া কিম্বা চাঁচিয়া লওনের অথবা মেকীকরণের কিম্বা অন্য প্রকারে মন্দকরণের তহমৎ হয় সে সমস্ত লোককে গ্রেফ্তার করিয়া মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেয় ও পোলীসের দারোগাদিগের কর্ত্তব্য যে যদি তাহারদিগের নিকটে ঐ২ বিষয়ের প্রত্যয়যোগ্য সমাচার পঁহুছে তবে যাহারদিগের উপর কৃত্রিম আশরফী কি টাকা আদি বানাইবার কিম্বা জানিয়া শুনিয়া তাহা চালাইবার তহমৎ হয় এই আইনের ১৬ ধারার লিখিত হুকুমমতে তাহারদিগের খানাতালাশী করে ও যত কৃত্রিম টাকাআদি তাহারদিগের স্থানে পায় তাহা ও যে সকল অস্ত্র ও হেতিয়ার তাহা কাটন ও চাঁচন ও কৃত্রিমকরণের কার্য্যে লাগে তাহা এবং ঐ কৃত্রিম টাকাওগয়রহ বেচিবার ও চালাইবার বাবৎ হিসাবের সমস্ত বহী ও যে অপরাধের কর্ম্মকরণে তহমৎ অপরাধিদিগের উপর হয় সেই অপরাধ যে সকল সাক্ষির সাক্ষ্যদ্বারা প্রমাণ হইতে পারে সেই সকল সাক্ষিসমেত মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে চালান করে ইতি।

১৮ ধারা।

এই ধারাতে ৫ পাঁচ প্রকরণ ও হঙ্গামা ও ফসাদ না হইতে পারিবার ও তাহা থামাইবার

বার নিমিত্তে পোলীসের আমলাদিগের যেং কার্য্য করিতে হইবেক তাহার কথা লেখা যাইতেছে।

১ প্রথম প্রকরণ।—পোলীসের দারোগাদিগের কর্ত্তব্য যে যেং স্থানেতে মেলা হয় কিম্বা কোন ঈদের কি পর্ব্বের সময়ে লোক জমা হয় অথবা যেখানেং এক কালে অনেক লাক জমা হয় সেং স্থানেতে কাজিয়া ফসাদ না হইতে পারিবার নিমিত্তে আপনি সরেজমীনে যায় কিম্বা আপনং তাবে আমলার মধ্যহইতে এক জন কি তাহাহইতে অধিক জন যাহা উপযুক্ত বুঝে তাহা পাঠাইয়া দেয় ইতি।

মেলাআদিতে অনেক লোক জমাহওনের স্থানে পোলীসের আমলারদিগের স্বয়ং যাইতে হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—পোলীসের দারোগাদিগের কর্ত্তব্য যে তাহারা এক জন অন্য জনের ক্ষেতের ফসলতসরুফ করণ কি তাহার গরুআদি চতুষ্পদ জন্তুতে তাহা খাওনজন্যে অথবা বিরোধের ভূমি কিম্বা ফসল কি পুষ্করিণী কি নালা কি হওজ অর্থাৎ ডোবাভূমির কাজিয়াতে কি অন্যং হেতুতে লোকেরা হঙ্গামা ও ফসাদকরণের মনস্থে জমা হইয়াছে কিম্বা হঙ্গামা ও ফসাদ উপস্থিত করিবার সলা পরামর্শ করিতেছে এমত সমাচার পাইলে তৎক্ষণাৎ সরেজমীনে যায় কিম্বা আপনং মুহুরির কি জমাদারকে পাঠাইয়া দেয় ও পোলীসের দারোগা কি অন্য যে আমলা এ কর্ম্মেতে যায় তাহার কর্ত্তব্য যে যে জমীদার কি তালুকদারের অধিকারে কিম্বা যে ইজারদারের ইজারার অধিকারে বিবাদকরণিয়া লোকেরা জমা হইয়া থাকে প্রথমতঃ সেই জমীদার কি তালুকদার কি ইজারদারের নিকটে গিয়া তাহারদিগ্‌কে অতিতাকীদ করিয়া কহে যে তৎক্ষণাৎ কাজিয়াকরণিয়া উভয় পক্ষেরে তফাৎ ও ভিন্নং করিয়া দেয় ও বিবাদকরণিয়া লোকদিগ্‌কে জানাইয়া দেয় যে যদি কখন কিছু হঙ্গামা ফসাদ হয় তবে বিরোধের ভূমি কি ফসল সরকারে জব্দ হইবেক ইতি।

লোকেরা হঙ্গামা ও ফসাদ উপস্থিত করিবার মনস্থে জমাহওনের খবর পাইলে পোলীসের আমলাদিগের জমীদারদিগ্‌কে উভয় বিবাদিদিগকে অন্তর করিতে ও নহিলে বিরোধের বস্তু সরকারে জব্দ হইবেক ইহা কহিতে হইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যদি উপরের লিখিত তদবীর ও উপায়েতে বিবাদকরণিয়ারা তফাৎ না হয় তবে পোলীসের ঐ আমলার কর্ত্তব্য যে আপনি তাহারদিগ্‌কে তাকীদ করিয়া কহে যে তফাৎ ও ভিন্নং হয় ও তাহারদিগকে পরামর্শ দেয় যে সালিসের কি পঞ্চাইতের দ্বারা কাজিয়া রফা করে কিম্বা ঐ মোকদ্দমা বিচার ও নিষ্পত্তি হইবার নিমিত্তে আদালতে দরপেশ করে ও যদি ইহাতে কার্য্য না দর্শে তবে পোলীসের কার্য্যকারকের আবশ্যক যে উচ্চৈঃস্বর ও শব্দকরিয়া সমস্ত লোককে ইহা কহে ও জানাইয়া দেয় যে যদি এই কাজিয়াতে কেহ প্রাণে মরে কিম্বা জখমী ও ঘাইল হয় অথবা শক্ত মারিপীট খায় তবে ঐ সমুদয় লোক দাঙ্গাবাজ ঠাহরা গিয়া গ্রেস্তারহওনের ও ফৌজদারী আদালতের বিচারের যোগ্য হইবেক ও পোলীসের কার্য্যকারকদিগের ইহাও আবশ্যক যে তৎক্ষণাৎ দাঙ্গাবাজ লোকদিগের সমস্ত সরদার লোককে গ্রেস্তার করিতে যথোচিত চেষ্টা করে ও যদি তাহারদিগ্‌কে গ্রেস্তার করিতে না পারে তবে তাহারদিগের নাম ও নিবাস জানিয়া লিখে ও সাধ্যমতে যে সকল লোক উভয় পক্ষের সহিত কিছু এলাকা না রাখে ও হঙ্গামার কথা ও তাহা হওনের হেতু ও কোন্ ব্যক্তি তাহার উত্থাপক তাহা জ্ঞাত থাকে তাহারদিগের ইশাদি লেখাইয়া

পোলীসের আমলারা কাজিয়া হঙ্গামা না হইতে পাইবার ও তাহা থামাইবার নিমিত্তে যেং তদবীর করিবেক তাহার কথা।

লেখাইয়া লয় ও এমত২ উপায়করণের পর তাহারদিগের আবশ্যক হইবেক যে ঐ সকল লোক ইহার পরে কি করিবেক এ বিষয়ের খবরগিরী করিবার নিমিত্তে কএক জনকে নিযুক্ত রাখে ও শীঘ্র মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হজুরে সমস্ত বেওরা লিখিয়া পাঠায় পরে মাজিষ্ট্রেটসাহেব অপরাধী কি অপরাধিদিগকে গ্রেপ্তার করিবার ও শাস্তি দিবার নিমিত্তে যে তদবীর ও উপায় করা উপযুক্ত বুঝেন্ তাহা করিবেন ইতি।

দারোগারা উভয় পক্ষের কোন পক্ষের দ্রব্যের নেগাহবানী করিতে বরকন্দাজ নিযুক্ত করিতে না পারিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—পোলীসের আমলাদিগের কর্ত্তব্য যে উপরের লিখিত হুকুমমতে আপনি সরেজমীনে যাইয়া হঙ্গামা না হইতে পারিবার নিমিত্তে যে উপায় করা উপযুক্ত হয় তাহা করে কিন্তু তাহারদিগকে কোন প্রকারে অনুমতি নাহি যে আপনি হঙ্গামাকরণিয়াদিগের শামিল হয় কি হঙ্গামাকরণিয়াদিগের উভয় পক্ষের কোন পক্ষের সহকারিতা করে ও তাহারদিগকে অতিনিষেধ করা যাইতেছে যে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের দেওয়া হুকুমব্যতিরেকে আপনার তাবে বরকন্দাজ লোককে কিম্বা কোন মজকুরী পেয়াদাকে উভয় পক্ষের কেহ হঙ্গামা হইবেক এমত দৃঢ় বোধহওনপযুক্ত সহায়তার নিমিত্তে থানাতে দরখাস্ত দিলে তাহার বস্তুর ও দ্রব্যের হেফাজাৎ অর্থাৎ রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্তে তৈনাৎ না করে ইতি।

ভূমির পরিমাণের কি ফসলের পরিমাণ ও রকমের নিরূপণ কি বিরোধের ভূমির নক্শা তৈয়ার করিয়া মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হজুরে পাঠাইবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—যদি উভয় বিবাদির বিবাদ ভূমি কি ফসল লইয়া হয় তবে পোলীসের দারোগার আবশ্যক যে যে কৈফিয়ৎ মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হজুরে পাঠায় তাহাতে বিরোধের জমীনের পরিমাণের কিম্বা ফসলের রকম ও পরিমাণের নিরূপণ লিখিয়া দেয় ও সীমানাসরহদ্দের কাজিয়াতে ঐ দারোগার কর্ত্তব্য যে স্থানের নক্শা যাহা দেখিয়া বিরোধের ভূমি বিলক্ষণরূপে জানিতে পারা যায় তাহা করিয়া আপন রিপোর্টের শামিলে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেয় ইতি।

১৯ ধারা।

এই ধারাতে ১৭ সতের প্রকরণ ও পোলীসের আমলা লোক কয়েদীদিগের জোবানবন্দী করিবার ও মোটে তাহারদিগের পক্ষে সুব্যবহারকরণের বিষয়ে যে২ কার্য্য করিবেক তাহার মোতালক হুকুম লেখা যাইতেছে।

তিন চারি জন সাক্ষির সাক্ষাৎ আসামীর জোবানবন্দী করিয়া লইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— এই আইনের লিখিত হুকুমমতে কোন ব্যক্তি গ্রেপ্তার হইয়া পোলীসের দারোগা কি অন্য কার্য্যকারকের নিকটে আইলে ঐ দারোগা কি অন্য কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য যে সেই ব্যক্তির জোবানবন্দী মাতবর তিন চারি জন সাক্ষী যাহারদিগের ঐ জোবানবন্দীর সত্যতার নিমিত্তে হলফ করিতে হইবেক তাহারদিগের সাক্ষাৎ বিনা হলফে করিয়া লয় ও পোলীসের দারোগা কি অন্য কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য যে মোকদ্দমার আহওয়াল জিজ্ঞাসা ও তহকীক করিয়া আসামীর স্থানে এ কথার সন্ধান লইয়া লিখে যে কোন্২ ব্যক্তি অপরাধের কর্ম্মকরণের সঙ্গী সাথী ছিল ও যদি কোন দ্রব্য চুরী কি লুঠ গিয়া থাকে তবে তাহা কাহার২ স্থানে আছে কিম্বা কোন স্থানেতে রাখা গিয়াছে ও যদি আসামী বিনা জোরজবরীতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কবুল করে তবে তৎক্ষণাৎ আসামীর

স্থানে

স্থানে সে যে ভাষা জানে সেই ভাষাতে ঐ একরার অর্থাৎ কবুল করা কথা লেখাপড়া জানে ও পোলীসের চাকর না হয় ও থানার সহিত কিছু এলাকা না রাখে এমত তিন চারি জন মাতবর সাক্ষির সাক্ষাৎ লেখাইয়া লওয়া যাইবেক ও যদি এমত২ লোক না পাওয়া যায় তবে গ্রামের বাশিন্দা মাতবর২ লোক ঐ একরার অর্থাৎ কবুলা কথা লেখা কাগজে তাহার সত্যতার নিমিত্তে সাক্ষিস্বরূপে আপন২ নাম লেখাইয়া নিশানী সহী করিবেক ও যে ব্যক্তি আপন ইচ্ছাতে কবুল করে তাহাকে এবং ঐ কবুলের সাক্ষিদিগকে একরারের অর্থাৎ কবুলের কথা লেখা কাগজে দস্তখৎকরণ ও ইশাদি লিখনের পুর্ব্বে তাহা পড়িয়া দেখিবার অনুমতি সর্ব্বকালে থাকিবেক ও যদি তাহারা পড়িতে না পারে তবে পোলীসের দারোগা কি অন্য কার্য্যকারকের আবশ্যক যে আপনি তাহা পড়িয়া তাহারদিগ্‌কে শুনায় ও কবুলের কথা লেখা প্রতিকাগজে তারিখ ও বার ও সময় ও যে স্থানেতে কবুলের কথা লেখাইয়া লওয়া যায় তাহার জিগির লেখা যাইবেক ও কবুল করা আসামীর দস্তখৎ ও সাক্ষিদিগের ইশাদি লেখা আসল কবুলের কাগজ মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে পাঠান যাইবেক তাহার নকল কোন মতে পাঠান যাইবেক না ও ইহার অতিরিক্ত পোলীসের দারোগা কি অন্য যে কার্য্যকারক তহকীক করে তাহার আবশ্যক যে ঐ কবুলা কথার সত্যতার নিমিত্তে তাহাতে আপন দস্তখৎ করে ও যে ব্যক্তি তাহা লেখে তাহার দস্তখৎ করায় ইতি।

আসামীর কবুলের কথা লিখিয়া লইবার সময়ে যে২ হুকুম মত কার্য্য করিতে হইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জানান যাইতেছে যে কোন কথা কি সন্ধান পাইবার নিমিত্তে আসামীদিগের কি সাক্ষিদিগের প্রতি কিছু জোরজবরী করা যাইবেক না ও পোলীসের আমলাদিগ্‌কে অতিনিষেধ করা যাইতেছে যে কোন অপরাধের কর্ম্মকরণের তহমৎহওনপ্রযুক্ত যে আসামী গ্রেফ্তার হইয়া আইসে তাহাকে কোন প্রকারে কি ছলেতে অপরাধের কর্ম্মকরণের কথা কবুল করাইবার নিমিত্তে খাতিরদারী না করে ও মাফ অর্থাৎ ক্ষমা পাইবার আশা দিয়া প্রবৃত্তি না লওয়ায় ও গালিগালাজ দিয়া ভীত না করে ও যদি পোলীসের কোন আমলা কিম্বা কোন জমীদার কি ইজারদার অথবা অন্য কোন ব্যক্তি কোন আসামীর উপর জবরী করিয়া কবুল করাইবার কিম্বা কোন খবর ও সম্বাদ পাইবার জন্যে জবরদস্তী ও নিষ্পীড়ন করে তবে তাহার কসুর মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের কি দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবের হজুরে সাবুদ হইলে মোকদ্দমার ভাবদৃষ্টে শাস্তিপাওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

কোন আসামীর উপর অপরাধকরণ কবুল করাইবার নিমিত্তে জোরজবরী করিতে কি কুব্যবহার করিতে কি তাহাকে প্রবৃত্তি দিতে নিষেধহওনের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যদি কোন একরার অর্থাৎ কাহারু কবুলকরা কোন কথা রাত্রিতে কিম্বা পোলীসের থানাভিন্ন অন্য স্থানেতে লিখিয়া লওয়া যায় তবে দারোগার আবশ্যক যে সর্ব্বদা তাহার হেতু আপন রিপোর্টে লিখে ইতি।

রাত্রে কি থানাভিন্ন অন্য স্থানে কবুলকরা কথা লিখিয়া লওনের হেতু রিপোর্টে লিখিতে হইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—উপরের লিখিত হুকুমের অনুসারে এমত বোধ না হয় যে পোলীসের দারোগা কি অন্য আমলাদিগ্‌কে অপরাধের ক্রিয়াকরণের সঙ্গী সাথী যে২ লোক থাকে তাহা জানিতে পারিবার কিম্বা চুরীর কি লুঠের মাল যে স্থানে রাখা গিয়াছে তাহা

দারোগা গোপনে যাহার স্থানে হয় জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবার কথা।

ব্যক্ত

ব্যক্ত হইবার অথবা অপরাধের ক্রিয়াকরা সাবুদহওনের হেতু পাওয়া যাইবার নিমিত্তে গোপনে কোন জনকে জোবানী জিজ্ঞাসাবাদ করিতে বারণ আছে ইতি।

যে আসামীরা আপনার অপরাধকরা কবুল করে তাহারা থানাতে আলাহিদা কয়েদ থাকিবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—জানান যাইতেছে যে যে সকল আসামী আপনারদিগের অপরাধকরণের কথা কবুল করে তাহারদিগকে সাধ্যমতে থানাতে আর যে সকল কয়েদী কয়েদ থাকে তাহারদিগহইতে আলাহিদা করিয়া কয়েদ রাখা যাইবেক ও যখন তাহারদিগকে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে চালান করিতে হয় তখন আলাহিদা অর্থাৎ পৃথক রূপে বরকন্দাজের জিম্মা করিয়া পাঠান যাইবেক ইতি।

সাক্ষিদিগের স্থানে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের আদালতে হাজির হইবার অর্থে মুচলকা লেখাইয়া লইবার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।— পোলীসের দারোগাদিগের আবশ্যক যে কবুলের সাক্ষিদিগের স্থানে যখন কয়েদি লোকেরা সদর মোকামে পঁহুছে তখন তাহারা মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের আদালতে হাজির হইবার নিমিত্তে মুচলকা লেখাইয়া লয় এবং ইহাতে সাবধান হয় যে ঐ সাক্ষিরা ইহার অন্য মত না করে ইতি।

কয়েদিদিগের থানাতে থাকনের মতের কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।— জানান যাইতেছে যে কয়েদি লোকেরা যাবৎ থানাতে কয়েদ থাকে তাবৎ থানার ঘরেতে কিম্বা কোতখানাতে অথবা অন্য ছায়াবিশিষ্ট স্থানেতে কয়েদ থাকিবেক ইতি।

দারোগারা এই প্রকরণের লিখিত প্রকারেতে অপরাধিদিগকে পায় হাড়ি দিয়া রাখিতে পারিবার কথা।

৮ অষ্টম প্রকরণ।— দারোগাদিগকে অনুমতি আছে যে লুটিয়ারা কি খুনী কিম্বা ডাকাইতদিগকে কিম্বা যাহারা মাশূর বদমাইশ তাহারদিগকে কি যাহারা পূর্ব্বে জেলখানাহইতে পলাইয়া থাকে তাহারদিগকে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে চালান না করণ পর্য্যন্ত হেফাজাতে অর্থাৎ সাবধানে রাখিবার নিমিত্তে রাত্রিকালে পায় হাড়ি দিয়া রাখিতে পারিবেক কিন্তু পোলীসের দারোগাদিগকে অতিনিষেধ করা যাইতেছে যে রাত্রিকালব্যতিরেকে ও লুটিয়ারা কি খুনী কিম্বা ফেরারী অর্থাৎ পলাইয়া যাওয়া কয়েদী কি মাশূর বদমাইশ কি অন্য যেং মন্দ লোকদিগকে সাবধানে রাখণের নিমিত্তে এ প্রকারের আবশ্যক হয় তাহা ব্যতিরেকে অন্য ব্যক্তিকে পায় হাড়ি দিয়া না রাখে ও যদি এ হুকুমের অন্য মত করে তবে কর্ম্ম হইতে তগীর হইবার যোগ্য হইবেক ইতি।

ভারীং অপরাধের কর্ম্ম করণিয়াদিগের হাতে হাতকড়ি দিবার কথা।

৯ নবম প্রকরণ।—পোলীসের দারোগাদিগের আবশ্যক যে যে সকল লোক ভারীং অপরাধের কর্ম্ম করে তাহারদিগকে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের আদালতে চালানকরণের সময়ে এখনপর্য্যন্ত যেমত তাহারদিগের হাত পা দড়ি দিয়া বান্ধা গিয়া থাকে তাহার বদলে পাতলং যে সকল হাত কড়ি মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবেরা তাহারদিগের নিকটে পাঠাইয়া দেন্ সেই হাতকড়ি তাহারদিগের হাতে দিয়া চালান করে ইতি।

আসামীর উপর শক্কাই হওনের জওয়াব দিবার দায় পোলীসের দারোগার শিরে থাকিবার কথা।

১০ দশম প্রকরণ।—আসামী যে কালপর্য্যন্ত থানাতে থাকে তাহার মধ্যে তাহাকে হেফাজাতে অর্থাৎ সাবধানে রাখিবার নিমিত্তে যাহা আবশ্যক হয় তাহাব্যতিরিক্ত কিছু কুব্যবহার কি শক্কাই তাহার প্রতি হইলে পোলীসের দারোগার তাহার জওয়াব দিতে হইবেক ইতি।

১১ একাদশ প্রকরণ।

১১ একাদশ প্রকরণ।—মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের আদালতে কয়েদীদিগকে সাবধানে পঁহু ছাইবার তৈনাতী বরকন্দাজ লোক প্রায় সকল প্রকারেতে প্রতিদিন ছয় ক্রোশের কম ও আট ক্রোশের বেশী পথ চলিবেক না ইতি।

প্রতিদিন যত ক্রোশ পথ চলা যাইবেক তাহার কথা।

১২ দ্বাদশ প্রকরণ।—পোলীসের যে আমলারা কয়েদিদিগের নেগাহবানীতে তৈনাৎ হ ইয়া যায় তাহারা রাত্রিতে যখন কোন গ্রামে উত্তরে তখন আপনারদিগের পঁহুছনের সমা চার গ্রামের জমীদার কি ইজারদার কিম্বা মণ্ডলকে দিবেক ও জমীদারআদির আবশ্যক যে কয়েদিদিগ্কে রাত্রিতে হেফাজাতে রাখিবার উপযুক্ত ঘেরাঘোরা স্থান নিরূপণ করি য়া দেয় ও গ্রামের চৌকীদারদিগ্কে হুকুম দেয় যে তাহারদিগ্কে সাবধানে রাখিবার সহা য়তা করে ইতি।

কয়েদীদিগ্কে সাবধান রাখণের উপযুক্ত স্থান জমীদারআদির ঠাহরিয়া দিতে হইবার কথা।

১৩ ত্রয়োদশ প্রকরণ।—যদি কয়েদী লোক থানাহইতে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের আদালতে পঁহুছিতে পারিবার উপযুক্ত কিছু পথখরচ আপনারদিগের স্থানে না রাখে তবে পোলী সের দারোগাদিগের তাহারদিগের খোরাকীর নিমিত্তে দররোজা /০ এক আনার অ ধিক না হইয়া যত করিয়া আবশ্যক হয় তাহা পেশগীরূপে অর্থাৎ আগামী তাহারদিগ্কে দিতে হইবেক ও এ প্রকার দেওয়া গেলে সর্ব্বদা তাহারা ইহা মাজিষ্ট্রেট্সাহেবকে এত্তেলা করিবেক ইতি।

কয়েদী লোকের সঙ্গে পথখরচ কিছু না থাকিলে খোরাকীর নিমিত্তে দর রোজা যাহা পাইবেক তা হার কথা।

১৪ চতুর্দ্দশ প্রকরণ।— কয়েদি লোক সদর মোকামে পঁহুছিলে পর তাহারদিগ্কে পঁহুছাইবার তৈনাতী বরকন্দাজদিগের আবশ্যক যে তাহারদিগ্কে ফৌজদারী আদাল তের নাজিরের কি মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের তাবে অন্য কার্য্যকারকের জিম্মা করিয়া দেয় যে ঐ কয়েদিদিগ্কে মাজিষ্ট্রেট্সাহেব মোকদ্দমার রিপোর্ট দৃষ্টি না করণপর্য্যন্ত কোতখানাতে কি অন্য হেফাজাতের স্থানেতে রাখা যায় ও সেই সময়পর্য্যন্ত কয়েদী লোকের হামরাও বরকন্দাজেরদের মধ্যে এক কি তাহাহইতে অধিক জন মোকদ্দমার মোতালক কোন কথা তাহারদিগের স্থানে জিজ্ঞাসাকরণের আবশ্যক হইলে করা হইবার নিমিত্তে হাজির থাকি বেক ইতি।

কয়েদীদিগ্কে সদর মোকামে পঁহুছিলে পর ফৌজদারী আদালতের নাজিরের জিম্মা করিবার কথা।

১৫ পঞ্চদশ প্রকরণ।—জানান যাইতেছে যে যে সকল কয়েদীকে এক জিলার ফৌজ দারী আদালতহইতে অন্য জিলার ফৌজদারী আদালতে পাঠান যায় কিম্বা যে সকল কয়ে দীকে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুরহইতে মফঃসলেতে খালাস দেওনের নিমিত্তে পাঠান যায় তাহারদিগের সঙ্গে অন্য২ কাগজ ছাড়া তাহারদিগের নাম ও যেখানে তাহারদিগের যাই তে হইবেক সে স্থানের নামসম্বলিত আর এক খোলা চালান পাঠান যাইবেক ও পোলী সের দারোগাদিগের ঐ চালানমতে তাহারদিগ্কে আপন থানাহইতে পোলীসের বরকন্দা জের জিম্মা করিয়া অন্য থানাতে পঁহুছাইয়া দিতে হইবেক ও এমত২ বিষয়ের কৈফিয়ৎ অর্থাৎ বৃত্তান্ত কয়েদি লোকের নাম ও আর২ বেওরাসহিত এই আইনের ৮ ধারার নিরূ পিত রোজনামার বহীতে লিখিতে হইবেক ইতি।

কয়েদী লোককে এক জিলাহইতে অন্য জিলা তে কি এক থানাহইতে অন্য থানাতে পোলীসের বরকন্দাজ সঙ্গে দিয়া পা ঠান যাইবার কথা।

কোন আসামীকে থানার কাছারীতে ইঙ্গরেজী ৪৮ ঘড়ির অধিক কাল না রাখা যাইবার কথা।

১৬ ষোড়শ প্রকরণ।—পোলীসের দারোগাও অন্য কার্য্যকারকদিগকে নিষেধকরণার্থে হুকুম হইল যে কোন আসামীকে এই আইন কি অন্যং আইনানুসারে তাহারদিগকে যাহাং তহকীক করিবার হুকুম আছে তাহা করিতে যে কাল লাগে তাহার অধিক কাল মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হুজুরে চালানকরণবিনা থানাতে না রাখে ও যদি কোন হেতুপ্রযুক্ত ঐ তহকীক আসামী থানাতে আইসনকালাবধি ইঙ্গরেজী ৪৮ আটচল্লিশ ঘড়ীর মধ্যে হইতে না পারে তবে ঐ তহকীক করা সারা না হইলেও সে আসামীকে মোকদ্দমার রিপোর্ট এবং এই আইনের শেষের লিখিত ২ দ্বিতীয় নম্বরের নক্‌শামত চালান সহিত মাজিষ্ট্রেট্‌ সাহেবের হুজুরে পাঠাইতে হইবেক ও ঐ চালানের এক নকল যে বরকন্দাজের জিম্মা করিয়া ঐ আসামীকে পাঠান যায় তাহার স্থানে দেওয়া যাইবেক যে তাহা সে সদর মোকামে পঁহুছিয়া ফৌজদারী আদালতের নাজিরকে দেয় ইতি।

পোলীসের দারোগারা যেং হুকুমমতে কার্য্য করিবেক তাহার ও ধরাপড়া ব্যক্তিরা জামিন দেওন কি মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের খাস হুকুম হওনবিনা খালাসী না পাইবার কথা।

১৭ সপ্তদশ প্রকরণ।—পোলীসের আমলাদিগের কর্ত্তব্য যে যে সকল লোক তাহারদিগের থানার এলাকা অর্থাৎ অধিকারেতে গ্রেপ্তার হয় তাহারা গ্রেপ্তারহওনের পরে জে রজামিনীতে থাকে বা না থাকে সে সমস্ত লোকের কৈফিয়ৎ অর্থাৎ বেওরা লিখিয়া মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হুজুরে পাঠাইয়া দেয় ও যে কেহ একবার গ্রেপ্তার হয় সে জামিন দেওন কিম্বা তাহার খালাসীর নিমিত্তে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের খাস হুকুমহওনবিনা খালাসী পাইবেক না ইতি।

২০ ধারা।

এই ধারাতে ১২ বার প্রকরণ ও মশহূর বদমাইশ লোকের ও আর যে সকল লুচ্চালোকন্দরা ও দুষ্ট বোধহওয়া লোকেরা থানার অধিকারের মধ্যেতে নানা স্থানী হইয়া ফিরে তাহারদিগের গ্রেপ্তারীর ও খালাসীর কথা লেখা যাইতেছে।

পোলীসের দারোগাদিগের সমস্ত মশহূর বদমাইশ লোককে গ্রেপ্তার করিয়া মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হুজুরে পাঠাইতে হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—পোলীসের দারোগাদিগের আবশ্যক যে তাহারদিগের থানার অধিকার নিবাসী সমস্ত মশহূর মদমাইশ লোককে ও মশহূর ডাকাইত ও বাটপাড় ও লুঠিয়ারাদিগকে ও সিন্ধাল ও চোর ও থাঙ্গীদারদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হুজুরে পাঠাইয়া দেয় ইতি।

পোলীসের দারোগাদিগের নিকটে থানার অধিকারের মধ্যে মশহূর বদমাইশ লোক বসতী করণের বাবৎ কোন নালিশ হইলে তাহারা গোপনে তাহার তহকীক করিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—পোলীসের কোন দারোগার নিকটে যদি কেহ কাহারু নামে এই মজমুনে নালিশের আরজী দেয় যে অমুক মশহূর ডাকাইত কি সিন্ধাল কি চোর কিম্বা থাঙ্গীদার এই থানার অধিকারে বাস করে কিম্বা যদি দারোগা এ বিষয়ের প্রত্যয়যোগ্য সম্বাদ পায় তবে তাহার আবশ্যক যে ঐ ব্যক্তি তাহার থানার অধিকারে বাস করে ইহা তহকীক জানা গেলে পর তাহাকে গ্রেপ্তারকরণে পূর্ব্বে সে সৎলোক কি বদমাইশ ও তাহার গুজরাণের সংস্থান কি তাহা জানা যাইবার নিমিত্তে সরাসরী অর্থাৎ স্থূলং যাহাং তহকীক করা বিহিত হয় তাহা স্পষ্টরূপে না করিয়া গোপনে করে যে আসামী টের পাইয়া পলইয়া না যায় ও যদি ঐ তহকীককরণেতে এমত নালিশ কি সম্বাদ

হওনের

হওনের আমূল আছে ইহা অনুমান হইবার কোন মাতবর হেতু পাওয়া যায় তবে পোলীসের দারোগা কি অন্য কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য যে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া বিনাহলফে তাহার নাম ও তাহার জাতি কুটুম্বের নাম ও তাহার পেশা অর্থাৎ ব্যবসা ও গুজরাণের সংস্থান ও নিবাস জিজ্ঞাসা করে ও যদি ঐ তহকীককরণেতে কি সাধ্যমতে অন্যং যে তহকীক হইতে পারে তাহা করিয়া ইহা বুঝা যায় যে আসামীর নামে হওয়া ঐ নালিশ কি এত্তেলা অতিঅমূলক ও তাহা সাজাইয়া বানাইয়া করিয়াছে ও যদি আসামী মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুরে হাজির হইবার নিমিত্তে মাতবর জামিনী দিতে পারে তবে তাহার জামিনী মঞ্জুর হইবেক ও জামিন না দিলে এবং যে সকল প্রকারেতে আসামীর কথার দ্বারা ঐ নালিশ কি এত্তেলা সত্য বোধ হয় সে সকল প্রকারে ঐ আসামীকে পূরা নিগাবানীতে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুরে মোকদ্দমার হকীকৎ অর্থাৎ যথার্থ বৃত্তান্ত বুঝা যাইবার নিমিত্তে যেং কৈফিয়ৎ অর্থাৎ বেওরার আবশ্যক হয় তাহাসহিত পাঠান যাইবেক ইতি।

আসামীকে তাহার গুজরাণের বেওরা বুঝিয়া ছাড়িয়া দেওয়া যাইবার কিম্বা মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুরে পাঠান যাইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—উপরের লিখিত হুকুমের দ্বারা এমত বোধ না হয় যে পোলীসের দারোগারা মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুরহইতে খাস অর্থাৎ বিশেষ হুকুম পাওনবিনা নীচের প্রকরণের লিখিত লোকদিগের সদ্বৃত্তির কি অসদ্বৃত্তির অর্থাৎ সৎকর্ম্ম কি দুষ্কর্ম্ম করিয়া গুজরাণকরণের বাবৎ সুরতহাল করিতে পারিবেক ইতি।

দারোগারা মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের বিনাহুকুমে নীচের লিখিতব্য লোকদিগের সৎবৃত্তি কি অসৎ বৃত্তির বাবৎ সুরতহাল করিতে না পারিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যদি পোলীসের কোন দারোগার নামে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুর হইতে দুষ্ট বোধহওয়া কোন ব্যক্তির কি যে ব্যক্তির গুজরাণের সংস্থানেতে সন্দেহ হয় তাহার সদ্বৃত্তি কি অসদ্বৃত্তির অর্থাৎ সৎকর্ম্ম কি দুষ্কর্ম্ম করিয়া গুজরাণকরণের তহকীক ও সুরতহাল সরেজমীনেতে করিবার হুকুম হয় তবে ঐ দারোগার আবশ্যক যে দুষ্ট বোধ হওয়া ব্যক্তি যে গ্রামে বাস করে জানা যায় সে গ্রামেতে আপনি যায় কিম্বা আপনার তাবে মুহুরির কি জমাদারকে সরেজমীনেতে পাঠাইয়া দেয় ও তহকীক করিতে পোলীসের যে আমলা নিযুক্ত হয় তাহার আবশ্যক যে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুরহইতে খাস অর্থাৎ বিশেষ হুকুম না পাওনমতে সেই গ্রামের বাশিন্দা লোকহইতে স্ত্রীলোকভিন্ন চারি পাঁচ জন প্রধান কি মধ্যম লোককে তলব করিয়া তাহারদিগের স্থানে বিনাহলফে দুষ্ট বোধহওয়া ব্যক্তির হাল ও সাবেক বাসস্থান ও আবরু শরমের কথা ও তাহার গুজরাণের সংস্থান ও বিষয় ও লাঙ্গল কি ভূমি কিম্বা চতুষ্পদ জন্তু কি অন্য দ্রব্যজাত যাহা থাকে তাহা জিজ্ঞাসা করে এবং তাহার নিকটে অন্য বদমাইশ্ লোক ও হেতিয়ারবন্দ লোক গমনাগমন করে কি তাহার সঙ্গে শামিলে থাকে কি না ও যদি তাহা হয় তবে এমতং ব্যক্তির নাম ও সে প্রায় সর্ব্বদা আবশ্যকবিনা বাটীহইতে অদর্শন হয় কি না ও তাহার আহওয়াল যেমত দেখা যায় প্রায় সর্ব্বদা তাহার মত খরচপত্র করে কি তাহাহইতে অধিক ও ঐ গ্রামের লোকের সহিত তাহার কিছু শত্রুতা আছে কি না ও ইহার পূর্ব্বে সে কখন গ্রেপ্তার হইয়াছিল কি না ও যদি হইয়া থাকে তবে কোন্ আদালতে হইয়াছিল ইহা তাহারদিগের স্থানে জানিয়া লয় ইতি।

পোলীসের আমলাদিগের নামে সন্দেহ হওয়া লোকদিগের গুজরাণের সংস্থানের তহকীক ও সাক্ষিদিগের স্থানে জিজ্ঞাসাবাদ সরেজমীনেতে করিবার হুকুম হইলে যাহারদিগের সাক্ষ্য লওয়া যাইবেক তাহার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।

আসামীর সদ্বৃত্তি জানা গেলে রিপোর্ট পাঠাইবার নতুবা সাক্ষিদিগের স্থানে মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবের আদালতে হাজির হইবার মুচলকা লইবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—ঐ সুরতহালেতে তাহা সত্য জানা যাইবার নিমিত্তে যাহারদিগের স্থানে তাহার কথা জিজ্ঞাসাবাদ করা গিয়া থাকে তাহারদিগের দস্তখৎ করাণ যাইবেক ও যদি করা তহকীকের দ্বারা দুষ্ট বোধহওয়া ব্যক্তির সদ্বৃত্তি অর্থাৎ সৎকর্ম্ম করিয়া গুজরাণকরণের কথা সাবুদ হয় তবে দারোগার আবশ্যক যে কেবল আপন করা রিপোর্ট মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে পাঠাইয়া ঐ সাহেবের হুকুমের প্রতীক্ষায় থাকে কিন্তু যদি তাহা না হইয়া ঐ ব্যক্তির বদমাইশী সাবুদ হয় তবে মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরহইতে বিশেষ হুকুমহওনব্যতিরেকে কোন মতে চারি জনের কম না হয় এমত সাক্ষিদিগের স্থানে ঐ সাহেবের হজুরে সাক্ষ্য দিবার কারণ হাজির হইবার নিমিত্তে মুচলকা লেখাইয়া লওয়া যাইবেক ইতি।

বদমাইশ ও সন্দেহ হওয়া লোকেরা খালাসী পাইতে হইলে গ্রামের প্রধানআদির সাক্ষাৎ পাইবার ও ঐ প্রধানেরা এই প্রকরণের লিখিত বিষয়ের সমাচার দিতে কসুর করিলে যে দণ্ড দিবার যোগ্য হইবেক তাহার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—যদি কোন দুষ্ট বোধহওয়া লোক জেলখানাহইতে খালাসী পায় কিম্বা নিরূপণকরা মিয়াদ অতীত হইলে পর তাহাকে জেলখানাহইতে খালাসী দেওয়া যায় ও যদি মাজিস্ট্রেট্‌সাহেব ঐ কয়েদির সাবেক বদনামীর দৃষ্টে তাহার উত্তর কালের ক্রিয়ার প্রতি দৃষ্টি রাখা উপযুক্ত বুঝেন্‌ তবে এমত ব্যক্তিকে যে থানার অধিকারে তাহার নিবাস তথায় পাঠাইয়া পোলীসের আমলার মারফতে তাহার বসতির গ্রামের মণ্ডল ও পাটওয়ারী ও অন্য প্রধানেরদিগের ও চৌকীদারদিগের সাক্ষাৎ খালাসী দেওয়া যাইবেক ও পোলীসের ঐ আমলারা গ্রামের মণ্ডল ও পাটওয়ারী ও অন্য প্রধানেরদিগ্‌কে তাকীদ করিয়া কহিয়া দেয় যে ঐ ব্যক্তি শিষ্ট প্রকারেতে আপন গুজরাণ করিবার নিমিত্তে সহায়তা করে ও তাহার আচরণ ও ক্রিয়ার প্রতি ও শিষ্টরূপে দিনপাতের সংস্থানকরণের প্রতি দৃষ্টি রাখে ও যদি রাত্রিতে আপনার বাটীতে না থাকনের মনস্থ কোন জনকে না জানাইয়া বাটীতে না থাকে কিম্বা মেহনৎ করা ছাড়িয়া দেয় অথবা মন্দপ্রকারে গুজরাণ করণের চেষ্টা পায় কি দুষ্ট বোধহওয়া লোকদিগের নিকটে যাতায়াত করে তবে তাহারদিগের এ সকল বিষয়ের সমাচার তৎক্ষণাৎ দেরী না করিয়া থানার অধিকার বুঝিয়া পোলীসের দারোগা কি অন্য কার্য্যকারকের নিকটে দিতে হইবেক ও যদি তাহারদিগ্‌হইতে ইহাতে কোন কসুর হয় তবে নীচের প্রকরণের লিখিত দণ্ড দিবার যোগ্য হইবেক ইতি।

খবর না দিলে গ্রামের প্রধানেরদিগের যে দণ্ড দিতে হইবেক তাহার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—উপরের লিখিত হুকুমমতে ঐ কয়েদী খালাসী পাওনের সময়ে পোলীসের দারোগার আবশ্যক যে গ্রামের যে যে মণ্ডল ও অন্য প্রধানেরদিগের সাক্ষাৎ ঐ কয়েদী খালাসী পায় তাহারদিগের নাম আপন রিপোর্টে লিখিয়া মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেয় ও যদি খালাস পাওয়া ব্যক্তির উপর উত্তরকালে কসুর ও অপরাধের কর্ম্মকরণ সাবুদ হয় ও ইহা তহকীক জানা যায় যে গ্রামের প্রধানেরদিগ্‌হইতে উপরের প্রকরণানুসারে সমাচার দেওনেতে গাফিলী হইয়াছে তবে তাহারা প্রত্যেকে একশত টাকার অধিক না হয় এমত দণ্ড দিবার যোগ্য হইবেক ও যদি তাহা দাখিল না করে তবে এক মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদথাকনের যোগ্য হইবেক ইতি।

৮ অষ্টম প্রকরণ।—পোলীসের দারোগাদিগের কর্ত্তব্য যে তাহারদিগের থানার অধিকারের মধ্যে যে সকল লুচ্চা ও লোকন্দরা লোক এবং নানাপ্রকার সন্দেহহওয়া যেং লোক একত্র হইয়া কিম্বা একাকী থাকিবার কোন স্থান নির্দ্দিষ্ট না রাখিয়া আওয়ারা অর্থাৎ বেঠৌর ঠিকানা হইয়া ফিরে কিম্বা যদ্যপি কোন স্থানে বসতি করে কিন্তু স্পষ্টতঃ শিষ্টরূপে আপনারদিগের গুজরাণের কোন সংস্থান রাখে না ও প্রকৃতপ্রস্তাবে আপনারদিগের আহওয়ালের বয়ান করিতে না পারে তাহারদিগ্‌কে গ্রেস্তার করে ইতি।

দারোগাদিগের এই প্রকরণের লিখিত সমস্ত আওয়ারা অর্থাৎ নানাস্থানী লোকদিগ্‌কে গ্রেস্তার করিতে হইবার কথা।

৯ নবম প্রকরণ।—পোলীসের দারোগাদিগের আবশ্যক যে তাহারা উপরের লিখিত লোকদিগের জমাহওনের খবর কি সম্বাদ পাইলে তাহারদিগ্‌কে গ্রেস্তারকরণের পূর্ব্বে সরাসরী অর্থাৎ স্থূলং তহকীক এপ্রকারে করে যে তাহারা টের পাইয়া পলাইয়া না যায় ও যদি তাহারদিগের দুষ্টতাতে দৃঢ় সন্দেহ হয় তবে তাহারদিগ্‌কে গ্রেস্তার করে ও যদি তাহারা তাহারদিগের নাম ও জাতি কুটুম্বের নাম ও পেশা অর্থাৎ ব্যবসা ও নিবাস ও গুজরাণের সংস্থান বিনাহলফে জিজ্ঞাসা করাতে আপনারদিগের আহওয়ালের বেওরা বয়ান করিতে না পারে তবে সে সকল লোককে যেং নিমিত্তে তাহারা গ্রেস্তার হয় তাহার এবং করা তহকীকের কৈফিয়ৎসহিত মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে চালান করা যাইবেক ইতি।

ঐ সকল লোকদিগের জমাহওনের সম্বাদ পাইলে দারোগাদিগের যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

১০ দশম প্রকরণ।—যে সকল প্রকারেতে আওয়ারা অর্থাৎ নানাস্থানী লোকদিগের কিম্বা সন্দেহহওয়া অন্য লোকদিগের নাম জানিতে না পারা যায় তাহাতে পোলীসের দারোগার আবশ্যক যে এমতং লোকদিগ্‌কে নিরূপিত কোন ওয়ারণ্ট জারীকরণবিনা গ্রেস্তার করে ও যদি তাহারা এমত লোক হয় যে পোলীসের লোকদিগের সঙ্গে বরাবরী করিতে পারে তবে দারোগার কর্ত্তব্য যে জমীদার কি ভূমির ইজারদার কি তাহার সরবরাহকারের স্থানে কিম্বা পোলীসের অন্য যে থানা নিকটে থাকে সেই থানার আমলার স্থানে অথবা সময় ও বিষয় বুঝিয়া মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরহইতে সহায়তা লয় ইতি।

আওয়ারা অর্থাৎ নানাস্থানী লোকদিগের নাম জানিতে না পারা গেলে দারোগা ওয়ারণ্ট জারীকরণবিনা তাহারদিগ্‌কে ধরিবার ও তাহারা অনেক লোক হইলে এই প্রকরণের লিখিতমতে সহায়তা লইবার কথা।

১১ একাদশ প্রকরণ।—সন্দেহহওয়া লোকদিগ্‌কে গ্রেস্তার করিয়া জিজ্ঞাসাবাদকরণের পরে যদি দারোগা বুঝে যে সে যে খবর পাইয়াছিল তাহা যথার্থ ও ঠিক নহে ও তাহারকিগ্‌কে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের আদালতে পাঠাইবার কোন মাতবর হেতু না পায় তবে দারোগা তাহারা উপযুক্ত জামিনী দাখিল রিলে তাহারদিগ্‌কে জেরজামিনীতে রাখিতে ও মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের আদালতে তাহারদিগ্‌কে না পাঠাইয়া কেবল মোকদ্দমার বিবরণ তাহারদিগ্‌কে চালান করিবার বিষয়ে ঐ সাহেবের হজুরহইতে হুকুম হইবার নিমিত্তে লিখিয়া পাঠাইতে পারিবেক ইতি।

যে প্রকারেতে দারোগাদিগ্‌কে সন্দেহহওয়া লোকদিগ্‌কে জেরজামিনীতে রাখিয়া মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হুকুমহওনের প্রতীক্ষা করিতে অনুমতি আছে তাহার কথা।

১২ দ্বাদশ প্রকরণ।—পোলীসের দারোগা ও অন্য আমলা ও গ্রামের চৌকীদারেরা উপরের লিখিত হুকুমের মতে কার্য্যকরণেতে যে সকল বিদেশি লোক নিকটং জিলা কি দেশহইতে কৃষিকর্ম্ম কিম্বা আপনং ব্যবসা কার্য্য করিতে আইসে তাহারদিগ্‌কে আওয়ারা অর্থাৎ নানাস্থানী লোকহইতে ভিন্ন জ্ঞান করিবেক বরং দারোগারা এমতং যে সকল

দারোগাদিগের উপরের লিখিতমতে কার্য্যকরণেতে যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

লোক

লোক তাহারদিগের থানার অধিকারে বাস করিবার মনস্থে আইসে তাহারদিগকে যথা উচিত খাতিরদারী করিবেক ও ভরসা দিবেক কিন্তু তথাপি দারোগাদিগের আবশ্যক যে ঐ সকল লোকের প্রতি সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখে ও ঐ সকল লোক আপনারদিগের থানার অধিকারে আইসনের সম্বাদ যখন পায় তখন তাহার রিপোর্ট মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হজুরে করে ইতি।

২১ ধারা।

এই ধারাতে ১০ দশ প্রকরণ ও গ্রামের চৌকীদারদিগের মোতালক হুকুম লেখা যাইতেছে।

দারোগারা চৌকীদারদিগের এক ফিরিস্তি রাখিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—পোলীসের দারোগাদিগের আবশ্যক যে তাহারদিগের এলাকা অর্থাৎ অধিকারের মধ্যের গ্রামেতে নিযুক্তহওয়া চৌকীদার লোকের কথাসম্বলিত এক রেজিষ্টরী বহী মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হুকুম ও উপদেশক্রমে এই আইনের শেষের লিখিত ৬ নম্বরের নক্শামতে তৈয়ার করিয়া প্রস্তুত রাখে ও যদি কোন চৌকীদার মরে অথবা তগীর হয় তবে জমীদারের ও আর যেং লোকের প্রতি খালীহওয়া কর্ম্ম স্থানের নিমিত্তে অন্য চৌকীদারকে ঠাহরাইবার ভার থাকে তাহারদিগের আবশ্যক যে যে ব্যক্তি মোকরর হয় তাহার নাম আপনং অধিকার বুঝিয়া পোলীসের দারোগার নিকটে জানায় যে ঐ দারোগা তাহার নাম রেজিষ্টরী বহীতে দাখিল করে ইতি।

জমীদার ও অন্যং লোকদিগের খালীহওয়া কর্ম্মে মোকররহওয়া লোকের নাম পোলীসের দারোগাকে জানাইতে হইবার কথা।

চৌকীদারেরা পোলীসের দারোগার হুকুমের নীচে থাকিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—গ্রামের চৌকীদার লোক পোলীসের দারোগাদিগের হুকুমের তাবে থাকিবেক ইতি।

গ্রামের চৌকীদারেরা যে দারোগার হুকুমের তাবে হয় তাহার নিকটে সমস্ত বিষয়ের রিপোর্ট করিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—থানাহইতে যেং গাম একং ক্রোশ অন্তর সে সকল গ্রামের চৌকীদারেরা তাহারদিগের গ্রামেতে গত ইঙ্গরেজী ২৪ চব্বিশ ঘড়ীর মধ্যে যেং বিষয় হয় তাহার সমাচার তাহারা পোলীসের যে দারোগার হুকুমের তাবে হয় সেই দারোগাকে প্রতিদিন দিবেক ও যে সকল চৌকীদার থানাহইতে তিন ক্রোশ অন্তরে থাকে তাহারা প্রতিহপ্তায় দুইবার থানাতে এমতং রিপোর্ট করিবেক ও যে সকল চৌকীদার থানাহইতে তিন ক্রোশের অধিক অন্তরে থাকে তাহারা থানার দারোগাদিগের বিশেষ হুকুমমতে হয় হপ্তায় একবার কিম্বা পনের দিবসের মধ্যে একবার এমতং বিষয়ের রিপোর্ট তাহারদিগের নিকটে করিবেক ইতি।

গ্রামের চৌকীদার লোকের রিপোর্টকরা বিষয়ের কথা রোজনামার বহীতে লিখিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—থানার মুহরিরদিগের আবশ্যক যে গ্রামের চৌকীদার লোক হওয়া যে সকল বিষয়ের রিপোর্ট থানাতে করে সে সমস্ত বিষয়ের কথা রোজনামার বহীতে লিখে কিন্তু ঐ চোকীদারেরা পুর্ব্বেতে শেষবারে যে রিপোর্ট করিয়া থাকে তাহার পরে তাহারদিগের গ্রামের সীমানার মধ্যে কোন দুষ্কর্ম্ম ও মন্দ আচরণ না হইয়া থাকনের রিপোর্ট করিলে তাহা রোজনামার বহীতে লিখনের আবশ্যক হইবেক না ইতি।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—গ্রামের চৌকীদারদিগের আবশ্যক যে যে২ লোককে খুন কি সিন্ধমারী কিম্বা রাহাজানী অথবা চুরী কি লুঠপাটকরণের সময়েতে পায় তাহারদিগকে এবং যে সকল লোককে গ্রেস্তারকরণের নিমিত্তে ইশ্‌তিহার হইয়া থাকে সে সমস্ত লোককে ও যে সকল লোকের পিছে২ লোকেরা শোরশার করিয়া ধায় তাহারদিগকে গ্রেস্তার করিয়া পোলীসের দারোগা কি অন্য কার্য্যকারকের নিকটে পঁহুছাইয়া দেয় বিশেষতঃ চৌকীদারদিগের আবশ্যক যে যে কোন লুঠিয়ারা কি চোর গ্রামের মধ্যে কি তাহার আশপাশে লুকাইয়া থাকে এবং যে আওয়ারা অর্থাৎ নানাস্থানী কি অন্য২ লোকের স্পষ্টতঃ কিছু গুজরাণের সংস্থান না থাকে এবং আপনারদিগের আহওয়ালের বেওরা ঠিক বয়ান করিতে না পারে এবং যে সকল লোক বেঠৌরঠিকানা হইয়া ফিরে সে সমস্ত লোকের সমাচার অবিলম্বে থানাতে দেয় ও মোটে চৌকীদার লোকের আবশ্যক যে তাহারদিগের গ্রামেতে যে সকল খুন ও ডাকাইতী ও সিন্ধমারী ও চুরী ও হাঙ্গামা ও অন্য ভারী২ অপরাধের কর্ম্ম হয় তাহার খবর আপন২ এলাকা বুঝিয়া থানার দারোগাকে দেয় ইতি।

চৌকীদার লোকের যাহারদিগের গ্রেস্তারীর নিমিত্তে ইশ্‌তিহার হইয়া থাকে ও যাহারদিগকে ভারী২ অপরাধের কর্ম্মকরণের সময়েতেই পাওয়া যায় তাহারদিগকে গ্রেস্তার করিয়া থানাতে পঁহুছাইয়া দিবার ও তাহারদিগের নিবাসের ও ভারী২ সমস্ত অপরাধের কর্ম্মহওনের এত্তেলা অতিশীঘ্র দিতে হইবার কথা।

৬ষষ্ঠ প্রকরণ।—গ্রামের চৌকীদারেরা পোলীসের আমলাদিগের নিকটে যে রিপোর্ট করিবেক তাহা জোবানী করিবেক ও ঐ সকল রিপোর্টের সত্যতার নিমিত্তে তাহারা স্বয়ং কোন মোকদ্দমার ফরিয়াদী হওনব্যতিরেকে তাহারদিগকে হলফ করাণ যাইবেক না ও থানার আমলা লোক গ্রামের চৌকীদারদিগকে আপন২ থানাতে রাখিতে কি মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের আদালতে পাঠাইতে পারিবেক না কিন্তু যদি তাহারদিগহইতে কোন মন্দ কর্ম্ম হয় কিম্বা মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরহইতে তাহারদিগকে ঐ সাহেবের হজুরে পাঠাইবার নিমিত্তে বিশেষ হুকুম হয় তবে পারিবেক ইতি।

গ্রামের চৌকীদার লোকের স্থানে রিপোর্ট লইবার বাবৎ হুকুমের কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—পোলীসের দারোগাদিগের আবশ্যক যে কোন চুরী কি সিন্ধদেওয়ার কি লুঠের তহকীককরণের সময়ে সর্ব্বদা এ বিষয়ের তহকীক করিবেক যে ঐ অপরাধের কর্ম্ম হওনের সময়ে চৌকীদারেরা আপন২ কর্ম্মেতে হাজির ছিল কি না ও না থাকিলে তাহার হেতু এবং ঐ চৌকীদার লোক কোন প্রকারে অপরাধিদিগের শরীক অর্থাৎ অংশী ছিল কি না কিম্বা অপরাধের কর্ম্ম হইতে দেখিয়া শুনিয়া তাচ্ছল্য করিয়াছে কি না ইহার মাতবর হেতু আপন২ রিপোর্টেতে লিখিবেক ও যদি কোন চৌকীদারের কিছু গাফিলী কিম্বা অপরাধের ভাগিহওনের সন্দেহ কিম্বা তাচ্ছল্যকরণ বোধ হয় তবে দারোগার আবশ্যক যে সে চৌকীদারকে তাহার প্রতি তহমৎহওনের হেতুসম্বলিত আলাহিদা কৈফিয়ৎ ও যে২ সাক্ষির সাক্ষ্যদ্বারা কসুর সাবুদ হইতে পারে সেই২ সাক্ষিসমেত মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেয় কিম্বা মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া প্রথমতঃ ঐ চৌকীদারের বাবৎ এক রিপোর্ট মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে পাঠাইয়া ঐ সাহেবের হুকুমহওনের প্রতীক্ষায় থাকে ও যদি গ্রামের চৌকীদারহইতে কর্ম্মের আঞ্জামকরণেতে কোন স্পষ্ট গাফিলী কিম্বা বিরুদ্ধাচরণ হওয়া সাবুদ হয় তবে অপরাধ সাবুদ হইলে এক্ষণকার চলিত হুকুমের মতে

পোলীসের দারোগাদিগের চৌকীদার লোকের আচরণ ও ক্রিয়ার বিষয়ে যে২ তহকীক করিতে হইবেক তাহার কথা।

চৌকীদারের কসুর ও গাফিলী কি বিরুদ্ধাচরণ হইলে যে প্রতিফল হইবেক তাহার কথা।

মতে তাহার যে শাস্তি হইতে পারে তাহার অতিরিক্ত মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হুকুমমতে কর্ম্মহইতে তগীরহওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

চৌকীদারদিগকে নিজের কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে দারোগাদিগকে নিষেধহওনের কথা।

৮ অষ্টম প্রকরণ।—পোলীসের দারোগাদিগকে ও তাহারদিগের আমলাদিগকে নিষেধ করা যাইতেছে যে গ্রামের চৌকীদারদিগকে আপনারদিগের নিজের কর্ম্মে কিম্বা অন্য যে কোন কর্ম্ম পোলীসের মোতালক না হয় তাহাতে নিযুক্ত না করে ও যদি ইহার অন্যমত করে তবে কর্ম্মহইতে তগীরহওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

যেখানে২ থানার দারোগা থাকে কি পোলীসের আমলা মোকরর্ থাকা কোন চৌকী কি ঘাটী থাকে সেখানে চৌকীদারীর মোতালক কর্ম্ম পোলীসের আমলা ও চৌকীদার লোক উভয়ের করিতে হইবার কথা।

৯ নবম প্রকরণ।—যে সকল কস্বা কি গ্রামেতে পোলীসের দারোগা থাকে কিম্বা পোলীসের কোন আমলা মোকরর্ থাকা কোন চৌকী কি ফাঁড়ী থাকে সেখানে পোলীসের আমলারা ও গ্রামের চৌকীদারেরা মিলিয়া চৌকীদারী কর্ম্মের আঞ্জাম করিবেক এবং দোকান কিম্বা বাটী ঘর কি গোলাঘরের নেগাহবানীর নিমিত্তে লোকদিগের চাকর রাখা চৌকীদার লোক থানার দারোগার তাবে থাকিয়া চৌকীদারী কর্ম্মেতে পোলীসের আমলার সহায়তা করিবেক ইতি।

চৌকীদারদিগের সাধ্যমতে অপরাধিদিগকে মোহড়া দিয়া আটকাইতে ও তাহারদিগকে গ্রেফ্তার করণের গ্রামের বসিয়া লোকের সহায়তা লইতে হইবার কথা।

১০ দশম প্রকরণ।—যখন কোন ডাকাইতী কিম্বা রাহাজানী কি লুঠপাট অথবা খুন কি সিন্ধমারী অথবা চুরী অঙ্গক্ষতকরণের সহিত কিম্বা কোন ভারী অপরাধের কর্ম্ম হঙ্গামা ও ফসাদের সহিত হয় তখন চৌকীদারদিগের আবশ্যক যে সাধ্যমতে ঐ অপরাধের কর্ম্ম করণিয়ারদিগকে মোহড়া দিয়া আট্কায় ও তাহারদিগকে গ্রেফ্তার করিবার চেষ্টা করে ও যখন এমত দুর্ঘট ঘটে তখন চৌকীদারদিগের আবশ্যক যে গ্রামের বাশিন্দা সরদার লোকদিগকে জমা করিবার ও তাহারা অপরাধিদিগকে মোহড়া দিয়া আট্কাইবার ও পলাইলে তাহারদিগের পিছা লইয়া যাইবার নিমিত্তে যে উপায় ও তদবীর করা বিহিত হয় তাহা করে ও যেং গ্রামের মধ্যে কি তাহার নিকটে কোনং ডাকাইত কি অন্য অপরাধিদিগের সন্ধান পাওয়া যায় চৌকীদার লোক কি পোলীসের আমলা লোকের কহৎমতে সেইং গ্রামের সমস্ত বাশিন্দা লোকের আবশ্যক যে তাহারদিগকে গ্রেফ্তার করিবার কি লুঠের কি চুরীর মাল লইয়া যাইতে না দিবার বিষয়ে পোলীসের আমলাদিগের সহায়তা করে ও গ্রামেং তাহারদিগের সন্ধান করিতে থাকে ও যদি কোন চৌকীদারের কিম্বা গ্রামের প্রধানের উপরের লিখনমতে কার্য্যকরণেতে কসুর কি গাফিলীকরণ মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হুজুরে সাবুদ হয় তবে ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ৯ আইনের ১৯ ধারার মতে জরীমানা ও কয়েদের দ্বারা শাস্তিপাওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

গাফিলী করিলে তাহারদিগের যে প্রতিফল হইবেক তাহার কথা।

২২ ধারা।

এই ধারাতে ৫ পাঁচ প্রকরণ ও পোলীসের দারোগারা আপনং থানার এলাকা অর্থাৎ অধিকারের মধ্যে যে মত ক্ষমতাক্রমে কর্ম্ম করে নীচের লিখিত প্রকারেতে সেই জিলার কি অন্য জিলার মোতালক অন্যং থানার অধিকারেতে সেই ক্ষমতামতাচরণ করিতে পারিবার হুকুম লেখা যাইতেছে।

১ প্রথম প্রকরণ।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি পোলীসের দারোগা তাহার এলাকা অর্থাৎ অধিকারের মধ্যে বধ ও খুন কি ডাকাইতী কি অন্য অপরাধের কর্ম্মহওনের সমাচার পায় ও অপরাধিরা গ্রেফ্তার না হইয়া থাকে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে তৎক্ষণাৎ ঐ অপরাধের কর্ম্মহওনের খবর তাহার জিলার কিম্বা অন্যং জিলার মোতালক নিকটবর্ত্তি থানার দারোগাদিগের নিকটে দেয় ইতি।

দারোগারা বধ ও খুন ওগয়রহের খবর পাইলে ও অপরাধিরা ধরা না পড়িলে তৎক্ষণাৎ তাহার সমাচার নিকটবর্ত্তি অন্য থানায় দিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—পোলীসের দারোগা ও অন্য কার্য্যকারকদিগের ক্ষমতা আছে যে তাহারা মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবের ওয়ারণ্টমতে কিম্বা তাহাব্যতিরেকে যে সকল লোকের উপর উপরের প্রস্তাবিত অপরাধের কর্ম্মকরণের তহমৎ হয় তাহারদিগের পিছা লইয়া তাহারা যে মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবের হুকুমের তাবে হয় সে মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবের জিলার মোতালক অন্য থানার কিম্বা অন্য জিলা কি শহরের মোতালক থানার এলাকা অর্থাৎ অধিকারেতে গিয়া গ্রেফ্তার করিতে পারিবেক ও যেখানেং অপরাধিরা পলাইয়া যায় সেইং স্থানের মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবদিগের ও পোলীসের দারোগা ও অন্য আমলা লোকের ও জমীদার ও ইজারদার ও গ্রামের গোমাস্তা লোকের ও প্রজারদের আবশ্যক যে ঐঅপরাধিদিগকে গ্রেফ্তার করিবার নিমিত্তে পোলীসের যে আমলারা তাহারদিগের পিছা লইয়া গিয়া থাকে তাহারা যে কিছু সহায়তা ও সহকারিতা চাহে বিনাওজরে তাহা করেন্ ইতি।

পোলীসের দারোগারা অন্য থানা কি জিলার অধিকারেতে গিয়া অপরাধিদিগকে ধরিতে পারিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে ঐ দারোগারা কেবল তাহারদিগের এলাকা অর্থাৎ অধিকারের সরহদ্দের মধ্যে অপরাধের কর্ম্ম হইলে কিম্বা অন্য অধিকারেতে অপরাধের কর্ম্মহওনমতে সেই অপরাধের অপরাধী নালিশ দরপেশহওনের সময়ে তাহারদিগের এলাকা অর্থাৎ অধিকারের মধ্যে রহিয়া থাকিলে উপরের লিখিত ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিবেক ও এক জিলার কিম্বা এক এলাকা অর্থাৎ অধিকারের দারোগা যে অপরাধী তাহার থানার অধিকারে অপরাধের কর্ম্ম করে নাহি ও তাহার নামে নালিশের আরজী গুজরিবার সময়ে অন্য জিলায় কি অধিকারেতে রহিয়া থাকে সে অপরাধিকে গ্রেফ্তার করিবার নিমিত্তে কোন প্রকারে ওয়ারণ্ট অর্থাৎ দস্তক জারী করিতে পারিবেক না ও এমতং প্রকারেতে ফরিয়াদীর আবশ্যক যে প্রথমত আপন নালিশের আরজী যে জিলার মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবের কিম্বা যে দারোগার অধিকারে অপরাধ কি কসুর হইয়া থাকে সেই মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবের কি দারোগার নিকটে অথবা যে মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবের কিম্বা দারোগার এলাকা অর্থাৎ অধিকারে তৎকালে অপরাধী রহিয়া থাকে কি পাওয়া যায় সেই মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবের কি দারোগার নিকটে দেয় কিন্তু যদি ফরিয়াদী কার্য্যক্রমে অন্য অধিকারের দারোগার নিকটে আপন নালিশের আরজী দেয় তবে সেই দারোগার আবশ্যক যে রোজনামার বহীতে ফরিয়াদীর নাম ও নালিশের প্রকার ও অন্য দারোগাকে এমত নালিশ সোপর্দ্দকরণের তারিখ লিখে ও সোপর্দ্দকরণের তারিখ ও তাহার হেতু ফরিয়াদীকে যে আরজী ফিরিয়া দেওয়া যায় তাহার পিঠে লেখা যাইবেক ইতি।

দারোগা যে প্রকারেতে অন্য অধিকারে আপন ক্ষমতাচরণ করিবেক তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যদি এক জিলার মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবের তাবে পোলীসের আমলারা

দারোগারা অন্য মাজি

উপরের

ষ্ট্রেটসাহেবের অধিকারে অপরাধিদিগকে গ্রেস্তার করিলে যেং হুকুমমত কার্য্য করিবেক তাহার কথা।

উপরের লিখিত হুকুমের অনুসারে তাহারদিগকে যে ক্ষমতা দেওয়া গেল সেই ক্ষমতাক্রমে অন্য জিলার মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের অধিকারেতে অপরাধিদিগকে গ্রেস্তার করে তবে তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ অপরাধিদিগের নাম ও তাহারদিগের উপর যে অপরাধ কি কসুর করণের তহমৎ হয় তাহার কথাসম্বলিত এক ফিরিস্তি যে দারোগার অধিকারে অপরাধিরা ধরা পড়ে সেই দারোগাকে দেয় পরে সেই দারোগার আবশ্যক যে সে যে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের অধিকারে থাকে তাঁহার হজুরে তাহার কৈফিয়ৎ পাঠাইয়া দেয় ইতি।

ইম্বলীদের থানাতে ফৌজদারী আদালতের হুকুম জারী করিবার হুকুমের কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—পোলীসের দারোগাদিগকে অনুমতি আছে যে ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ১ আইনের ১৫ ধারার লিখিত হুকুমমতে ফৌজদারী আদালতের কি পোলীসের হুকুম যে থানার অধিকারের সরহদ্দেতে ইম্বলীদ লোক থাকে সেখানে ঐ সকল হুকুম অন্যং স্থানেতে যে মতে জারী হয় সেই মতে জারী করিতে পারিবেক ইতি।

২৩ ধারা।

এই ধারাতে ৪ চারি প্রকরণ ও ফরিয়াদী ও সাক্ষিদিগের মোতালক হুকুম লেখা যাইতেছে।

যে প্রকারে ও যাহার মারফতে সপীনা জারী হইবেক তাহার কথা।

১ প্রথম করণ।—জানান যাইতেছে যে ফরিয়াদী ও সাক্ষিদিগের নামে যে সকল সপীনা জারী করিতে হয় তাহা এই আইনের শেষের লিখিত ১১ নম্বরের শরওয়ামতে তৈয়ার করা গিয়া এক বরকন্দাজের মারফতে জারী করা যাইবেক ও দারোগাদিগকে পুনঃং নিষেধ করা যাইতেছে যে ফরিয়াদী কি আসামীকে কোন তলবচিঠী কি সপীনা তাহারা আপনং গ্রামে নিজে কিম্বা তাহারদিগের মোখ্তারকার লোককে জারী করিবার নিমিত্তে না দেয় ইতি।

ফরিয়াদী ও সাক্ষির স্থানে মুচলকা লেখাইয়া লওনের হুকুমের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যে সকল ফরিয়াদী ও সাক্ষিদিগের ফৌজদারী আদালতে হাজির হওয়া আবশ্যক পোলীসের দারোগা সে সমস্ত ফরিয়াদী ও সাক্ষির স্থানে নিরূপিত দিবসে হাজির হইবার অর্থে এই আইনের শেষের লিখিত ১২ ও ১৩ নম্বরের শরওয়ামতে মুচলকা লেখাইয়া লইবেক ও আসামী যদি মাতবর জামিনী দিয়া থাকে তবে সে যে তারিখে ফৌজদারী আদালতে হাজির হইল সে তারিখ ও কয়েদ থাকিলে যে তারিখে তাহাকে পঁহুছান যাইবেক দৃঢ় বোধ হয় সে তারিখ ঐ মুচলকাতে লেখা থাকিবেক ও পোলীসের যে আমলার সাক্ষাৎ মুচলকা লেখা যায় তাহার কর্ত্তব্য যে ঐ মুচলকা রিপোর্টের শামিলে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের আদালতে পাঠাইয়া দেয় ও এই আইনের শেষের লিখিত ১৪ নম্বরের নক্শামতে মাজিষ্ট্রেট্সাহেব বরাবর এক চালান লিখিয়া ফরিয়াদীর কিম্বা সাক্ষির স্থানে দেওয়া যাইবেক ও তাহারদিগের আবশ্যক যে নিজে ঐ চালান পোলীসের লোকের সহযোগব্যতিরেকে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুরে দাখিল করিয়া দেয় ইতি।

কোনং প্রকারেতে দা

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—পোলীসের আমলাদিগকে নিষেধ করা যাইতেছে যে ফরিয়াদী

দিগের

দিগের উপর কিছু ধুমধাম কি জবরদস্তী না করে ও যদি তহকীক তদন্ত করিয়া কোন ফরিয়াদীর নালিশ অতিঅমূলক কিম্বা দ্বেষ ও শত্রুতাপ্রযুক্ত করিয়াছে বোধ হয় তবে পোলীসের দারোগার কর্ত্তব্য যে মোকদ্দমার বেওরা মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে এত্তেলার নিমিত্তে লিখিয়া পাঠায় ও ফরিয়াদীর স্থানে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে তাহার হাজির হইবার নিমিত্তে মাতবর জামিনী লয় ও যদি জামিন না দেয় তবে তাহাকে আসামীর ন্যায় বরকন্দাজের হাওয়ালে করিয়া ফৌজদারী আদালতে পাঠাইতে হইবেক ইতি।

রোগাদিগের ফরিয়াদীদিগের স্থানে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে হাজির হইবার অর্থে জামিনী তলব করিতে হইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—পোলীসের দারোগা ও অন্য আমলাদিগ্‌কে নিষেধ করা যাইতেছে যে অনাবশ্যকে সাক্ষিদিগের পক্ষে কিছু জোরজবরী ও পীড়াপীড়ি না করে ও মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের আদালতে হাজির হইবার নিমিত্তে তাহারদিগের স্থানে জামিনী তলব না করে ও যদি কোন সাক্ষী মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে হাজির হইবার মুচলকা দিতে ওজর করে তবে দারোগাদিগের আবশ্যক যে সে সাক্ষিকে বরকন্দাজের হাওয়ালে করিয়া ফৌজদারী আদালতে পাঠাইয়া দেয় ইতি।

আবশ্যকবিনা সাক্ষিদিগের প্রতি ধুমধাম ও জোরজবরী করিতে দারোগাদিগ্‌কে বারণ হওনের কথা।

২৪ ধারা।

এই ধারাতে ৬ ছয় প্রকরণ ও সমন জারীহওনের হুকুম লেখা যাইতেছে।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি পোলীসের দারোগার কি অন্য যে আমলা নালিশ গ্রহণ করণের ক্ষমতা রাখে তাহার নিকটে জামিন লওয়া যাইবার যোগ্য কোন অপরাধের কর্ম্ম কি এই আইনের লিখিত হুকুমমতে পোলীসের এ দেশীয় আমলাদিগের তজবীজকরণের যোগ্য কোন কসুরকরণের কথাসম্বলিত নালিশের আরজী গুজরে ও অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ গ্রেফ্তারকরণের আবশ্যক না হয় তবে পোলীসের দারোগার কর্ত্তব্য যে ফরিয়াদী আপন নালিশের সত্যতার নিমিত্তে হলফ করিলে কিম্বা সে যদি এমত মর্য্যাদান্বিত হয় যে এদেশের রেওয়াজমতে তাহাকে হলফ করাণ অনুচিত তবে হলফনামা লিখিয়া দিলে পরে অথবা ফরিয়াদী খোদ হাজির হইয়া হলফ করিয়া কি হলফনামা দিয়া এজ্‌হার করিতে না পারিলে যদি তাহার তরফহইতে অন্য ব্যক্তি কিম্বা ব্যক্তিরা তাহার নালিশের সত্যতার নিমিত্তে হলফ করে কিম্বা হলফনামা লিখিয়া দেয় তবে তাহার হলফকরণ ও হলফনামা লিখিয়া দেওনবিনা আপন দস্তখৎ ও থানার মোহরযুক্তে এক সমন বরকন্দাজের মারফতে কিম্বা ফরিয়াদীর পরিচিত মোখ্তারকার হাজির থাকিলে ও কোন ওজর না করিয়া সমন লইলে তাহার মারফতে আসামীর উপরে পাঠায় কিন্তু ফরিয়াদীর স্থানে কোন সমন আসামীর উপর জারীকরণের নিমিত্তে দেওয়া যাইবেক না ইতি।

পোলীসের দারোগারা হলফ কি হলফনামার দ্বারা নালিশের সত্যতা জানা গেলে এক কেতা সমন জারী করিতে পারিবার কিন্তু তাহা ফরিয়াদীর স্থানে না দিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—পোলীসের যে আমলার তলবচিঠী জারী করিতে হয় তাহার আবশ্যক যে যে সকল মোকদ্দমাতে আসামীর স্থানে তাহার হাজিরহওনের নিমিত্তে জামিনী তলবকরণের আবশ্যক না হয় সে সমস্ত মোকদ্দমাতে আসামীর স্থানে কেবল ঐ তলবচিঠী পাওনের এক রসীদ লেখাইয়া লয় ও যদি আসামী গরহাজির থাকে তবে ঐ

তলবচিঠীতে জামিনী তলবের আবশ্যক না হইলে তাহা পাওনের রসীদ লইতে হইবার কথা।

আমলার

আমলার কর্ত্তব্য যে ঐ তলবচিঠী তাহার গোষ্ঠীর মধ্যে কোন আত্মীয় ব্যক্তি যদি কোন ও জর না করিয়া লয় ও তাহা পাওনের রসীদ লিখিয়া দেয় তবে তাহার স্থানে দেয় ও ইহা হইলে আসামীর উপর তলবচিঠী জারী হইল জ্ঞান করা যাইবেক ইতি।

ভারী কি অন্যং অপরাধকরণিয়াদিগের স্থানে যে জামিনী তলব হইবেক তাহার শরওয়ার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—ঐ যে তলবচিঠী পোলীসের দারোগারা উপরের প্রকরণের লিখিত হুকুমমতে জারী করিবেক তাহা এই আইনের শেষের লিখিত ১৫ নম্বরের শরওয়ামতে লেখা যাইবেক কিন্তু যদি নালিশের আরজীর লিখিত অপরাধ এমত ভারী হয় যে সে নিমিত্তে আসামীর স্থানে সে স্বয়ং কি তাহার উকীল মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের আদালতে হাজির হইবার কারণ অবশ্য জামিনী তলব করিতে হয় তবে এই আইনের শেষের লিখিত ১৬ নম্বরের শরওয়ামতে সমন তৈয়ার করা যাইবেক ও তাহাতে অপরাধের কথা ও জামিনীর টাকার যে পরিমাণ সে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে মোকদ্দমা রুবকার হওনের পূর্ব্বে না পলাইবার নিমিত্তে উপযুক্ত হয় তাহার নিরূপণ লেখা থাকিবেক ও যখন ঐ মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে রুবকার হয় তখন অন্য যে হুকুমনামা উপযুক্ত হয় তাহা জারী করিবেন ইতি।

আসামী হাজির না হইলে এক দস্তক জারী করিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যে ব্যক্তির উপর তহমৎ হইয়া উপরের লিখিত হুকুমমতে সমন জারী হয় সে যদি সমনের লিখনমতে স্বয়ং কি তাহার উকীল সমনের নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে থানাতে হাজির না হয় কিম্বা জামিনী তলবহওন মতে জামিন দিয়া আপনি হাজির না হয় তবে দারোগা এমত ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করিবার কারণ এই আইনের শেষের লিখিত ১৭ নম্বরের শরওয়ামতে এক দস্তক আপন দস্তখৎ ও থানার মোহরযুক্তে জারী করিতে পারিবেক ইতি।

কোন অপরাধী গরহাজির থাকিলে কি রুপোশ হইলে দারোগার গ্রামের প্রধানের স্থানে অপরাধিকে হাজির করিয়া দিবার কি তাহার সমাচার দিবার মজমুনে একরারনামা লেখাইয়া লইতে হইবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরহইতে কোন ফরিয়াদী কি সাক্ষিকে হাজির করাইবার কারণ অথবা কোন আসামীর গ্রেফ্তারীর কারণ ইশ্‌তিহার না হইয়া থাকিলে তাহাকে গ্রেফ্তার করিবার নিমিত্তে কোন হুকুমনামা হইলে যদি সেই ব্যক্তি গরহাজির থাকে কি রুপোশ হয় তবে পোলীসের যে কার্য্যকারক হুকুমনামা জারী করিতে যায় তাহার আবশ্যক যে যে গ্রামে ঐ ব্যক্তির নিবাস হয় সেই গ্রামের মালিক কি সরবরাহকার কি অন্য প্রধান ব্যক্তির স্থানে ঐ ব্যক্তির গরহাজিরীর কথা ও ঐ গ্রামে তাহাকে হাজির করাইবার কিম্বা ঐ গ্রামে সে পঁহুছিবামাত্র তাহার সমাচার থানাতে দিবার করার সম্বলিত এক সর্টিফিকট লেখাইয়া লয় ইতি।

একরারনামার লিখনের অন্যমত করিলে যে দণ্ডহইবেক তাহার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—যদি মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে তহকীক তদন্তানুসারে ইহা বোধ হয় যে ঐ সর্টিফিকট লেখা পড়াহওনের সময়ে তলবহওয়া ব্যক্তি যথার্থই সেই গ্রামে ছিল কিম্বা যদি এমত সাবুদ হয় যে তলবহওয়া ব্যক্তি সর্টিফিকট লেখা পড়াহওনের পরে পুনরায় ঐ গ্রামে আসিয়াছিল ও তাহার সমাচার যে ব্যক্তি ঐ সর্টিফিকট লিখিয়া দিয়াছে সে পোলীসের আমলা লোককে দেয় নাহি তবে ঐ সর্টিফিকট লিখিয়া দেওনিয়াব্যক্তি ২০০ দুই শত টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা দিবার যোগ্য হইবেক ও তাহা না দিলে

এক

এক মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে দেওয়ানী আদালতের জেলখানাতে কয়েদ থাকিবার যোগ্য হইবেক ইতি।

২৫ ধারা।

এই ধারাতে ১১ এগার প্রকরণ ও অপরাধিদিগ্‌কে গ্রেফ্তার করিবার ও তাহারদিগ্‌কে জামিনীতে রাখিবার মোতালক হুকুম লেখা যাইতেছে।

এই প্রকরণের লিখিত অপরাধের কর্ম্মকরণের নালিশের আরজী দারোগাদিগের নিকটে গুজরিলে তাহার সত্যতার নিমিত্তে হলফ করাইয়া অপরাধিদিগকে গ্রেফ্তার করিবার কারণ ওয়ারণ্ট এতাবতা দস্তক জারী করিতে হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি পোলীসের কোন দারোগার নিকটে তাহার থানার অধিকারের বাশিন্দা কোন ব্যক্তির নামে হত্যা ও খুন কি লুঠপাট কিম্বা সিন্ধমারী অথবা জখমী অর্থাৎ ঘাইল কিম্বা চুরী অথবা গ্রাম কি বাসকরণের বাটী ঘর কি অন্য কোন ঘর বাটী দাহকরণ কি আশরফী কি টাকাআদি কি পয়সা কৃত্রিমকরণইত্যাদি ভারী অপরাধের কর্ম্ম কিম্বা ভারী হঙ্গামা কি হঙ্গামা করিবার মনস্থে লোক জমাহওনের ন্যায় অন্য যে কোন অপরাধের কর্ম্মে দাঙ্গা ও ফসাদ হয় তাহা করণ অথবা অন্য যে অপরাধের কর্ম্ম করণিয়াদিগ্‌কে তৎক্ষণাৎ গ্রেফ্তারকরণের আবশ্যক হয় তাহা করণের কথাসম্বলিত নালিশের কোন আরজী দরপেশ হয় কিম্বা যদি দারোগা এমত২ অপরাধের কর্ম্মকরণের সম্বাদ যে কয়েদী লোক তাহারদিগের ঐ২ অপরাধের কর্ম্মকরণের আর২ সঙ্গিসাথির নাম করে তাহারদিগের কহৎমতে কি অন্য যে২ লোকের কথায় বিশ্বাস হয় তাহারদিগের মারফতে পায় তবে সেই দারোগার আবশ্যক যে ফরিয়াদীকে কি মোকদ্দমার কথা জ্ঞাত থাকা যে ব্যক্তি সম্বাদ দেয় তাহাকে হলফ করাইয়া পরে এমত দাওয়া সত্য কি মিথ্যা তাহার তহকীক করে ও যদি এমত২ মোকদ্দমা উপস্থিতহওনের কোন মাতবর হেতু পাওয়া যায় ও সেহেতুক অপরাধিদিগ্‌কে তৎক্ষণাৎ গ্রেফ্তার করা আবশ্যক হয় তবে পোলীসের দারোগা কি অন্য আমলার কর্ত্তব্য যে এই আইনের শেষের লিখিত ১৭ নম্বরের শরওয়ামতে এক ওয়ারণ্ট অর্থাৎ দস্তক থানার মোহর ও আপন দস্তখৎ যুক্তে জারী করিয়া অপরাধী কি অপরাধিদিগ্‌কে গ্রেফ্তার করিয়া তাহারদিগ্‌কে গ্রেফ্তার করণের সময়হইতে ইঙ্গরেজী ৪৮ আটচল্লিশ ঘড়ীর মধ্যে মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেয় কিন্তু যদি মাজিস্ট্রেটসাহেবের হজুরে রিপোর্ট পাঠান ও তাঁহার হজুরহইতে হুকুম না আইসনপর্য্যন্ত ওয়ারণ্ট জারী না করণের কোন মাতবর হেতু থাকে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে অবিলম্বে মোকদ্দমার বেওরার রিপোর্ট ঐ সাহেবের হজুরে পাঠাইয়া তাঁহার হুকুমের অপেক্ষায় থাকে ইতি।

পোলীসের যে আমলার দ্বারা দস্তক জারী হইবেক তাহর কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—উপরের লিখিত হুকুমমতে কোন ওয়ারণ্ট অর্থাৎ দস্তক জারী করিতে হইলে তাহা থানার জমাদার ও বরকন্দাজদিগের মারফতে জারী করা যাইবেক ও ঐ দস্তক তাহার পিঠে তাহা জারীহওনের প্রকার লেখা গিয়া সিরিশ্‌তায় দাখিল হইলে মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে রিপোর্টের ও যে সকল কয়েদী ঐ সাহেবের হজুরে চালান হয় তাহারদিগের চালানের সহিত পাঠান যাইবেক ইতি।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।

আবশ্যক হইলে দস্তক জারীকরণেতে জমীদার ও সরবরাহকারপ্রভৃতির স্থানে সহায়তা লইতে হই বার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—পোলীসের যে দারোগা দস্তক জারী করে যদি তাহার এমন অনু মান হয় যে পোলীসের লোকদিগের সহিত বরাবরী ও দুঁদ্যামী হইবেক অথবা যদি মনে এমত লয় যে জমীদার কি ভূমির ইজারদারদিগের কি তাহারদিগের নায়েব কি সর বরাহকার লোকের স্থানে দস্তক জারীকরণের নিমিত্তে সহায়তা লওনের আবশ্যক হইবেক তবে ঐ দারোগার কর্ত্তব্য যে ওয়ারণ্ট এতাবতা দস্তকের কপালে ইহা লিখিয়া দেয় যে জমীদার কি ভূমির ইজারদার কি সরবরাহকারের আবশ্যক যে এই দস্তক জারীহওনের বিষয়ে যথোচিত সহায়তা করে ইতি।

আরজীদেওন ও দস্তক হওনবিনা অপরাধিদিগ্ কে ধরিতে পোলীসের আমলাদিগের ক্ষমতা থা কিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যাহারদিগ্‌কে হঙ্গামা ও ফসাদ করিতে দেখা যায় ও অপরাধের কর্ম্মকরণের পরে যাহারদিগের পিছে লোকেরা শোরশার করিয়া যায় ও যাহারদিগের স্থানে চুরী কি লুঠের মাল বাহির হয় তাহারদিগ্‌কে থানার দারোগা ও মুহরির ও জমা দার লোক নালিশের আরজী দাখিলহওন ও দস্তক জারীকরণবিনা গ্রেফ্তার করিতে পারি বেক কিন্তু এমত২ প্রকারেতে তাহারদিগের আবশ্যক যে গ্রেফ্তারকরণের হেতু লিখিয়া তাহারা যে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের তাবে হয় তাঁহার হজুরে অপরাধিকে পাঠাইয়া দেয় ইতি।

পোলীসের আমলাদি গের আবশ্যক হওনবিনা কোন বাটীঘরের মধ্যে যাইতে ক্ষমতা না থাকি বার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।— পোলীসের আমলা লোক কোন প্রকারে দস্তক কি কোন হুকুমনা মা জারী করিবার কারণ আবশ্যক হওনব্যতিরেকে কোন বসতবাটী কি অন্য স্থানের দর ওয়াজা ভাঙ্গিতে পারিবেক না কিন্তু যদি তাহারা এমত সঠীক খবর পায় যে যাহার উপর খুন কি লুঠ কি অন্য ভারী অপরাধের কর্ম্ম কি হঙ্গামা ফসাদকরণের তহমৎ হওয়াতে গ্রে ফ্তারীর নিমিত্তে ওয়ারণ্ট অর্থাৎ দস্তক কি অন্য হুকুমনামা হইয়াছে সে ব্যক্তি কোন বা টী কি ঘরে কি অন্য স্থানে লুকাইয়া রহিয়াছে ও ঐ অপরাধী পোলীসের যে আমলার স্থানে তাহার গ্রেফ্তারীর নিমিত্তে হওয়া ওয়ারণ্ট থাকে তাহার তলবকরাতে আপনি হা জির না হয় তবে ঐ আমলার ক্ষমতা থাকিবেক যে দুই তিন জন মাতবর বাশিন্দা লো কের সাক্ষাৎ সদর দরওয়াজা এবং এদেশের রেওয়াজমতে যে স্থানকে অন্দর বলা যায় তাহার কোন ঘরের দরওয়াজা তখন তাহাতে স্ত্রীলোক না থাকে বা থাকে ওয়ারণ্ট কি অন্য যে হুকুমনামা জারী করিতে যায় তাহা জারী করিবার নিমিত্তে ভাঙ্গে ইতি।

পোলীসের আমলার অপবাদিত ব্যক্তি জনানা মহলে কি ঘরে আছে ইহা জানিতে পাওনবিনা ভীতরের দরওয়াজা ভা ঙ্গিতে ক্ষমতা না থাকিবার ও ভাঙ্গিতে হইলে প্রথমে জনানা লোককে বাহির হইতে সম্বাদ দিতে হই বার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।— যদি উপরের লিখিত প্রকারেতে অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি জনানাম হলেতে কি যে ঘরেতে প্রকৃতই স্ত্রীলোকেরা থাকে তাহার মধ্যে লুকাইয়া থাকে ও ইহা তহকীক জানাও যায় তবে পোলীসের কার্য্যকারক লোকের উচিত যে সেই বাটী কিম্বা ঘর ঘেরে অথবা সে ব্যক্তি পলাইতে না পারিবার নিমিত্তে অন্য যে২ তদবীর করা আব শ্যক তাহা করে ও এমত দুই জন মাতবর স্ত্রীলোকের দ্বারা যে সেই বাটীওয়ালার সহিত ও আপনারা পরস্পর কিছু ঘনিষ্ঠতা ও আত্মীয়তা না রাখে ইহা তহকীক করে যে যে অপ বাদগ্রস্ত ব্যক্তির নামে ওয়ারণ্ট এতাবতা দস্তক হইয়াছে প্রকৃতই সে সেই বাটী কি ঘরের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে লুকাইয়া রহিয়াছে কি না ও যদি থাকে তবে ঐ আমলার কর্ত্তব্য যে সেই বাটী কি ঘরের ভিতরকার দরওয়াজা ভাঙ্গিয়া দস্তক জারী করে কিন্তু ইহার

পূর্ব্বে

পূর্ব্বে তাহারদিগের অবশ্যকর্ত্তব্য যে প্রথমতঃ স্ত্রীলোকদিগকে সেই ঘরহইতে বাহির হইবার নিমিত্তে সম্বাদ দেয় ইতি।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—দারোগাদিগকে ঐ ক্ষমতা আদালত ও ইনসাফহওনের অর্থে দেওয়া গেল ইহাতে যদি কোন দারোগা শরারতী ও নষ্টামী করিয়া ঐ ক্ষমতাচরণ করে তবে ইহা মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হজুরে কিম্বা দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবের হজুরে সাবুদ হইলে আপন কর্ম্মহইতে তগীরহওনের অতিরিক্ত মোকদ্দমার ভাবদৃষ্টে অন্য যে শাস্তি উপযুক্ত হয় তাহা পাওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

দারোগা শরারতী করিয়া তাহার প্রতি অর্পণ হওয়া ক্ষমতার কার্য্য করিলে যে শাস্তি পাইবেক তাহার কথা।

৮ অষ্টম প্রকরণ।—যদি কোন কিম্বা কোন২ ব্যক্তির উপর খুন কি ডাকাইতী কিম্বা লুঠ অথবা সিন্ধমারী কি চুরী কিম্বা কোন বাটীঘর কি গ্রাম দাহকরণের অথবা আশরফী কি টাকাআদি কি পয়সা কৃত্রিমকরণের কিম্বা প্রাণের হানি হইতে পারে যাহাতে এমত জখমী অর্থাৎ ঘাইলকরণের তহমৎ হয় ও মাতবর হেতুপ্রযুক্ত যদি এমত অনুমান হয় যে অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি প্রকৃতই ঐ অপরাধ করিয়াছে তবে এমত ব্যক্তি কি ব্যক্তিদিগের স্থানে জামিন লওয়া যাইবেক না কিন্তু অন্য২ সমস্ত প্রকারেতে যদি কোন অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা আপনি কি আপনারা মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হজুরে হাজির হইবার নিমিত্তে মাতবর জামিনী দিতে পারে তবে দারোগার কর্ত্তব্য যে সেই জামিনী মঞ্জুর করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহারদিগকে ছাড়িয়া দেয় ইতি।

যে প্রকারে জামিনী মঞ্জুর না করা যাইবেক তাহার কথা।

৯ নবম প্রকরণ।— পোলীসের দারোগাদিগের আবশ্যক যে যদি উপরের লিখিত হুকুমমতে কাহারু স্থানে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হজুরে হাজির হইবার জামিনী লইতে হয় তবে তাহার স্থানে তাহা এই আইনের শেষের লিখিত ১৮ নম্বরের শরওয়ামতে লেখাইয়া লয় ইতি।

জামিনীর শরওয়ার কথা।

১০ দশম প্রকরণ।— যে২ ব্যক্তিরা আপন২ প্রাণ ও ধন রক্ষাকরণের কালে খুনী কি চোর কি লুঠিয়ারা লোকদিগকে মারিয়া ফেলে কি জখমী অর্থাৎ ঘাইল করে পোলীসের আমলারা মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হজুরহইতে খাস অর্থাৎ বিশেষ কোন হুকুম পাওনবিনা এমত২ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিতে কি জেরজামিনীতে রাখিতে ক্ষমতা রাখিবেক না ও পোলীসের কোন আমলা যদি ইহার অন্য মত করে তবে আপন কর্ম্মহইতে তগীর হইবার যোগ্য হইবেক ইতি।

যাহারা আপনারদিগের প্রাণ ও ধন রক্ষাকরণের কালে অপরাধিদিগকে বধ কিম্বা জখমী করে তাহার গ্রেপ্তার না হইবার কথা।

১১ একাদশ প্রকরণ।—যে সকল প্রকারেতে অত্যাবশ্যক হয় এতাবতা যদি পোলীসের দারোগার কি অন্য কার্য্যকারকের এমত অনুমান হয় যে হঙ্গামা কি শক্ত মারিপীট কি জামিনীর যোগ্য অন্য কোন অপরাধের কর্ম্মকরণের তহমতে গ্রেপ্তার হওয়া কোন ব্যক্তিকে তাহাহইতে আর হঙ্গামা ও ফসাদ না হইবার মজমুনে জামিনী লওনবিনা ছাড়িয়া দিলে হানি হইবেক তবে গ্রেপ্তার হওয়া ঐ ব্যক্তির স্থানে তাহার মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হজুরে হাজির হইবার জামিনী দেওয়ায় আর এক জামিনী তাহাহইতে আর কাজিয়া ফসাদ না হইবার নিমিত্তে তলব করা যাইবেক ও জামিন কি জামিনদিগের স্থানে এই আইনের

অত্যাবশ্যক হইলে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হজুরে হাজির হইবার জামিনী দেওয়ায় আর হঙ্গামা ফসাদ না হইবার অর্থে জামিনী তলবহওনের কথা।

আইনের শেষের লিখিত ১৯ নম্বরের শরওয়ামতে ঐ ব্যক্তি জামিনীর লিখিত নিয়মের অন্য মত করিলে জামিন কি জামিনদিগের যত টাকা লাগিবেক তাহার মবলগের তাইন সম্বলিত এক মুচলকা লেখাইয়া লওয়া যাইবেক ও ঐ টাকার তাইন মোকদ্দমার ভাব ও ঐ ব্যক্তির মর্য্যাদার দৃষ্টে হইবেক ইতি।

২৬ ধারা।

এই ধারাতে ১৫ পনের প্রকরণ ও ফৌজদারী আদালতের হুকুম না মাননের ও আমলে আসিতে না দেওনের তদারক অর্থাৎ প্রতিফলের মোতালক হুকুম লেখা যাইতেছে।

যাহারা ফৌজদারী আদালতের হুকুমনামা জারী হওনেতে দুঁদ্যামী করে তাহারা গ্রেফ্তার হইয়া মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুরে চালান হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি কোন কিম্বা কোন২ ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের আমলা লোক কিম্বা পোলীসের কার্য্যকারক লোক যে কোন দস্তক কি হুকুমনামা জারী করিবার চেষ্টা পায় তাহা জারীহওনের বিষয়ে নিজে দুঁদ্যামী ও বজ্জাতী করে কি অন্যেরে দিয়া করায় কি গ্রেফ্তারহওয়া কোন ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের চাকর লোকের কি পোলীসের কার্য্যকারকদিগের স্থানহইতে ছিনিয়া লয় কি লইতে উদ্যত হয় তবে দারোগার আবশ্যক যে দুঁদ্যা লোকদিগ্কে এবং তাহারদিগের সঙ্গে শামিলে যাহারা থাকে তাহারদিগ্কে গ্রেফ্তার করিয়া মোকদ্দমার বেওরা ও যে সাক্ষিদিগের সাক্ষ্য দ্বারা দুঁদ্যামী সাবুদ হইতে পারে সে সাক্ষিসমেত মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেয় ও যদি ছিনিয়া লওয়া কি অদুল হুকুমী ও দুঁদ্যামী করা দাঙ্গা ফসাদের সহিত হয় তবে তাহাতে ঐ দারোগার আবশ্যক যে নিকটবর্ত্তি থানার দারোগাদিগের স্থানে সহায়তা চাহে ও সেই দারোগাদিগের কর্ত্তব্য যে সহায়তা করিবার নিমিত্তে লিখন লিখিয়া পাঠাইলে তদনুসারে সহকারিতা ও সহায়তা করে ইতি।

কোন২ প্রকারেতে নিকটের থানার দারোগাদিগের স্থানে সহায়তা লইবার কথা।

নীচের লিখিত হুকুমের অনুসারে পুর্ব্বের কএক আইনের কএক ধারা শুধরা যাওনের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১১ আইনের ২ ও ৪ধারার ও ১৮০৪ সালের ৩ আইনের ২ ও ৪ ধারার লিখিত কথা শুধরণক্রমে নীচের লিখিত হুকুম ফৌজদারী আদালতের হুকুম না মাননের কি তদনুসারে ধরা না দেওনের প্রকারেতে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের ও পোলীসের কার্য্যকারকদিগের কার্য্যোপদেশের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

ভূম্যধিকারিদিগের দুঁদ্যামীকরণের জিলা ভিন্ন অন্য২ জিলার ভূমি নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের মঞ্জুরী জব্দহওনের যোগ্য হইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— যদি কোন ব্যক্তির উপর নিজে কি অন্যের দ্বারা দুঁদ্যামী করিয়া মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের কি পোলীসের কার্য্যকারকদিগের হুকুমনামা না মানন সাবুদ হয় ও ঐ দুঁদ্যা ব্যক্তি যে জিলা কি শহরের অধিকারে এমত কসুর করে সে জিলা কি শহর ভিন্ন অন্য কোন জিলা কি শহরের অধিকারের ভূমির অধিকারী কি সদরী ইজারদার হয় ও যদি মোকদ্দমার সমস্ত ভাবগতিক বিবেচনাকরণের পরে তাহার প্রতি উপরের উক্ত আইনের ধারার লিখিত সম্যক কিম্বা কতক্ ভূমি জব্দহওন কি ইজারা রদহওনের শাস্তির হুকুম হওয়া উপযুক্ত বোধ হয় তবে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের ক্ষমতা আছে যে ভূমি জব্দ হইবার কি ইজারা রদহওনের হুকুম দেন্ কিন্তু জানান যাইতেছে যে এমত২ হুকুম নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হজুরে মঞ্জুর হওন ও এবিষয়ে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেন

রল

রল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নাতক্ব হুকুমহওনব্যতিরিক্ত আমলে আসিবেক না ইতি।

পলাইয়া যাওয়া ব্যক্তিদিগের অন্যং জিলার ভুমি তাহারদিগ্‌কে হাজির করাইবার কারণ ক্রোক করা যাইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যদি অপরাধকরণের অপবাদগ্রস্ত কোন ব্যক্তি পলাইয়া যাওন কি রুপোশহওনমতে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব কি পোলীসের আমলারা তাহাকে দস্তক জারী করিয়া গ্রেস্তার করিতে না পারেন্ তবে যদি সেই ব্যক্তি যে জিলা কি শহরের অধিকারে তাহার ঐ অপরাধকরণের তহমৎ হয় সে জিলা কি শহর সেওয়ায় অন্য জিলা কি শহরের অধিকারের মধ্যের ভূম্যধিকারী কি অন্য স্থাবর বস্তুর মালিক অর্থাৎ অধিকারী কিম্বা সদরী ইজারদার হয় ও তাহাকে হাজির করাইবার নিমিত্তে উপরের প্রকরণের লিখিত আইনের ৪ ও ৫ ও ৬ ধারার লিখিত হুকুমমতে তাহার ভুমি কি অন্য স্থাবর বস্তু ক্রোক করা আবশ্যক হয় তবে যে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে এমত অপরাধকরণের দাওয়া দরপেশ হয় তিনি তাহার সমুদয় ভূমি কিম্বা কতক ক্রোক করিবার কিম্বা ইজারা রদ হইবার হুকুম দিতে পারিবেন ও এমতং প্রকারেতে উপরের প্রকরণের উক্ত ধারার লিখিত কথা মতে কার্য্য করিবেন্ ইতি।

কোনং প্রকারেতে জরীমানার হুকুম দেওনের বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের যে ক্ষমতা আছে তাহার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—যদি মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের ও পোলীসের আমলাদিগের হুকুম দুঁদ্যামী করিয়া না মাননের প্রকারেতে ঐ সাহেবেরা মোকদ্দমা বুঝিয়া ভূমি জব্দ কি ইজারা রদহওনের হুকুমের বদলে ২০০ দুইশত টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানার ও তাহা দাখিল না করিলে ছয় মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদথাকনের হুকুম দেওয়া উপযুক্ত বুঝেন্ তবে এমত হুকুম দিবেন ও এমতং প্রকারেতে ও অন্যং প্রকারেতে যদি দুঁদ্যা ব্যক্তি ভূম্যধিকারী কি সদরী ইজারদার না হয় ও তাহার পক্ষে এমত হুকুম হয় তবে ঐ হুকুম নাতক অর্থাৎ পুরা বোধ হইয়া নিজামৎ আদালতে উপস্থিতহওনের যোগ্য হইবেক না কিন্তু যদি দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবেরা কি সদর নিজামতের সাহেরেরা এক্ষণকার চলিত আইনের মতে ঐ হুকুম শুধরণ কি পরিবর্ত্তকরণ কি রদ করণের যোগ্য বুঝেন্ তবে তাহা করিবেন ইতি।

যাহারা ভূম্যধিকারী না হয় ও মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হুকুম না মানে কিম্বা তাহাতে ধরা না দেয় তাহারদিগের অস্থাবর বস্তু ক্রোক করিবার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—যদি জিলা কি শহরের মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের কিম্বা পোলীসের আমলা লোকের তাবে কোন ব্যক্তি জিলা কি শহরের মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরহইতে কি মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের ক্ষমতা অন্য যে সাহেবকে অর্পণ হইয়া থাকে তাঁহার হজুরহইতে হওয়া দস্তক কি সমন কিম্বা হুকুমনামা নিজে কিম্বা অন্যের দ্বারা দুঁদ্যামী করিয়া না মানে ও তাহাকে গ্রেস্তার করা যাইতে না পারে কিম্বা কোন ব্যক্তির উপর ভারী কোন অপরাধের কর্ম্মকরণের তহমৎ হওনমতে তাহাকে গ্রেস্তারকরণের কারণ মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরহইতে কি পোলীসের দারোগার নিকটহইতে সে প্রায় সর্ব্বদা যে স্থানে থাকে সে স্থানের নিরূপণসম্বলিত দস্তক লইয়া গেলে পলাইয়া যাওন কি রুপোশ হওনমতে তাহাকে সে স্থানেতে না পাওয়া যায় ও হুকুম না মাননিয়া কিম্বা ধরা না দেওয়া ঐং ব্যক্তি ভূমির অধিকারী কিম্বা সদরী ইজারদার যাহাতে উপরের প্রকরণের প্রস্তাবিত আইনে লিখিত হুকুমমতে তাহার ভূমি ক্রোক কি ইজারা রদ হইতে পারে তাহা না হয়

ও ক্রোক হইতে পারিবার যোগ্য তাহার কোন অস্থাবর বস্তু থাকে ও তাহা ক্রোক না করা গেলে স্থান ছাড়া হইবেক এমত বোধ হয় তবে পোলীসের যে আমলা এমত২ প্রকারেতে ওয়ারণ্ট জারী করিতে ক্ষমতা রাখে তাহার আবশ্যক যে যে ব্যক্তির নামে ওয়ারণ্ট হইয়াছে সে ব্যক্তি ধরা না দিবার নিমিত্তে সম্প্রতি পলাইয়াছে কি লুকাইয়া রহিয়াছে এমত সটীক সমাচার পাইলে পর পলাইয়া যাওয়া কি রুপোশহওয়া ব্যক্তির যে অস্থাবর বস্তু তাহার অধিকারের মধ্যে পাওয়া যায় তাহা ক্রোক করিয়া তৎক্ষণাৎ এ বিষয়ের এত্তেলা আপন অধিকারের মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবকে দেয় ও যদি কোন মাতবর হেতু প্রযুক্ত এমত বোধ হয় যে ঐ বস্তু স্থানান্তর হইবেক তবে তৎক্ষণাৎ এ বিষয়ের রিপোর্ট মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে পাঠাইয়া ঐ সাহেবের হুকুম হওনের অপেক্ষায় থাকিবেক ইতি।

দারোগার মাজিষ্ট্রেট্‌ সাহেবের হুকুম না পাওন পর্য্যন্ত অস্থাবর বস্তু স্থানান্তর না হইবার উপায় করিতে হইবার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—উপরের প্রকরণের লিখিত সম্বাদ পাইলে পর মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের আবশ্যক যে অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি হাজির না হওনপর্য্যন্ত কি ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১১ আইনের ও ১৮০৪ সালের ৩ আইনের হুকুমমতে ইশ্‌তিহারনামা জারী না হওনপর্য্যন্ত ঐ বস্তু ক্রোক রাখিবার উপযুক্ত মোকদ্দমা বটে কিম্বা এ বিষয়ের তজবীজ ও বিবেচনা করিয়া পরে হয় ঐ বস্তু ছাড়িয়া দিবার কিম্বা তাহা ক্রোক রাখিবার ও নীচের প্রকরণের মতে এক তালিকার ফর্দ্দ করিবার হুকুম দেন্‌ ও যাবৎ মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরহইতে এমত হুকুম না পঁহুছে তাবৎ পোলীসের আমলাদিগের আবশ্যক যে ঐ বস্তু স্থানান্তর না হইতে পারিবার নিমিত্তে যে তদবীর ও উপায় করা আবশ্যক হয় তাহা করে ইতি।

বস্তু ক্রোক করা যাওনের মতের কথা।

৮ অষ্টম প্রকরণ।—অস্থাবর বস্তু ক্রোককরণের নিমিত্তে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হজুর হইতে হুকুম পঁহুছিলে পর পোলীসের দারোগার আবশ্যক যে সে স্থানের বাশিন্দা দুই তিন জন মাতবর লোকের সাক্ষাৎ সমস্ত অস্থাবর বস্তু সামগ্রীর তালিকার ফর্দ্দ লেখাইয়া ও তাহাতে আপন দস্তখৎ করিয়া ঐ বস্তু সামগ্রী গ্রামের প্রধান ব্যক্তির কি সেই গ্রামের বাশিন্দা অন্য দুই তিন জনের স্থানে জিম্মা করিয়া রাখিয়া ঐ বস্তু সামগ্রী তাহারা পাওনের এক একরারনামা তাহারদিগের স্থানে লইয়া ঐ বস্তু সামগ্রীর তালিকার ফর্দ্দের সহিত মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেয় ইতি।

ক্রোক হওয়া বস্তু সাবধানে রাখিবার ও যখন তাহার মালিক তাহা পাইতে পারে তখন তাহাকে ফিরিয়া দিবার কথা।

৯ নবম প্রকরণ।—যে সকল প্রকারেতে উপরের লিখিত হুকুমমতে বস্তু ক্রোক করা যায় তাহাতে পোলীসের দারোগাদিগের আবশ্যক যে যে২ লোকের স্থানে অস্থাবর বস্তু জিম্মা করিয়া রাখা যায় তাহারদিগকে এ বিষয়ে সাবধান হইতে তাকীদ করিয়া দেয় যে ঐ বস্তু সামগ্রীর কিছু নোকসান হইতে না পায় ও যদি অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি ইশ্‌তিহারনামার মিয়াদের মধ্যে হাজির হয় তবে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ ব্যক্তি হাজির হইবামাত্র ক্রোক থাকা বস্তু ছাড়িয়া দিবার ও তালিকার ফর্দ্দমতে তাহা বুঝাইয়া দিবার হুকুম দেন্‌ ও ঐ বস্তু ক্রোক রাখণেতে যত টাকা খরচ হইয়া থাকে তাহা ঐ ব্যক্তির দিতে হইবার হুকুম দেন্‌ ইতি।

১০ দশম প্রকরণ।

১০ দশম প্রকরণ।—যাহার নামে ইশ্‌তিহার দেওয়া যায় সে যদি ইশ্‌তিহারনামার মিয়াদের মধ্যে হাজির না হয় তবে হুকুমনামা না মাননের প্রকারেতে অপরাধির প্রতিফলের জন্যে হওয়া জরীমানার টাকা উসুল করিবার নিমিত্তে মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবের হুকুমমতে ঐ বস্তু ব্যক্তরূপে বিক্রয় করা যাইবেক ও যদি হুকুমনামাহওনমতে ধরা না দেওনহেতুক অস্থাবর বস্তু ক্রোক হয় ও ইশ্‌তিহারী ব্যক্তি ছয় মাস গতহওনের পরে হাজির না হয় তবে ঐ অস্থাবর বস্তু এবং যে স্থাবর বস্তু এক্ষণকার চলিত আইনানুসারে এমত২ প্রকারেতে ক্রোক হইয়া থাকে তাহা সরকারের কর্তৃত্ব তলে আসিবেক ইতি।

ইশ্‌তহারী ব্যক্তি হাজির না হইলে কিম্বা পুনঃ২ হুকুমেতে ধরা নাদিলে হাজির না হওয়া ব্যক্তির বস্তু জরীমানার টাকা উসুলের কারণ বিক্রয় হইবার কথা।

১১ একাদশ প্রকরণ।—কোন ব্যক্তি ফৌজদারী আদালতের হুকুম না মানিলে কি তাহাতে ধরা না দিলে তাহাকে হাজির করিবার কারণ যদি মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবের হুকুমমতে পোলীসের দারোগার মারফতে ইশ্‌তিহারনামা জারী হয় তবে তাহাতে দারোগার আবশ্যক যে ঐ ইশ্‌তিহারনামা থানার আমলা লোকছাড়া দুই তিন জন মাতবর লোকের সাক্ষাৎ অতিপ্রচার ও ব্যক্ত করিয়া পড়ে ও ঢোল ফিরাইয়া প্রচার করে এবং ঐইশ্‌তিহারনামা পোলীসের থানাতে ও যে ব্যক্তির নামে ঐ ইশ্‌তিহারনামা হয় তাহার বাসকরণের বাটীর সদর দরওয়াজাতে ও তাহার নিবাসের গ্রামের মধ্যে যে স্থানে সকল লোকের দৃষ্টিপাত হয় সেই স্থানে লট্‌কাইয়া দেয় ইতি।

দুঁদ্যা কি ধরা না দেওয়া ব্যক্তিকে হাজির করাইবার নিমিত্তে মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরহইতে হওয়া ইশ্‌তিহারনামা জারীকরণের মতের কথা।

১২ দ্বাদশ প্রকরণ।—যদি কোন অপরাধী তাহার নামে হওয়া নালিশের জওয়াব দিবার নিমিত্তে ইশ্‌তিহারনামার লিখিত মিয়াদ গতে হাজির না হয় তবে দারোগার আবশ্যক যে ইশ্‌তিহারনামা জারীহওনের প্রকারের কথা ও তাহা জারী হওনের তারিখ ও সময় ও যে২ স্থানে জারী হইয়া থাকে তাহার নাম ও তাহা যেমত উচিত সেই মত জারী হইয়া থাকনের কথা সাবুদ হইবার উপযুক্ত সাক্ষিদিগের নামসম্বলিত কৈফিয়ৎ লিখিয়া মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেয় ইতি।

অপরাধী নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে হাজির না হইলে দারোগার যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

১৩ ত্রয়োদশ প্রকরণ।—কোন জমীদারের কি ইজারদারের কি সরবরাহকারের কিম্বা অন্য ব্যক্তির নিকটে ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৩ আইনের কি এক্ষণকার চলিত অন্য কোন আইনের লিখিত হুকুমমতে মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরহইতে যে ব্যক্তির কি যে২ ব্যক্তির নামে অপরাধকরণের দাওয়া কি তাহা করণের তহমৎ হওয়াতে ইশ্‌তিহার হইয়া থাকে তাহাকে কি তাহারদিগ্‌কে গ্রেফ্তার করিবার নিমিত্তে এক কেতা ওয়ারণ্ট পাঠান গেলে যদি তাহারা ঐ ওয়ারণ্ট জারী করিবার কারণ পোলীসের আমলাদিগের স্থানে সহায়তা চাহে তবে ঐ আমলাদিগের আবশ্যক হইবেক যে ঐ ওয়ারণ্ট জারীহওনের বিষয়ে তাহারদিগ্‌হইতে যে কিছু সহায়তা ও সহকারিতা হইতে পারে তাহা করে এবং পোলীসের দারোগাদিগের আবশ্যক যে ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৩ আইনের ৯ ধারার ৬ প্রকরণের মতে জমীদার কি ইজারদার কি সরবরাহকার কিম্বা অন্য ব্যক্তির স্থানহইতে যে কিম্বা যে২ ব্যক্তি ধরা পড়ে তাহাকে কি তাহারদিগ্‌কে আপনি জিম্মা করিয়া লইয়া ঐ জমীদার কি অন্য ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার হওয়া ব্যক্তি কি ব্যক্তিরদিগের নাম ও তাহারদিগ্‌কে জিম্মা করিয়া লওনের তারিখসম্বলিত এক রসীদ সর্ব্বদা দেয় ও তাহারা যে মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবের

যে জমীদার আদির নিকটে অপরাধিদিগ্‌কে গ্রেফ্তার করিবার হুকুম যায় তাহারা দারোগাদিগের স্থানে সহায়তা চাহিলে তাহারদিগের সহায়তা করিতে হইবার কথা।

ষ্ট্রেটসাহেবের তাবে হয় তাঁহার হজুরে গ্রেফ্তারহওয়া ব্যক্তি কি ব্যক্তিরদিগকে অতিসা বধানে ও নেগাহবানীতে অবিলম্বে চালান করে ও যেং অপরাধী কিম্বা অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তির নাম পোলীসের আমলার স্থানে সহায়তা চাহিবার দরখাস্ত লেখা যায় তাহারা যদি ধরা না পড়ে তবে সহায়তা চাহিবার দরখাস্ত গুজরিবার এবং সে মতে যেং তদ বীর হইয়া থাকে তাহার কৈফিয়ৎ মাজিষ্ট্রেটসাহেবের গোচর হইবার নিমিত্তে এই আ ইনের ৮ ধারার নিরূপিত রোজনামার বহীতে লিখিতে হইবেক ইতি।

দারোগারা অপরাধি দিগকে গ্রেফ্তার করণের কালে জখমী কি বধ করি লে বেকসুর জানা যাইবার কথা।

১৪ চতুর্দ্দশ প্রকরণ।— যদি কখন পোলীসের কোন দারোগা কি অন্য আমলা যে কোন আপরাধিকে গ্রেফ্তার করিবার নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের ৯ আইনের লি খিত মতে ইশ্তিহার দেওয়া গিয়া থাকে তাহাকে গ্রেফ্তারকরণের আকুঞ্চন ও উদ্যোগ করণের সময়ে সেই অপরাধিকে সে বরাবরী করণহেতুক কিম্বা পলাইয়া যাওনের সময়ে জখমী কিম্বা বধ করে তবে তাহাতে ঐ দারোগা কি অন্য আমলা সর্ব্ব প্রকারে বেএলাকা ও বেকসুর জানা যাইবেক এবং ঐ মত পোলীসের কোন আমলা যে ব্যক্তির নামে খুনী কি ডাকাইতী কিম্বা লুঠ অথবা অন্য ভারি অপরাধের কর্ম্মকরণের তহমৎ হয় তাহাকে গ্রেফ্তার করিবার ওয়ারণ্ট অর্থাৎ দস্তক জারী করিতে এতাবতা তাহাকে গ্রেফ্তার করিতে গিয়া কি তাহা জারীকরণের সহায়তা করিতে গিয়া তাহাকে কিম্বা কোন ডাকাইত কি খুনীইত্যাদিকে ঐ অপরাধের কর্ম্ম করিবামাত্র তাহার পিছেং গিয়া কিম্বা তাহাকে গ্রে ফ্তার করিবার নিমিত্তে তাহার সহিত বরাবরী করিতেং কি অপরাধের কর্ম্ম করিতে উদ্য তহওনের কালেতে জখমী কি বধ করিলেও তাহাকে বেএলাকা ও বেকসুর জ্ঞান করা যা ইবেক ইতি।

অপরাধিদিগকে গ্রেফ্তা র করিবার নিমিত্তে যে ই নাম দিবার নিয়ম করা যা য় তাহা যে মাজিষ্ট্রেটসা হেবের অধিকারে অপরা ধী গ্রেফ্তার হয় তাঁহার হ জুরহইতে গ্রেফ্তারকরণিয়া পাইতে পারিবার কথা।

১৫ পঞ্চদশ প্রকরণ।— জানা কর্ত্তব্য যে ইশ্তিহারী অপরাধিদিগকে গ্রেফ্তারকরণের নিমিত্তে যে সকল ইনাম বখ্শিশ এক্ষণকার চলিত আইনের অনুসারে দেওয়া উচিত ও অপরাধিরা ধরা পড়িলে তাহা দিবার করারে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের কিম্বা জাইণ্ট মাজি ষ্ট্রেটসাহেবের কিম্বা পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের দস্তখৎ ও মোহরে করার দাদ এতাবতা নিয়মপত্র লেখা পড়া হয় তাহা ইশ্তিহারী অপরাধিকে যে জিলা কি শহ রের অধিকারে ধরা পড়ে সেই জিলা কি শহরের মাজিষ্ট্রেটসাহেবের নিকটে পঁহুছাইয়া দিলে যে ব্যক্তি তাহাকে গ্রেফ্তার করিয়া থাকে সে পোলীসের আমলা কি অন্য ব্যক্তি হয় তাহাকে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১৬ আইনের ১৫ ধারার লিখিত হুকুমমতে দেওয়া যাইবেক ইতি।

২৭ ধারা।

এই ধারাতে ৭ সাত প্রকরণ ও বাকী টাকা উসুলের নিমিত্তে বাকীদারদিগের মাল আ মওয়াল ক্রোকহওনের মোতালক হুকুম লেখা যাইতেছে।

এই প্রকরণের লিখিত ধারার লিখিত কোনং

১ প্রথম প্রকরণ।— জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৩ আইনের ৮ ধারা এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল ও মালগুজারীর বাকী টাকা উসুলকরণের

কারণ

কারণ মাল আমওয়াল ক্রোককরণিয়াদিগের সহায়তা করিবার নিমিত্তে পোলীসের দারো গাদিগকে ক্ষমতাদেওনের অর্থে ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ৯ ও ১০ ও ১১ ধারাতে ও ১৮০০ সালের ৫ আইনের ৯ ও ১০ ও ১১ ধারাতে ও ১৮০৩ সালের ২৮ আইনের ১৭ ও ১৯ ধারাতে যে সকল হুকুম লেখা যায় তাহা নীচের লিখনক্রমে শুধরণের যোগ্য হইল ইতি।

কথা শুধরা যাওনের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জমীদারদিগের ও ইজারদারদিগের ও তাহারদিগের সরবরাহকারদিগের কিম্বা এক্ষণকার চলিত আইনের মতে অন্য যে২ ব্যক্তিকে মালগুজারীর বাকী টাকা উসুলের কারণ বাকীদারদিগের মাল আমওয়াল ক্রোককরণের ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে তাহারদিগের ক্ষমতা আছে যে যদি ঐ ক্ষমতার কার্য্য এতাবতা ক্রোককরণেতে কিম্বা ক্রোককরা বস্তু হেফাজাতে রাখণেতে বাকীদারেরা তাহারদিগের সহিত বরাবরী করে কিম্বা করিবেক এমত বোধ হয় তবে যে দারোগার থানার অধিকারের সরহদ্দে ইহা হয় তাহার নিকটে এক আরজী ক্রোককরণের কি ক্রোককরা মাল হেফাজাতে রাখণের সহায়তা করিবার অর্থে এ কথা লিখিয়া দেয় যে ক্রোককরণের সময়ে বরাবরী হইয়াছে কি তাহা হইবেক বোধ হইতেছে ও আরজীদেওনিয়া হলফ কি হলফনামানুসারে আরজীর লিখিত বৃত্তান্ত সত্য জানাইলে দারোগার কর্ত্তব্য যে এক জন মজকুরী পেয়াদাকে এই আইনের শেষের লিখিত ২০ নম্বরের শরওয়ামতে লেখা এক হুকুমনামা আপন দস্তখৎ ও থানার মোহরযুক্তে দিয়া পাঠাইয়া দেয় ইতি।

বাকীদারেরা বাকী পাওনিয়ার সঙ্গে বরাবরী করিলে কি করিবার অনুমান হইলে হুকুমনামা পাঠান যাইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—মজকুরী পেয়াদার আবশ্যক যে উপরের লিখিত হুকুমনামা বাকীদারকে দেখায় ও বাকীদারের তরফহইতে বরাবরী কি হঙ্গামা ও ফসাদ না হইতে পারিবার নিমিত্তে যে২ তদবীর ও উপায় করা আবশ্যক হয় যথাসাধ্য তাহা করে ও বাকীদার যাবৎ বাকী টাকা না দেয় তাবৎ এক্ষণকার চলিত আইনানুসারে ক্রোককরণিয়াকে যে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে সেই ক্ষমতামতে কার্য্যকরণেতে তাহার সহায়তা করে এবং মজকুরী পেয়াদার আবশ্যক যে ক্রোককরণিয়ার ভাবগতিক ও ক্রিয়ার প্রতি দৃষ্টি রাখে কেননা জজসাহেব ও মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে তাহার জোবানবন্দীর আবশ্যক হইলে তাহা করাইয়া দিতে পারে ইতি।

যে পেয়াদাকে পাঠান যায় সে ক্রোককরণিয়ার ক্রিয়া ও আচরণ দেখিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যদি উপরের লিখিত হুকুমমতে পাঠান কোন পেয়াদা থানার দারোগার নিকটে এমত জোবানবন্দী লেখাইয়া দেয় যে কর্ম্মের নির্ব্বাহকরণেতে বরাবরী উপস্থিত হইয়াছে কিম্বা ক্রোককরণিয়ার দরখাস্ত হলফের অনুসারে যে দারোগার নিকটে দাখিল হইয়া থাকে সেই দারোগা ইহা জানিতে পায় যে দাঙ্গা ফসাদ হইবার মত বরাবরী হইয়াছে কিম্বা হইবেক তবে দারোগার কর্ত্তব্য যে সহায়তা করিবার ও হঙ্গামা ফসাদ হওনের নিবারণকরণের নিমিত্তে আপনি সরেজমীনে যায় অথবা থানার মুহরির কি জমাদারকে পাঠাইয়া দেয় এবং দারোগার আবশ্যক যে যদি কোন ক্রোককরণিয়া এক্ষণকার চলিত আইনের মতে পাওয়া ক্ষমতাক্রমে বাকীদারের ক্রোককরণের উপযুক্ত দ্রব্য

যে পেয়াদাকে পাঠান যায় তাহার সঙ্গে বরাবরী হইলে থানার দারোগা কি মুহরির কি জমাদার তাহার মদদ করিতে যাইবার কথা।

থানার কেবল দারোগা কি মুহরির কি জমাদারের

সামগ্রী

বাটীর ভিতর তালাশ করিতে হইবার কথা।

সামগ্রী যে বাটীতে ছাপান থাকে তাহার সদর দরওয়াজা কি ভিতরকার দরওয়াজা থানা তালাশীর নিমিত্তে ভাঙ্গিতে কি জোর করিয়া খুলিতে চাহে তবে তাহার সহায়তা করিতে আপনি সরেজমীনে যায় অথবা থানার মুহরির কি জমাদারকে পাঠাইয়া দেয় ইতি।

মতনের লিখিত প্রকার ব্যতিরেকে থানার বরকন্দাজ লোক ক্রোককরণিয়াদিগের সহায়তা করিতে নিযুক্ত না হইবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।— পোলীসের থানার বরকন্দাজ লোক মালগুজারীর বাকী টাকা উসুলের নিমিত্তে ক্রোককরণিয়াদিগের সহায়তা করিবার জন্যে নিযুক্ত হইবেক না কিন্তু যদি উপরের লিখিত হুকুমমতে থানার দারোগা কি মুহরির কি জমাদার সরেজমীনে যায় তবে তাহারদিগের তাবে থাকিয়া সহায়তা করিবেক ইতি।

জমীদার ও নীলের চাস করণিয়া কি অন্য লোকদিগ্‌কে কোন প্রজা কি অন্য ব্যক্তিকে পায় হাড়ি কি আর কিছু দিয়া কয়েদ রাখিতে বারণহওনের কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।— জমীদার ও ইজারদার ও সরবরাহকারদিগ্‌কে ও নীলের চাসকরণিয়া লোককে ও অন্য২ ব্যক্তিরদিগ্‌কে নিষেধ করা যাইতেছে যে তাহারদিগের নিকটে কোন বাবতে দেনদার থাকা কোন প্রজা কি অন্য কোন ব্যক্তিকে পায় হাড়ি কি আর কিছু দিয়া কয়েদ না রাখে ও পোলীসের দারোগাদিগের আবশ্যক যে যদি তাহারদিগের কোন প্রকারে এই হুকুমের অন্যথাচরণ করণের সম্বাদ পায় তবে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে ঐ সাহেবের হজুরহইতে মোকদ্দমার ভাব দৃষ্টে ও এক্ষণকার চলিত আইনের মতে উপযুক্ত হুকুম হইবার নিমিত্তে এবিষয়ের রিপোর্ট করে ইতি।

যে পেয়াদা সরকারে মাহিয়ানা না পায় ও ক্রোককরণিয়ার মদদ করিতে মোকরর্ হয় তাহার তলবানা নিরূপণ হওনের কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।— যে পেয়াদা সরকারহইতে মাহিয়ানা না পায় এতাবতা কোন মজকুরী পেয়াদা যদি এই আইনের লিখন মতে পোলীসের কোন দারোগার হুকুমে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হয় তবে তাহাকে যে ব্যক্তির কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে নিযুক্ত করা যায় তাহার স্থানহইতে প্রতিদিন ২ দুই আনা হিসাবে তলবানা অর্থাৎ রোজ দেওয়ান যাইবেক ও পোলীসের কোন দারোগা মজকুরী পেয়াদার মারফতে কোন হুকুমনামা ঐ পেয়াদা যে ব্যক্তির কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে নিযুক্ত হইবেক তাহার স্থানে পেশ্‌গী অর্থাৎ আগামী উপরের লিখিত হিসাবে তলবানার যত টাকা আন্দাজী মোট হয় তাহা না লইয়া পাঠাইতে পারিবেক না ও পোলীসের দারোগারা এ বিষয়ে পূরা খবরদারী করিবেক যে কোন মজকুরী পেয়াদা সে যে ব্যক্তির কর্ম্মের নিমিত্তে নিযুক্ত হয় তাহার স্থানে চক্রান্তে কি স্পষ্টক্রমে উপরের নিরূপিত তলবানা সেওয়ায় আর কিছু তলবানা কি ইনাম না লয় ও না চাহে এবং যদি তাহারা ঐ পেয়াদার কোন প্রকারে এই হুকুমের অন্যমত করণের সম্বাদ পায় তরে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে তাহার রিপোর্ট করিবেক ইতি।

২৮ ধারা।

এই ধারাতে ৫ পাঁচ প্রকরণ ও আবকারীর মোতালক হুকুম লেখা যাইতেছে।

দারোগারা শরাবআদি কি অন্য২ মাদক দ্রব্য বিক্রয় কি প্রস্তুতকরণিয়ারা সরকারের বাকী পাড়িলে তাহারদিগের মালআমওয়া

১ প্রথম প্রকরণ।— যদি তাড়ী ও পচুইইত্যাদি পেয় মাদক দ্রব্য কিম্বা আফীমইত্যাদি অন্য২ মাদক দ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয়করণিয়া কোন ব্যক্তি সরকারের বাকীদার হয় ও কালেক্‌টরসাহেবের তাবে যে কোন কার্য্যকারক বাকী উসুল করিবার নিমিত্তে মাল আমওয়াল ক্রোককরণের ক্ষমতা রাখে তাহার সহিত কালেক্‌টরসাহেবের হুকুমনামা জারীকরণের

ণের সময়ে বরাবরী করে তবে ইহা পোলীসের দারোগার নিকটে হলফের দ্বারা প্রমাণ হইলে পোলীসের দারোগার তরফহইতে ক্রোকীর বিষয়ে কালেক্টরসাহেবের ঐ কার্য্যকারকের সহায়তা হইবেক ও ভূমির মালগুজারীর বাকীদার লোকের বাটীর ভিতর যাওনের ও মাল আমওয়াল তালাশকরণের ও তাহা ক্রোককরণের বিষয়ে এই আইনেতে নির্দ্দিষ্ট হওয়া যেং হুকুম এপ্রকারে খাটিতে পারে তাহা সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

ল ক্রোককরণেতে কালেক্টরসাহেবের কার্য্যকারকের সহায়তা করিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— পোলীসের দারোগাদিগের আবশ্যক যে অসঙ্গতরূপে বানান ভাটী কি শরাব ব্যক্ত হইবার নিমিত্তে কালেক্টরসাহেবের মোহর ও দস্তখতে খানাতালাশীর বাবৎ যে সকল পরওয়ানা হয় তাহা জারীকরণের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১০ আইনের ২৪ ধারামতে আবকারী মহালের কার্য্যকারকদিগের সহায়তা করে ইতি।

দারোগারা মতনের লিখিত বিষয়েতে আবকারীর কার্য্যকারকদিগের সহায়তা করিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—উপরের প্রকরণের উক্ত আইনের অনুসারে এমত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে খানাতালাশী কেবল দিবসে এতাবতা সূর্য্য উদয় ও অস্ত হওনের মধ্যে ও যে ঘরবাটী তালাশী করিতে হয় তাহা যে গ্রামে থাকে সেই গ্রামের দুই তিন জন মাতবর লোকের সাক্ষাৎ করা যাইবেক এই প্রকরণের অনুসারে অন্য হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল যে কালেক্টরসাহেবের কার্য্যকারক লোকেরা কি পোলীসের আমলা লোক ঐ সকল পরওয়ানার লিখিত হুকুম জারী করিবার নিমিত্তে বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত লোকদিগের কাহারু অন্দরের মধ্যে কিম্বা যাহারা ঐ সকল লোকের ন্যায় হয় ও তাহারদিগের স্ত্রীলোকেরা প্রায় আবশ্যকব্যতিরেকে বাহির হয় না তাহারদিগের অন্দরের ভিতরে যাইতে পারিবেক না ইতি।

সেং প্রকারেতে কালেক্টরসাহেবের কার্য্যকারকদিগের কি পোলীসের আমলাদিগের বিশিষ্ট লোকের অন্দরের মধ্যে যাইতে ক্ষমতা থাকিবেক না তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যাহারা শরাব কি অন্যং মাদক দ্রব্য বিক্রয় করিবার পাট্টা পাইয়া থাকে পাট্টার লিখিত নিয়মের মতে তাহারদিগের আবশ্যক যে ডাকাইত কি চোর কিম্বা অন্য দুষ্ট লোকদিগকে আপনারদিগের দিকটে থাকিতে না দেয় এবং শরাবইত্যাদি মাদক দ্রব্যের বদলে পোশাকী কাপড় কি অন্য কোন দ্রব্য না লয় ও আপনারদিগের দোকান সূর্য্য উদয় হওনের পূর্ব্বে না খোলে ও অস্তহওনের পরে খোলা না রাখে ও রাত্রিতে কোন জনকে আপনারদিগের দোকানে থাকিতে না দেয় বরং সর্ব্ব প্রকারে তাহারদিগের আবশ্যক যে যদি মন্দ প্রকরণের কোন লোক তাহারদিগের দোকানে যাতায়াত করিতে থাকে তবে তৎক্ষণাৎ তাহার সমাচার মাজিস্ট্রেট্সাহেবের হজুরে কি অতিনিকটে পোলীসের যে দারোগা থাকে তাহার নিকটে দেয় ইতি।

শরাবআদি বিক্রয়কারিণয়ারা যেং হুকুমমত কার্য্য করিবেক তাহার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—পোলীসের দারোগাদিগের আবশ্যক যে যদি শরাব কি অন্যং মাদক দ্রব্য বিক্রয়করণিয়া কোন ব্যক্তি উপরের প্রস্তাবিত নিয়মের অন্য মত করে তবে তাহার সমাচার মাজিস্ট্রেট্সাহেবের হজুরে দিতে থাকে এবং তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে যদি কোন পাট্টাদার সরাবআদি বিক্রয়করণিয়া ব্যক্তি তাহারদিগের তজবীজ করিতে পারিবার

শরাবআদি বিক্রয়করণিয়া কোন ব্যক্তি ঐ সকল নিয়মের অন্য মত করিলে দারোগা তাহার প্রতি যাহা করিবেক তাহার কথা।

পারিবার মত কোন অপরাধের কর্ম্ম করে তবে চলিত যে সকল হুকুম সেই অপরাধের সহিত সম্পর্ক রাখে সেই সকল হুকুমমতে তাহার প্রতি আচরণ করে ইতি।

২৯ ধারা।

এই ধারাতে ১২ বার প্রকরণ ও যে সকল লোক সরকারের তরফহইতে তেজারতের কর্ম্ম করিতে কি নিমকপোখ্তানী কিম্বা আফীন তৈয়ার করিতে নিযুক্ত থাকে তাহারদিগের নামে ফৌজদারী আদালতহইতে হওয়া হুকুমনামা জারীহওনের বাবৎ হুকুম এবং পোলীসের দারোগা ঐ সকল লোকের পক্ষে যাহা২ করিবেক তাহা লেখা যাইতেছে।

তেজারতের কুঠীর সাহেবের তাবে লোকের উপর জামিনীর যোগ্য অপরাধকরণের অপবাদ হইলে তাহারদিগের জামিন দিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জামিনী মঞ্জুরকরণের উপযুক্ত যে সকল মোকদ্দমাতে সরকারের সরঞ্জাম দ্রব্যজাত তৈয়ার করিতে এতাবতা সরকারের তেজারতের কি নিমকের কি আফীনের কার্য্যেতে নিযুক্তথাকা কোন তাঁতী কি কারীগর কিম্বা মলঙ্গী অথবা কার্য্যকারক কিম্বা অন্য ব্যক্তিকে এই আইনের লিখিত হুকুমমতে তলবকরণ কি গ্রেপ্তারকরণের আবশ্যক হয় তাহাতে পোলীসের দারোগাদিগের আবশ্যক যে এক সমন কি ওয়ারণ্ট লিখিয়া লেফাফা করিয়া তাহার উপরে রেসীডেণ্টসাহেব এতাবতা তেজারতের কুঠীর মোখ্তারকার সাহেবের কিম্বা এজেণ্টসাহেব এতাবতা আফীনের কুঠীর কি নিমকের মোখ্তারকার সাহেবের নামে অথবা আড়ঙ্গ কি কুঠী কিম্বা চৌকীতে নিযুক্তথাকা এদেশীয় অন্য কোন প্রধান কার্য্যকারকের নামে শিরনামা দিয়া ও তাহাতে থানার মোহর করিয়া পাঠাইয়া দেয় ও ঐ সাহেবদিগের কি প্রধান কার্য্যকারকের আবশ্যক যে তলবহওয়া ব্যক্তির হাজির হইবার নিমিত্তে উপযুক্ত জামিনী দেন্ কি দেলাইয়া দেন্ ও ঐ হুকুমনামার পিঠে তাহা তলব হওয়া ব্যক্তির উপর জারীহওনের প্রকার ও যে জামিনী দেওয়া যায় তাহার কথা লিখেন কি তলবহওয়া ব্যক্তিকে ঐ হুকুমনামা থানার যে বরকন্দাজ লইয়া গিয়া থাকে তাহার সঙ্গে থানার দারোগার নিকটে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

এমত২ মোকদ্দমাতে আসামীর হাজির হওনের মতের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যে কোন ব্যক্তি সরকারের তেজারতের জিনিস কি নিমক কিম্বা আফীন তৈয়ার করিবার করারদাদ করিয়া তাহা করিতে নিবিষ্টথাকে যদি তাহার নামে জামিন লওয়া যাইবার মত কোন অপরাধের কর্ম্মকরণের নালিশ দরপেশ হয় ও উপরের প্রকরণের লিখিত হুকুমমতে ঐ ব্যক্তিকে তেজারতের জিনিস কি নিমক কিম্বা আফীন তৈয়ারকরণেতে নিবিষ্ট থাকনের কালেতেই তলব করিতে হয় তবে অনাবশ্যকে উপরের লিখিত ঐ২ কার্য্যের কিছু আটক ও বাধা না হইবার নিমিত্তে পোলীসের দারোগাদিগের আবশ্যক যে আসামীকে ঐ২ দ্রব্য প্রস্তুত করিতে নিবিষ্ট থাকনের মধ্যে কিম্বা তাহার পরে স্বয়ং কিম্বা তাহার উকীলকে তলব করে ও যদি ঐ দারোগারা এই ক্ষমতা মত কার্য্য করিতে না পারে তবে তাহারদিগের আবশ্যক যে এ বিষয় তাহার হেতুসহিত মাজিস্ট্রেট্ সাহেবের হুজুরে এত্তেলা করে ও ঐ সাহেবের হুজুরহইতে যে হুকুম হয় সেই মত কার্য্য করে ইতি।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—জানান যাইতেছে যে যদি তাঁতীদিগের কি মলঙ্গীদিগের কিম্বা সরকারের কার্য্যকারকদিগের নামে অথবা অন্য যে সকল লোক সরকারের তেজারতের দ্রব্যজাত কি নিমক কিম্বা আফীন তৈয়ার করিবার করারদাদ করিয়া থাকে কি তেজারতের কুঠীর মোখ্তারকার সাহেবের কিম্বা নিমক কি আফীনের এজেণ্ট অর্থাৎ মোখ্তারকার সাহেবের তাবেতে থাকে তাহারদিগের নামে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্তে হাজির হইবার কারণ কোন সফীনা হয় তবে সে সফীনা এইধারার উপরের প্রকরণের লিখনমতে জারী হইবেক কিন্তু তেজারতের কুঠীর মোখ্তারকার সাহেবের কি নিমক কিম্বা আফীনের মোখ্তারকার সাহেব কিম্বা আড়ঙ্গ কি কুঠীতে কি চৌকীতে নিযুক্তথাকা এদেশীয় অন্য প্রধান কার্য্যকারকের আবশ্যক যে তলবহওয়া ব্যক্তির স্থানে জামিনী তলবকরণের কি তাহাকে থানাতে পাঠাইবার নিমিত্তে তলবকরণের বদলে এই আইনের শেষের লিখিত ১৩ নম্বরের শরওয়ামতে কেবল এক মুচলকা লেখাইয়া লইয়া তাহা পোলীসের যে আমলা সফীনা লইয়া গিয়া থাকে তাহাকে দেন্ ইতি।

সরকারের তেজারতের দ্রব্যজাত তৈয়ার করিতে নিযুক্তথাকা লোকদিগের নামে সফীনা জারী করিবার হুকুমের ও তাহারদিগের স্থানে এই আইনের শেষের লিখিত ১৩ নম্বরের শরওয়ামতে মুচলকা লইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যদি কোন মলঙ্গী কি তাঁতী কি কারীগরের কিম্বা কার্য্যকারকের নামে কিম্বা অন্য যে লোক সরকারের তেজারতের দ্রব্যজাত তৈয়ার করিবার করারদাদ করিয়া থাকে কিম্বা তেজারতের কোন কুঠীর মোখ্তারকার সাহেবের অথবা নিমকের কি আফীনের মোখ্তারকার সাহেবের তাবেতে কর্ম্ম করিতে থাকে তাহার নামে যে অপরাধের অপরাধির জামিন লওয়া হয় না এমত অপরাধের কর্ম্মকরণের নালিশ দরপেশ হয় ও থানার দারোগার বিবেচনায় এই আইনের লিখিত হুকুমমতে অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তিকে নিতান্তই গ্রেপ্তার করিতে হয় তবে ঐ দারোগার আবশ্যক যে আসামী সরকারের তেজারতের দ্রব্যজাতওগয়রহ তৈয়ার করিতে নিযুক্তথাকা লোকের মধ্যে কেহ না হইলে তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার নিমিত্তে যে মতে ওয়ারণ্ট জারী করিয়া থাকে সেই মতে অপরাধিকে গ্রেপ্তার করিবার কারণ ওয়ারণ্ট জারী করে কিন্তু পোলীসের দারোগাদিগের আবশ্যক যে এমত২ প্রকারেতে অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারকরণের পরে এ বিষয়ের সমাচার তেজারতের কুঠীর মোখ্তারকার সাহেব কি নিমক পোখ্তানীর কিম্বা আফীনের মোখ্তারকার সাহেব কি আড়ঙ্গ কি কুঠীতে কিম্বা চৌকীতে নিযুক্তথাকা অন্য প্রধান কার্য্যকারক ইহার মধ্যে যিনি তাহার অতিনিকটে থাকেন তাঁহাকে দেয় ইতি।

সরকারের তেজারতের দ্রব্যজাত তৈয়ার করিতে নিযুক্তথাকা লোকেরা জামিন না লওনের যোগ্য অপরাধ করিলে তাহারদিগের নামে দস্তক জারী করিবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—পোলীসের আমলাদিগের কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ৬ আইনের ১১ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত হুকুমের অনুসারে নিমক পোখ্তানীর মোখ্তারকার সাহেব কিম্বা কোন নিমক চৌকীর এতমামদার অথবা নিমকের মোতালক সিরিশ্তার কার্য্যকারক লোক কিম্বা তেজারতের কুঠীর মোখ্তারকার সাহেব অথবা এজেণ্ট সাহেবেরা কি মালগুজারীর কিম্বা মাসুলের কালেক্টরসাহেবেরা খাইবার কারণ যে লবণ কিম্বা যে সকল বিজোড়া লবণ তৈয়ার কি বিক্রয় কিম্বা চালান অথবা দাখিল হয় তাহা এবং অন্য২ দ্রব্য মিশাল করা খাদ্য লবণ গ্রেপ্তার করিবার এবং ঐ সকল লবণ বোঝাই

বিজোড়া নিমক ধরিবার নিমিত্তে পোলীসের দারোগাদিগের নিমকপোখ্তানীইত্যাদির মোখ্তারকার সাহেবদিগের সহকারিতা করিবার কথা।

করিয়া

করিয়া লইয়া যাওয়া চতুষ্পদ জন্তু কি বস্তু ক্রোক করিবার নিমিত্তে তাহারদিগের নিকটে সহায়তা চাহিলে তাহাতে তাঁহারদিগের সহকারিতা করে ইতি।

দারোগারা বিজোড়া নিমক কি মিশালকরা নিমক দাখিলহওনের কি বিনাঅনুমতিতে নিমক তৈয়ারহওনের সম্বাদ দিবার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—যদি পোলীসের কোন আমলা সরকারের হুকুমের তাবে দেশসকলের মধ্যে তৈয়ার না হওয়া বিজোড়া নিমক ঐ সকল দেশের মধ্যে দাখিলহওনের খবর কি বিনা রওয়ানা কি ছাড়চিঠীতে কোন নিমক চালানহওনের খবর কিম্বা মলঙ্গী লোকের তরফহইতে কিম্বা লোকদিগের আপনং তরফহইতে খালাড়ীতে মোকরর্ করা অন্যং ব্যক্তিরদিগ্‌হইতে কোন নিমক তৈয়ারহওনের খবর কিম্বা খাদ্য লবণেতে খারী নুন কি নাতুন কি সাজীমাটী কি ছাইআদি অন্য দ্রব্য মিশালকরণের সম্বাদ পায় তবে তাহার আবশ্যক যে নিমকের যে কার্য্যকারক অতিনিকটে থাকে ও বিজোড়া নিমক কি মিশাল করা নিমক ক্রোককরণের ক্ষমতা রাখে তাহার নিকটে এ সকল বিষয়ের সমাচার তৎক্ষণাৎ দেয় এবং সে যে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের তাবে হয় তাঁহার হজুরে এ বিষয়ের এত্তেলা দেয় ইতি।

দারোগারা আপনাহইতে নিমক ধরিতে না পারিবার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—পোলীসের দারোগাদিগের আবশ্যক যে উপরের উক্ত বিষয়ের খবর নিমকপোখ্তানীর যে কার্য্যকারক অতিনিকটে থাকেন তাঁহাকে ও আপনারা যেং মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের তাবে হয় সেইং মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবকে দেয় এবং ঐ দারোগাদিগের মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হুকুমমতে কি নিমকপোখ্তানীর কার্য্যকারকের তরফহইতে সহায়তা করিবার দরখাস্ত গুজরিলে কর্ত্তব্য যে ঐ কার্য্যকারকদিগের সহায়তা করে ও তাহারদিগ্‌কে এমত অনুমতি নাহি যে আপনাহইতে এমত নিমক গ্রেফ্তার করিতে কি আটক করিতে পারিবেক কিন্তু যদি এ বিষয়ে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে খাস অর্থাৎ বিশেষ হুকুম হয় তবে পারিবেক ও এমতং প্রকারেতে ঐ কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে ঐ দারোগাদিগের উপর কার্য্যোপদেশের কারণ ঐ শ্রীযুতের হজুরহইতে আলাহিদা হুকুম হইবেক ইতি।

পোলীসের কোন দারোগা মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হুকুমপাওন কি নিমকের কার্য্যকারকের তরফহইতে দরখাস্ত দাখিলহওন বিনা কোন নিমক ক্রোক করিলে যে শাস্তি পাইতে পারিবেক তাহার কথা।

৮ অষ্টম প্রকরণ।—যে সকল প্রকারেতে এমত জানা যায় যে পোলীসের কোন আমলা মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরহইতে খাস অর্থাৎ বিশেষ হুকুম পাওনবিনা কিম্বা যে কার্য্যকারক নিমক ক্রোক করিতে কি তাহার দরখাস্ত করিতে পারে তাহার দরখাস্ত করণ বিনা কোন নিমক গ্রেফ্তার কি ক্রোক করিয়াছে তবে আপন কর্ম্মহইতে তগীরহওনের যোগ্য হইবেক ও নিমকের মালিক কি মালিকদিগের তরফহইতে যে জিলার অধিকারে থাকে সেই জিলার দেওয়ানী আদালতে এ বিষয়ের নালিশ দরপেশ হইয়া সাবুদ হইলে মালিক কি মালিকদিগের যত টাকা খরচপত্র ও নোক্‌সান হইয়া থাকে সে সমস্ত টাকার নিশা করিবার হুকুম ঐ আমলার উপর হইবেক ইতি।

পোলীসের দারোগাদিগের সরকারের বিনাঅনুমতিতে পোস্তের চাসহওনের নিবারণকরণে অতি মনোযোগ রাখিবার কথা।

৯ নবম প্রকরণ।—পোলীসের সমস্ত দারোগাকে অতিতাকীদ করা যাইতেছে যে যদি সরকারের বিনাঅনুমতিতে পোস্তের চাস হওনের কিম্বা সরকারের বিনাঅনুমতিতে আফীন প্রস্তুত কি বিক্রয় কি দাখিল কি চালান হওনের কি কেহ রাখণের খবর পায় তবে ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ১৩ আইনের লিখিত যে সকল হুকুমের বয়ান নীচের প্রকর

গেতে

শেতে করা যাইতেছে সেই সকল হুকুমমতে তাহা না হইতে পাইবার বিষয়ে অতিমনো যোগ ও চেষ্টা করে ইতি।

১০ দশম প্রকরণ।—যদি পোলীসের কোন দারোগা এমত সমাচার পায় যে তাহার থানার অধিকারের সরহদ্দে সরকারের বিনাঅনুমতিতে পোস্তের চাস হইতেছে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে তৎক্ষণাৎ আপনি সরেজমীনে যাইয়া ইহার তহকীক করে ও যদি ইহা সত্য হয় তবে পোস্তের ক্ষেত ক্রোক করিয়া মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবকে এ বিষয়ের এত্তেলা দেয় ইতি।

পোলীসের দারোগারা সরকারের বিনাঅনুমতিতে পোস্তের চাসহওনের খবর পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহা ক্রোক করিয়া তাহার সমাচার মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবকে দিবার কথা।

১১ একাদশ প্রকরণ।—ঐ পোলীসের দারোগার কর্ত্তব্য যে সরকারের বিনাঅনুমতিতে যে চাসী পোস্তের চাস করে তাহার স্থানে কালেক্‌টরসাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারকের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার হজুরে হাজির হইবার নিমিত্তে জামিনী লয় ও যদি ঐ চাসী তলবমত জামিনী দাখিল না করে তবে ঐ দারোগার কর্ত্তব্যতে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া যে সাক্ষিদিগের সাক্ষ্যদ্বারা যত জমীতে পোস্তের চাস হইয়া থাকে তাহা সাবুদ হইতে পারে সে সাক্ষিসমেত মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেয় ইতি।

বিনাঅনুমতিতে পোস্তের চাসকরণিয়াদিগের স্থানে মালগুজারীর কার্য্যের ভারাক্রান্ত সাহেবদিগের হজুরে হাজির হইবার কারণ জামিন লইবার কথা।

১২ দ্বাদশ প্রকরণ।—জানান যাইতেছে যে যদি পোলীসের কোন দারোগা জানিয়া শুনিয়া আপনার থানার অধিকারের মধ্যে সরকারের বিনাঅনুমতিতে কোন ব্যক্তিকে পোস্তের চাস করিতে দেয় কি সরকারের বিনাঅনুমতিতে পোস্তের চাস হইতে দেখিয়া শুনিয়া তাচ্ছল্য করে তবে তাহাহইতে হওয়া গাফিলী ও কসুরের নিমিত্তে আপন কর্ম্ম হইতে তগীর হইবেক ও তাহা সেওয়ায় জানিয়া শুনিয়া তাহার তাচ্ছাল্য করাতে যত ভূমিতে পোস্তের চাস হইয়া থাকে তাহার দৃষ্টে ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ১৩ আইনের ৩১ ধারার নিরূপিত জরীমানার টাকা তাহার দিতে হইবেক ও জরীমানার টাকা না দিলে ছয় মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদ থাকনের যোগ্য হইবেক ইতি।

দারোগারা বিনাঅনুমতিতে পোস্তের চাসহওনেতে তাচ্ছল্য করিলে যে প্রতিফল পাইবেক তাহার কথা।

৩০ ধারা।

এই ধারাতে ছয় প্রকরণ ও কিলাজাত অর্থাৎ গড়ের ও হেতিয়ার বন্দ লোকের ও লড়াইয়ের সরঞ্জামের ও সিপাহী ও লশ্‌করী লোকের সাজ ও পোশাকের ও চাপরাসসকলের ও সরে রাস্তার ও পাগল লোকদিগের বাবৎ ভিন্ন২ হুকুম লেখা যাইতেছে।

১ প্রথম প্রকরণ।—পোলীসের দারোগাদিগের কর্ত্তব্য যে যদি তাহারদিগের থানার অধিকারের মধ্যে কোন ব্যক্তি অনেক হেতিয়ারবন্দ লোক চাকর রাখে কিম্বা কোন কিলা কি গড়ের বুনিয়াদ পত্তন করে কি তাহা মেরামৎ করে অথবা সিপাহী কি হেতিয়ার কিম্বা বারুদ কি লড়াইয়ের আর২ সরঞ্জাম জমা করে তবে এ সকল বিষয়ের এত্তেলা মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবকে দেয় ইতি।

পোলীসের দারোগাদিগের যাহা২ হওয়াতে হঙ্গামা ফসাদ হইতে পারে তাহা হওনের সমাচার মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবকে দিতে হইবার কথা।

২ দ্বিতীয়

যাহারা সরকারের সিপাহী লোকের সাজ ও পোশাক পরে পোলীসের দারোগাদিগের তাহারদিগ্‌কে গ্রেপ্তার করিয়া মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে পাঠাইতে হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ১১ আইনের ৯ ধারানুসারে পোলীসের দারোগাদিগের আবশ্যক যে সরকারের চাকর সিপাহীলোক সেওয়ায় কি যে সকল লোক উপরের হুকুম কিম্বা খাস অর্থাৎ বিশেষ হুকুমমতে হজুরহইতে অনুমতি পাইয়া থাকে সে সকল লোক সেওয়ায় অন্য যাহারদিগ্‌কে অনুমতি নাহি তাহারা যদি সরকারী সিপাহী ও লশ্‌করী লোকের সাজ ও পোশাক ও তাহারদিগের নিশানা পরে কি ধরে যে তাহাতে লোক তাহারদিগ্‌কে সরকারী সিপাহী ও লশ্‌করী লোকহইতে ভিন্ন বোধ করিতে না পারে তবে সে সমস্ত লোককে গ্রেপ্তার করিয়া মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেয় ইতি।

সরকারের কার্য্যে নিবিষ্ট না থাকনের সময়ে যাহারা সরকারের লশ্‌করী লোকের পোশাক পরিতে না পারিবেক তাহারদিগের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ১১ আইনের ৯ ধারার ৫ প্রকরণের অনুসারে এমত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে সুবেদার ও জমাদার ও সারঙ্গ লোক সেওয়ায় সরকারের সমস্ত হুদ্দাদার ও সিপাহী লোককে নিষেধ আছে যে কি দেশে কি বিদেশে সরকারের কর্ম্মে নিবিষ্ট না থাকনের সময়ে কখন লশ্‌করী লোকদিগের পোশাক ও নিশানা না পরে ও না ধরে অতএব পোলীসের দারোগাদিগের কর্ত্তব্য যে যাহারা উপরের হুকুমের অন্যমত করে তাহারদিগ্‌কে গ্রেপ্তার করিয়া মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেয় ইতি।

যাহারা ফৌজের সাহেবদিগের কি মালী কি মুল্‌কী কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের চাকর না হইয়া চাপরাস বান্ধে তাহারা গ্রেপ্তার হইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—এবং পোলীসের দারোগাদিগের ক্ষমতা ও তাহারদিগের প্রতি হুকুম আছে যে যদি ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ১১ আইনের ৯ ধারার লিখিত হুকুমের অন্যমতে সরকারের হুকুমমতে ফৌজের সাহেবদিগের কি মালী কি মুল্‌কী অর্থাৎ রাজকীয় কি শাসনীয় কার্য্যকারক সাহেবদিগের কোন সাহেবের নিকটে নিযুক্তথাকা পেয়াদা কি বরকন্দাজ কি পাইক সেওয়ায় অন্য২ লোক চাপরাস বান্ধে তবে তাহারদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেয় ইতি।

সরেরাস্তার প্রতিবন্ধকতার খবর মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবকে দিবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—পোলীসের দারোগাদিগের কর্ত্তব্য যে এ বিষয়েতে পুরা খবরদারী করে যে কোন ব্যক্তি সরেরাস্তা আপন জমীনের শামিল করিয়া কি তাহার উপরে এমারতের বুনিয়াদ পত্তন করিয়া কিম্বা অন্যপ্রকারে ছোট ও খাট করিতে না পারে ও কিছু বাধা না জন্মায় ও যদি কেহ ইহার অন্যমত করে তবে এ বিষয়ের সমাচার মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে তাঁহার হজুরহইতে হুকুম হইবার কারণ পাঠান যাইবেক এবং তাহার বৃত্তান্ত থানার রোজনামার বহীতে লেখা যাইবেক ইতি।

পোলীসের দারোগারা যে সকলপাগলের পাগলামীতে হানিহওনের সম্ভাবনা হয় তাহারদিগের আত্মীয় স্বজনের হানিহওনের তদবীর করিবার একরারনামা লিখিয়া না দিলে এমত২ পাগলকে গ্রে

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—পোলীসের দারোগাদিগের কর্ত্তব্য যে যদি তাহারদিগের থানার অধিকারের মধ্যে ক্ষেপা ও পাগল লোকদিগ্‌কে পায় ও এমত অনুমান হয় যে তাহারদিগ্‌কে কয়েদ না করিয়া ছাড়িয়া দিলে হানি হইবেক তবে তাহারদিগ্‌কে ধরিয়া সদর মোকামে পাঠাইয়া দেয় কিন্তু যদি সেই পাগলের আত্মীয় স্বজন লোক কোন হানি ও ক্ষতিহওনের বিনারণের যে তদবীর ও উপায় বিহিত হয় তাহা করিবার একরারনামা লিখিয়া দেয় তবে দারোগার আবশ্যক যে এমত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার না করিয়া অবিলম্বে

এ বিষয়ের

এ বিষয়ের রিপোর্ট মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে করিয়া ঐ সাহেবের হুকুমের প্রতীক্ষায় থাকে ইতি।

ফ্তার করিয়া সদর মোকামে পাঠাইবার কথা।

৩১ ধারা।

এই ধারাতে ৪ চারি প্রকরণ ও দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের ও বিলায়তী লোকদিগের মোতালক হুকুম লেখা যাইতেছে।

১ প্রথম প্রকরণ।—পোলীসের দারোগাদিগের কর্ত্তব্য যে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবেরা দওরার সময়ে এক স্থানহইতে অন্য স্থানে যাওন কালে ঐ সাহেবদিগের হুকুম মতে কার্য্য করিতে প্রস্তুত থাকে ইতি।

দারোগারা দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবেরা দওরাতে যাওনের সময়ে তাঁহারদিগের হুকুম মত কার্য্যকরণেতে হাজির থাকিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—বিলায়তের যে সাহেব সরকারের মালী ও মুলকী অর্থাৎ রাজকীয় ও শাসনীয় ব্যাপারের কার্য্যকারক কিম্বা সরকারের অথবা ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের ফৌজের সাহেবদিগের মধ্যে না হন তিনি যদি পোলীসের দারোগাদিগের থানার এলাকা অর্থাৎ অধিকারের মধ্যে অবস্থিতি করিতে যান্ তবে ঐ দারোগাদিগের কর্ত্তব্য যে তৎক্ষণাৎ এ বিষয়ের সমাচার মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে দেয় ইতি।

পোলীসের দারোগারা বিলায়তী যে কোন সাহেব মতনের লিখিত সাহেবদিগের মধ্যে না হন তিনি তাহারদিগের থানার অধিকারে গিয়া বাস করিতে চাহিলে তাহার সম্বাদ মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে দিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—পোলীসের দারোগাদিগের আবশ্যক যে ইঙ্গরেজী সাল তামাম হওনের কিছু পূর্ব্বে উপরের উক্ত বিলায়তী সমস্ত সাহেবকে এই আইনের শেষের লিখিত ২১ নম্বরের শরওয়ামতে পারসী ও ইঙ্গরেজী ভাষাতে লেখা নক্‌শা দেখায় ও সেই নক্‌শার মত আলাহিদা নক্‌শা প্রয়োজন হওয়া এত্তেলার কথাসম্বলিত লেখাইয়া লইয়া মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেয় ইতি।

দারোগারা উপরের উক্ত সাহেবদিগকে নক্‌শা দেখাইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—পোলীসের দারোগাদিগের কর্ত্তব্য যে প্রতিবৎসর ৫ জানুআরির পূর্ব্বে উপরের উক্ত কৈফিয়ৎ মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে পাঠাইতে থাকে ইতি।

উপরের লিখিত কৈফিয়ৎ মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবের নিকটে পাঠাইবার সময়ের কথা।

৩২ ধারা।

এই ধারাতে ২ দুই প্রকরণ ও খাজানা চালানহওনের সময়ে যে২ হুকুমমত কার্য্য করা যাইবেক তাহা লেখা যাইতেছে।

১ প্রথম প্রকরণ।—পোলীসের দারোগাদিগের আবশ্যক যে মালগুজারীর কালেক্‌টরসাহেব কি তাঁহারদিগের তাবে কার্য্যকারক লোকেরা খাজানা হেফাজাতে অর্থাৎ সাবধানে রাখিবার কি চালান করিবার নিমিত্তে তাহারদিগের স্থানে সহায়তা চাহিলে কি তাহার দরখাস্ত করিলে তাহা করে ও রাত্রিতে খাজানা অতিহেফাজাতে রাখিবার নিমিত্তে থানার ঘরের মধ্যে সাবধানে রাখে ইতি।

দারোগাদিগের সরকারী খাজানার নেগাহবানীর মদদ করিতে হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—পোলীসের দারোগাদিগের ইহাও আবশ্যক যে যদি মহাজন লোক কি পোদ্দার লোক আপনারদিগের খাজানা এতাবতা টাকার হেফাজাতের নিমিত্তে

দারোগারা মহাজন ও পোদ্দার লোকের খাজা

নার নেগাহবানীর মদদ করিবার কথা।

মিত্তে তাহারদিগের স্থানে সহায়তার দরখাস্ত করে তবে সাধ্যমতে সহায়তা করে ইতি।

৩১ ধারা।

এই ধারাতে ৩ তিন প্রকরণ ও জমীদার ও সরবরাহকারদিগের মোতালক হুকুম লেখা যাইতেছে।

দারোগারা জমীদারদিগকে তাহারদিগের অপরাধের কর্ম্মহওনের সমাচার দিতে ও অপরাধিদিগকে গ্রেফ্তারও হঙ্গামা ফসাদের নিবারণ করিতে হইবার কথা জানাইয়া দিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—পোলীসের দারোগাদিগের আবশ্যক যে তাহারা যে সময়ে সরেজমীনে তহকীক করিবার কারণ মফঃসলে যায় এবং অন্য যে২ সময়ে হইতে পারে তখন জমীদার ও তালুকদার লোককে ও খেরাজী কি লাখেরাজী অর্থাৎ সকর কি নিষ্কর ভূমির মালিক অর্থাৎ অধিকারি লোককে ও সমস্ত সদরী ইজারদারদিগ্‌কে ও মফঃসলের হর্‌রকম ইজারদার ও কট্‌কিনাদার ও দর ইজারদার লোককে ও নায়েব ও সরবরাহকারদিগকে ও সরকারের তরফহইতে কি কোর্ট ওয়ার্ডসের তরফহইতে ওয়াজিবী মালগুজারী উসুল তহসীল করিবার কারণ যে আমলা লোক নিযুক্ত থাকে তাহারদিগ্‌কে তাহারদিগের যে২ কর্ম্মকরা আবশ্যক তাহা বয়ান করিয়া কহিয়া দেয় এবং তাহারদিগ্‌কে ইহা জানাইয়া দেয় যে যদি তাহারদিগের জমীদারীর কি ইজারার ভূমির সরহদ্দে খুন কি ডাকাইতী কি রাহাজনী কি সিন্ধমারী কি গৃহদাহ কিম্বা চুরী হয় কিম্বা কোন মশহূর ডাকাইত কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বাস করিতে থাকে অথবা কোন চুরীর মাল লওনিয়া কি বিক্রয়করণিয়ার ঠিকানা জানিতে পায় তবে ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের ৯ আইনের ও ১৮১০ সালের ৬ আইনের ও ১৮১১ সালের ১ আইনের ও ১৮১২ সালের ৩ আইনের ও ১৮১৪ সালের ৮ আইনের কি অন্য২ চলিত আইনের লিখনমতে মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবদিগের কি পোলীসের দারোগাদিগের নিকটে স্পষ্টক্রমে কিম্বা গোপনে এ সকল বিষয়ের সম্বাদদেওনের জওয়াব দিবার দায় তাহারদিগের ভারের প্রতি থাকিবেক ও এতদ্ব্যতিরিক্ত তাহারদিগ্‌কে ইহা জানাইয়া দেয় যে তাহারদিগের যে সকল অপরাধির নামে ইশ্‌তিহারনামা জারী হইয়া থাকে তাহারদিগ্‌কে এবং যাহারদিগ্‌কে গ্রেফ্তার করিতে ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৩ আইনের ৯ ধারার লিখিত হুকুমমতে মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরহইতে তাহারদিগের নিকটে ওয়ারণ্ট পাঠান যায় তাহারদিগ্‌কে গ্রেফ্তার করিবার নিমিত্তে ও সর্ব্বতোভাবে সরকারের পোলীসের কার্য্যকারকদিগের কাজিয়া ও ফসাদের নিবারণকরণে ও হঙ্গামা ও অন্য ভারী২ অপরাধের কর্ম্ম না হইতে দিবার ও এক্ষণকার চলিত আইনের লিখনমতে যে সকল অপরাধিদিগ্‌কে তাহারদিগের গ্রেফ্তারকরা আবশ্যক তাহারদিগ্‌কে ধরবিার বিষয়ে যথাসাধ্য সহায়তা ও সহকারিতা করিতে হইবেক ইতি।

মাজিস্ট্রেট্‌সাহেব পোলীসের দারোগাদিগের নিকটে আইনের নকল

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—পোলীসের দারোগারা উপরে লিখিত কর্ম্মসকল সুন্দররূপে করিতে পারে এনিমিত্তে মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাহারদিগের নিকটে উপরের লিখিত কর্ম্মসকলের মোতালক কিম্বা জমীদার ও ইজারদার ও সরবরাহকার লোকেরা

পোলীসের

পোলীসের দারোগাদিগের সহকারিতা করিবার হুকুমসম্বলিত আইনের নকল কি তাহার খোলাসা পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

কি তাহার খোলাসা পাঠাইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—জানান যাইতেছে যে জমীদার ও সরবরাহকারপ্রভৃতি যে সকল লোকের প্রতি আপন জমীদারীর অধিকারের মধ্যে পোলীসের কর্ম্মের আঞ্জাম করিবার হুকুম আছে তাহারদিগের নিকটে এই আইনের নকল পাঠান যাইবেক ও তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে পোলীসের দারোগাদিগের কার্য্যোপদেশের নিমিত্তে এই আইনেতে যে সকল হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই সকল হুকুম আপনারদিগের প্রতি অর্পণহওয়া কর্ম্মের আঞ্জামকরণেতে কার্য্যোপদেশ জ্ঞান করিয়া তদনুসারে কার্য্য করে ইতি।

জমীদারপ্রভৃতি যাহারদিগের প্রতি আপন অধিকারের মধ্যে পোলীসের কর্ম্মের আঞ্জাম করিবার হুকুম থাকে তাহারদিগের নিকটে এই আইনের নকল পাঠাইবার ও তাহারা ইহার লিখিত হুকুম মত কার্য্য করিবার কথা।

৩৪ ধারা।

পোলীসের যে সকল কোতওয়াল ও অন্য আমলা লোক শহর কি কস্‌বাতে পোলীসের মোতালক কর্ম্মের আঞ্জাম করিতে নিযুক্ত আছে তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে এই আইনেতে মফঃসলের পোলীসের দারোগাদিগের কার্য্যোপদেশের কারণ যে সকল হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে আপন২ এলাকা অর্থাৎ অধিকার বুঝিয়া পোলীসের সাধারণ কর্ম্ম কার্য্যের আঞ্জামকরণেতে সেই সমস্ত হুকুমমতে কার্য্য করে ও তাহারদিগের শহর ও কসবার মধ্যে পোলীসের বিশেষ যে সকল কর্ম্মের আঞ্জাম করিতে হয় তাহার নিমিত্তে বিশেষ যে সকল হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে তদনুসারে সে সকল কার্য্য করে ইতি।

কস্‌বা ও শহরেতে মোকররহওয়া কোতওয়াল ও আমলা লোক এই আইনের যে২ হুকুম কসবা ও শহরের মোতালক পোলীসের কার্য্যের সহিত সম্পর্ক রাখে তাহার মতে কার্য্য করিবার কথা।

চালানের

১ প্রথম নম্বর।

চালানের সর্টিফিকটের নক্শা।

বরকন্দাজের নাম।	মোকদ্দমা।	থানাহইতে চালান হওনের তারিখ ও সময়।	মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের আদালতে পঁহুছনের তারিখ ও সময়।	মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের আদালতহইতে রওয়ানাহওনের তারিখ ও সময়।	কৈফিয়ৎ।
মতি সিংহ।	খুন। মতিরাম ফরিয়াদী নথুওগয়রহ আসামীর নামে।	১০ মার্চ। দেড় প্রহরের সময়।	১২ মার্চ। এক প্রহরের সময়।	১৩ মার্চ। দশ দণ্ডের সময়।	

২ দ্বিতীয় নম্বর।

অমুক জিলার অমুক থানার কয়েদীদিগের চালানের নক্শা।

চালানের নম্বর।	ফরিয়াদীর নাম ও নিবাস।	কয়েদী লোকের নাম ও তাহারদিগের নিবাস এবং পরগনার ও জমীদারের কি ইজারদারের নাম।	অপরাধের সংক্ষেপ বেওরা ও তাহা হওনের তারিখ ও নালিশের কি আরজী কি সম্বাদ দিবার তারিখ।	আসামীর গ্রেস্তারীর তরিখ ও সময়।	যে স্থানেতে ও যাহা হইতে ধরা পড়ে তাহার নাম।	আসামী থানাতে পঁহুছনের তারিখ ও সময়।	যে তারিখে ও যে সময়ে ও যে বরকন্দাজের হাওয়ালে করিয়া সদর মোকামে পাঠান যায় তাহার নিরূপণ ও নাম।	সাক্ষিদিগের নাম	কৈফিয়ৎ
১	রামদয়াল সাকিন মৌজে সরায়াকেল।	জয়সুখ সাকিন মৌজে জানসৎ পরগনে দলমু মোতালকে জমীদারী রাম সিংহ জমীদার—১ মহতাব সাকিন মৌজে পহাড়ী পরগনা ঐ জমীদার ঐ	সিন্ধদেওয়া ও জখমী ১৮১৬ সালের ৫ আপ্রিলে হয় নালিশের আরজী ৬ আপ্রিলে দর পেশ হয়।	১৫ আপ্রিলে প্রাতঃকালে।	জান শত গ্রামে নথু চৌকীদার ধরে।	১৫ আপ্রিল সন্ধ্যা কালে।	১৬ আপ্রিল সন্ধ্যা কালে রামসিংহ ও মতী সিংহ বরকন্দাজের হাওয়ালে।	বুধ সিংহ ও কোরা ও রত্মা ও খোদাবক্স।	কৈফিয়ৎ।

৩ তৃতীয় নম্বর।

৩ তৃতীয় নম্বর।

অমুক জিলার অমুক থানার চালানী মালের চালানের নক্শা।

যেং মাল অমুকের বাটী কি ঘরে পাওয়া গিয়া অমুক তারিখ মোতাবেকে অমুক তারিখে অমুকের হাওয়ালে ফৌজদারী আদালতে চালান হইল তাহার তালিকার ফর্দ্দ।

চালানের নম্বর।	প্রত্যেক জিনিসে চপ্টাইয়া দেওয়া নম্বর।	প্রত্যেক জিনিসের নাম ও কৈফিয়ৎ।	ওজন।	আন্দাজী কিম্মৎ।	যে স্থানে পাওয়া যায় তাহার নাম।	তাহা পাওনের সময় ও তারিখ।	যে সকল সাক্ষির সাক্ষাৎ মাল পাওয়া যায় তাহারদিগের নাম ও নিবাস।	যাহার স্থানে কি বাটী কি ঘরে কিম্বা সরহদ্দে মাল পাওয়া যায় তাহার নাম।	যেং মালের উপর চুরীর কি লুঠের দাওয়া হইয়া থাকে ও যেং মালের উপর কেবল সন্দেহ হইয়া থাকে তাহার কথাসম্বলিত সংক্ষেপ কৈফিয়ৎ।

৪ চতুর্থ নম্বর।

অমুক জিলার অমুক থানার অধিকারের সরহদ্দের মধ্যে অমুক মাসে যে সকল ভারীং অপরাধের কর্ম্ম হইয়াছে কি তাহা করিতে উদ্যত হইয়াছে তাহার কৈফিয়তের নক্শা।

নম্বর	ভারীং অপরাধের কথা।	তাহা হইয়াছে।	তাহা করিতে উদ্যত হইয়াছিল।	অপরাধিদিগের সংখ্যা।	ধরাপড়া অপরাধিদিগের সংখ্যা।	কৈফিয়ৎ।
১	ডাকাইতী মায় খুন।					
২	ডাকাইতী মায় জখমী।					
৩	ডাকাইতী।					
৪	নৌকা পথে ডাকাইতী					
৫	জ্ঞানকৃত বধ।					
৬	দ্বেষ ও শত্রুতা করিয়া করা জখমী।					
৭	রাহাজনী খুন কি জখমী কি আর যাহাতেং অপরাধের আধিক্য হয় তাহার সহিত।					
৮	কেবল রাহাজনী।					
৯	কজ্জাকী।					
১০	গরুআদি চতুষ্পদ জন্তু চুরী।					
১১	বধ।					
১২	ভারী হঙ্গামা ও ফসাদ।					
১৩	সিন্ধমারী খুন কি জখমী কি আর যাহাতেং অপরাধের আধিক্য হয় তাহার সহিত।					
১৪	সিন্ধমারী।					
১৫	দশ টাকার অধিক চুরী।					
১৬	দশ টাকাহইতে কম চুরী।					
১৭	থাঙ্গীদারী।					
১৮	গৃহদাহ।					
১৯	আশ্রফী কি টাকা কি পয়শা কৃত্রিম করা।					
২০	আত্মহত্যা।					

জানা কর্ত্তব্য যে এই কৈফিয়তের নীচে যে সকল দৈবাৎ মরণ নদীতে কি ঝীলেতে কি ডুবাতে কি কূপে পড়াতে কি হিংসুক কি বিষধর জন্তুর কামড়েতে হয় তাহার এবং দুর্ভিক্ষে কি অন্য হেতুতে যে মরণ হয় তাহার কৈফিয়ৎ এবং পোলীসের দারোগারা মাসের মধ্যে যে কোন আশ্চর্য্য সম্বাদ পায় তাহার কথা লেখা যাইবেক।

৫ পঞ্চম নম্বর।

৫ পঞ্চম নম্বর।

যে সকল অপরাধিরা জেহলখানাহইতে পলাইয়াছে কিম্বা যে সকল অপরাধিকে গ্রেস্তার করিবার নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের ৯ আইনের লিখনমতে ইশ্‌তিহারনামা জারী হইয়াছে কি যাহারা ভারী অপরাধের কর্ম্মকরণের তহমৎ কি সন্দেহ হওনহেতুক পলাইয়া গিয়াছে ও তাহারদিগ্‌কে গ্রেস্তার করিবার কারণ মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের আদালতহইতে দস্তকজারী হইয়াছে তাহারদিগের কথাসম্বলিত রেজিষ্টরী বহী।

অপরাধির নাম ও জাতি ও জেহলখানাহইতে পলাইয়াছে কি তাহাকে গ্রেস্তার করিবার নিমিত্তে ইশ্‌তিহারনামা জারী হইয়াছে কি তাহার উপর অপরাধকরণের তহমৎ কি সন্দেহ হইয়াছে তাহার কথা।	ঐ অপরাধির পিতার নাম।	অপরাধির আন্দাজী বয়স্।	তাহার চেহারা।	যে স্থানেতে থাকে বোধ হয় সে স্থানের নাম।	তাহাকে গ্রেস্তার করিবার কারণ যত টাকা ইনাম দেওনের করার হইয়া থাকে তাহার সংখ্যা।	তাহাকে ধরিবার নিমিত্তে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হুকুম হওনের তারিখ।	ইশ্‌তিহারনামার তারিখ।	তাহার গ্রেস্তারী কি হাজির হওনের কিম্বা মরণের তারিখ।

৬ ষষ্ঠ নম্বর।

গ্রামের চৌকীদারদিগের রেজিষ্টরী বহীর ও অক্ষর বিলিক্রমে তাহার ফিরিস্তির নক্শা।

গ্রামের নাম।	থানাহইতে যত অন্তর ও যে দিগে তাহার কথা।	গ্রামের মালিক কি সরবরাহকারদিগের নাম এবং যে পরগনার গ্রাম তাহার নাম।	প্রতিগ্রামে নিযুক্তহওয়া চৌকীদারদিগের নাম।	প্রতিগ্রামে যত বাটী তাহার সংখ্যা	কৈফিয়ৎ।

৭ সপ্তম নম্বর নক্‌শা।

অমুক জিলার পোলীসের অমুক থানার আমলার অমুক মাসের ফিরিস্তি।

আমলার সংখ্যা।	পোলীসের প্রত্যেক আমলার নাম।	তাহারদিগের মোকরর্ হওনের তারিখ।	তাহারদিগের তগীর হওনের তারিখ।	যেং আমলা বিদায় হইয়া যাওনহেতুক গরহাজির আছে তাহারদিগের নাম ও বিদায়ের তারিখ।	প্রতিজনকে যতং মাহিয়ানা দিতে হইবেক তাহার সংখ্যা।

৮ অষ্টম নম্বর।

থানাহইতে ফৌজদারী আদালতে ও ফৌজদারী আদালতহইতে থানাতে সরকারী কাগজপত্র পাঠান যাওনের নিমিত্তে জমীদারের তরফহইতে মোকররহওয়া ডাকের চৌকীর ও তাহা সদর মোকামহইতে কত অন্তর তাহার কৈফিয়তের নক্শা।

চৌকীর নম্বর।	যে গ্রামে কি স্থানে চৌকী মোকরর্ হইয়া থাকে তাহার নাম ও পরগনার নাম।	কাগজপত্র চালান করিবার নিমিত্তে যাহার স্থানে দেওয়া যায় তাহার নাম ও নিবাস।	প্রত্যেক চৌকীতে মোকরর্হওয়া ডাকের পেয়াদাদিগের নাম।	জমীদার কি সরবরাহকারের নাম ও তাহার নিবাস।	এক চৌকী অন্য চৌকীহইতে যত অন্তর তাহার কথা।	এক চৌকী অন্য চৌকীর কোন্ দিগে ও তাহার মধ্যের নদী ও ঘাটের নাম।
১ ২	লালগঞ্জ পরগনা ভূষণা। ফুলপুর।	মাণিক মণ্ডল মৌজে লালগঞ্জ রামনাথ পাটওয়ারী মৌজে ফুলপুর।	কল্লু ও ফিকু মান সিংহ্ রামসিংহ।	মহাম্মদ জমীদার সাকিন মুরশিদাবাদ রামনাথ সাকিন নাটুর।	লালগঞ্জ চারি ক্রোশ।	লালগঞ্জের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে ও এই চৌকী ও শেষের চৌকীর মধ্যে বারমাস হাঁটিয়া পার হওয়া যায় এমত এক খাল আছে।

৯ নবম নম্বর।

হিন্দু কোন ফরিয়াদীর হলফ মাফ হইলে তাহার স্থানে যে পাঠে হলফনামা লেখাইয়া লওয়া যাইবেক তাহার শরওয়া।

আমি অমুক ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ জানিয়া একরার করিতেছি যে আমি এই রুবকারহওয়া মোকদ্দমাতে যাহা জ্ঞাত আছি তাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে কহিব এবং ইহাতে কিছু ছাপাইব না ও যথার্থব্যতিরেকে আর কিছু কহিব না ও যদি যথার্থের অন্যমত কিছু কহি তবে ঈশ্বরের নিকটে শাস্তিপাওনের যোগ্য হইব।

কোন মুসলমান ফরিয়াদীর হলফ মাফ হইলে তাহার স্থানে যে হলফনামা লেখাইয়া লওয়া যাইবেক তাহার শরওয়া।

আমি অমুক খোদাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ জানিয়া একরার করিতেছি যে আমি রুবকার হওয়া অমুক মোকদ্দমাতে যাহা জ্ঞাত আছি তাহা আপন ইমানক্রমে প্রকৃতপ্রস্তাবে কহিব ও কিছু ছাপাইব না ও যথার্থব্যতিরেকে আর কিছু কহিব না ও যদি যথার্থের কিছু অন্যমত কহি তবে খোদার নিকটে সাজাপাওনের যোগ্য হইব।

ও ফরিয়াদী আপন দাওয়া জাহির করিলে পরে তাহার কর্ত্তব্য যে এই হলফনামাতে এই মজমুনে দস্তখৎ করে যে আমি অমুক ঈশ্বর কি খোদাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ জানিয়া হলফ করিতেছি যে এই রুবকার হওয়া মোকদ্দমাতে আমি যাহা জানি তাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে কহিয়াছি।

১০ দশম নম্বর।

খানাতালাশীর দস্তকের শরওয়া।

অমুক স্থানের অমুক জাতি অমুকের বাটীতে কি সীমাসরহদ্দেতে চুরীর কি লুঠের দ্রব্য জাত ছাপান আছে মাতবর হেতুতে এমত সন্দেহ হইল অতএব তোমাকে ক্ষমতা বরং হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে তুমি অন্য যে২ লোকের সহকারিতার আবশ্যক হয় তাহার দিগকে লইয়া অমুকের বাটীতে কি সীমাসরহদ্দেতে যাইয়া যদি সেখানে চুরীর কি লুঠের সন্দেহহওয়া কিছু দ্রব্যজাত পাওয়া যায় তবে তাহা ঐ অমুকসমেত এই থানাতে পঁহুছাও।

১১ একাদশ নম্বর।

ফরিয়াদীদিগের কিম্বা সাক্ষিদিগের নামে যে সফীনা হইবেক তাহার শরওয়া।

শ্রীঅমুক সাকিন অমুক স্থান প্রতি আগে অমুক মোকদ্দমাতে তুমি যে২ কথা জ্ঞাত থাকহ তাহা জাহির করিবার নিমিত্তে তোমার হাজির হওয়া আবশ্যক হইল অতএব তুমি

অমুক

অমুক থানাতে অমুক তারিখ অমুক বারের অমুক সময়ে হাজির হইবা ইহার অন্যথা করিবা না ইতি সন অমুক তারিখ অমুক মোতাবেকে সন অমুক।

১২ দ্বাদশ নম্বর।

ফরিয়াদীদিগের স্থানে যে মুচলকা লওয়া যাইবেক তাহার শরওয়া।

আমি অমুক এই মজমুনে মুচলকা লিখিয়া দিতেছি যে আমি অমুক স্থানের অমুকের নামে অপরাধের কর্ম্মকরণের নালিশ করিয়াছি অতএব একরার করিতেছি যে অমুক জিলা কি শহরের মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হুজুরে নালিশের বিষয় সাবুদ করিবার নিমিত্তে অমুক তারিখে কি ইহার পূর্ব্বে হাজির হইব ও ইহাতে যদি কসুর করি তবে মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব যত টাকা জরীমানা আমার কসুরের উপযুক্ত বুঝিয়া তাহা দেওনের হুকুম দেন্ তাহার ও আমার গরহাজিরীতে ও আমাকে হাজির করাইতে যত টাকা খরচ হয় তাহার নিশা করিব ইহাতে কোন প্রকারে কসুর করিব না ইতি তারিখ অমুক সন অমুক মোতাবেকে অমুক।

১৩ ত্রয়োদশ নম্বর।

সাক্ষির স্থানে যে মুচলকা লওয়া যাইবেক তাহার শরওয়া।

আমি অমুক সাকিন অমুক স্থান অমুক মোকদ্দমাতে সাক্ষ্য দিবার কারণ আমাকে সাক্ষী মানিয়াছে অতএব এই মজমুনে মুচলকা লিখিয়া দিতেছি ও একরার করিতেছি যে অমুক জিলা কি অমুক শহরের মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের আদালতে সাক্ষ্য দিবার কারণ অমুক তারিখে কি ইহার পূর্ব্বে হাজির হইব যদি ইহাতে কসুর করি তবে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব যত টাকা জরীমানা আমার কসুরের উপযুক্ত বুঝিয়া তাহা দেওনের হুকুম দেন্ তাহার ও আমার গরহাজিরীতে ও আমাকে হাজির করাইতে যত টাকা খরচ হয় তাহার নিশা করিব ইহাতে কোন প্রকারে কসুর করিব না ইতি তারিখ অমুক সন অমুক মোতাবেকে সন অমুক।

 ১৪ চতুর্দ্দশ

১৪ চতুর্দ্দশ নম্বর।

চালানের সর্টিফিকটের নক্শা।

ফরিয়াদী কি সাক্ষীর নাম।	মোকদ্দমা।	থানাহইতে চালানকরণের তারিখ।	থানার নাম।
রামদয়ালসাক্ষী।	মিঠুরামসিংহের খুনের অপরাধের অপবাদগ্রস্ত চালান নম্বর অমুক।	৫ আপ্রিল।	সম্বল।

১৫ পঞ্চদশ নম্বর।

সমন এতাবতা তলবচিঠীর শরওয়া।

চিঠী তলব আসামী শ্রীঅমুক সাকিন অমুক স্থান প্রতি আগে অমুক নালিশের জওয়াব দিবার নিমিত্তে তোমার হাজিরহওয়া আবশ্যক হইল অতএব তোমার কর্ত্তব্য যে অমুক জিলা কি শহরের মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে কিম্বা অমুক থানাতে আপনাকে কি আপন উকীলকে হাজির করিয়া ফরিয়াদীর নালিশের জওয়াব দেও ইহাতে অতিতাকীদ জানিবা ইতি সন অমুক তারিখ অমুক মোতাবেকে সন অমুক।

১৬ ষোড়শ নম্বর।

যে তলবচিঠীতে জামিনীর নিরূপণ ও তাহার টাকার তাইন লেখা থাকিবেক তাহার শরওয়া।

চিঠী তলব আসামী শ্রীঅমুক সাকিন মৌজে অমুক প্রতি আগে অমুক নালিশ কি দাওয়ার জওয়াব দিবার কারণ তোমার হাজিরহওনের আবশ্যক হইল অতএব তুমি অমুক জিলা কি শহরের মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে কিম্বা অমুক থানাতে স্বয়ং হজির হইয়া কিম্বা আপন উকীল হাজির করিয়া নালিশ কিম্বা দাওয়ার জওয়াব দেও ও তদ্ব্যতিরিক্ত তুমি স্বয়ং কিম্বা তোমার উকীল মোকদ্দমার তজবীজ সারা না হওনপর্য্যন্ত মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হজুরে হাজির থাকিবার নিমিত্তে এক জন কিম্বা তাহাহইতে অধিক জনের জামিনী এত টাকা তাইনে দাখিল করহ ইহাতে অতিতাকীদ জানিবা ইতি তারিখ অমুক বার অমুক মাস অমুক সন অমুক মোতাবেকে অমুক।

১৭ সপ্তদশ নম্বর।

ওয়ারণ্ট এতাবতা দস্তকের শরওয়া।

অমুক মৌজার অমুকের উপর অমুক অপরাধের কর্ম্মকরণের তহমৎ অর্থাৎ অপবাদ হইয়াছে অতএব তোমার কর্ত্তব্য যে ঐ অপবাদগ্রস্তকে গ্রেফ্তার করিয়া থানাতে হাজির করহ ইহাতে তাকীদ জানিবা ইতি সন অমুক তারিখ অমুক মোতাবেকে সন অমুক।

জানা কর্ত্তব্য যে ঐ ওয়ারণ্টের কপালেতে থানার জমাদার কি অন্য যে আমলা তাহা জারী করিতে যায় তাহার নাম লেখা যাইবেক ও সর্ব্ব প্রকারে তাহাতে থানার মোহর ও তাহা যে কার্য্যকারক পাঠায় তাহার দস্তখৎ হইবেক।

১৮ অষ্টাদশ নম্বর।

জামিনীর শরওয়া।

লিখিতং শ্রীঅমুক সাকিন অমুক স্থান কস্য হাজিরজামিনী পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে অমুক

অমুক স্থাননিবাসী অমুকের উপর অমুক অপরাধের কর্ম্মকরণের তহমৎ হইয়াছে এনিমিত্তে তাহার অমুক জিলা কি শহরের মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে হাজিরহওন আবশ্যক অতএব আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আসামীর হাজিরজামিন হইয়া একরার করিতেছি ও লিখিয়া দিতেছি যে ঐ আসামী মোকদ্দমার তজবীজ সারা না হওন ও তাহাতে নাতক হুকুম না হওনপর্য্যন্ত হাজির থাকিবেক যদি গরহাজির হয় তবে এত টাকা জরীমানা সরকারে দাখিল করিব এতদর্থে হাজিরজামিনী পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি তারিখ অমুক মাস অমুক সন অমুক মোতাবেকে সন অমুক।

১৯ ঊনবিংশ নম্বর।

ফেয়ালজামিনীর শরওয়া।

লিখিতং শ্রীঅমুক সাকিন অমুক কস্য ফেয়ালজামিনী পত্রমিদং কার্য্যঞ্চ আগে অমুক স্থাননিবাসী অমুকের উপর অমুক অপরাধের কর্ম্মকরণের তহমৎ হইয়াছে এ নিমিত্তে তাহার সুব্যবহার ও ভাল আচরণ করিবার বিষয়ে ফেয়ালজামিন দিতে হজুরহইতে হুকুম হইয়াছে একারণ আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আসামীর ফেয়ালজামিন হইয়া একরার করিতেছি ও লিখিয়া দিতেছি যে মোকদ্দমার তজবীজ সারা না হওনপর্য্যন্ত আসামীহইতে কোন কর্ম্ম বিরুদ্ধ হইবেক না ও যদি আসামী এমত কর্ম্ম করে তবে আমি এত টাকা জরীমানা সরকারে দাখিল করিব এতদর্থে ফেয়াল জামিনী পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি তারিখ অমুক মাস অমুক সন অমুক মোতাবেকে সন অমুক।

২০ বিংশতিতম নম্বর।

ক্রোককরণিয়ার সহকারিতা করিতে যে মজকুরী পেয়াদা তৈনাৎ হয় তাহার স্থানে যে হুকুমনামা দেওয়া যাইবেক তাহার শরওয়া।

অমুক ক্রোককরণিয়া কি অমুক সরবরাহকার হলফ করিয়া জাহির করিলেক যে অমুক বাকীদার কি তাহার মালজামিনের স্থানে মালগুজারীর বাকী পাওনা এত টাকা উসুল হওনের নিমিত্তে তাহার অমুক দ্রব্য ক্রোক করা আবশ্যক হইয়াছে ও তাহা করণেতে বরাবরী ও প্রতিবন্ধকতা করিয়াছে কিম্বা মাতবর হেতুতে বোধ হইতেছে যে বাধা ও প্রতিবন্ধকতা করিবেক একারণ থানাহইতে অমুক বাকীদারের কি তাহার মালজামীনের অমুক দ্রব্য ক্রোক করণের সহকারিতার নিমিত্তে মজকুরী পেয়াদা তৈনাৎ হইল অতএব বাকীদার অমুককে কিম্বা তাহার মালজামিন অমুককে জানান যাইতেছে যে যদি সে দাওয়া সত্যহওনের বিষয়ে কোন ওজর রাখে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৫ ও ১৬ ধারার হুকুমমতে জিলার জজসাহেবের কিম্বা কালেকটরসাহেবের অথবা পরগনার কাজী কি মুনসেফের নিকটে দরখাস্ত দাখিল করে কিন্তু ইহার মধ্যে তাহার দাওয়ার টাকা দিতে কিম্বা আপন দ্রব্য বিনা হঙ্গামা ফসাদ ও মোজাহেমী করণে

ক্রোক

ক্রোক করিতে দিতে হইবেক ও যদি ইহার অন্য মত করে তবে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব এক্ষণ কার চলিত আইন মতে তাহার যে শাস্তি উপযুক্ত বুঝেন তাহা পাওনের যোগ্য হইবেক।

২১ একবিংশতি নম্বর।

এত্তেলানামার শরওয়া।

বিলায়তী যেং সাহেব লোক সরকারের মালী ও মুলকী কার্য্যকারক সাহেবলোকের মধ্যে কিম্বা কোম্পানি বহাদুরের সরকারের অথবা ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের ফৌজের সাহেব লোকের মধ্যে না হয় তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা পোলীসের যে অধিকারের সরহদ্দের মধ্যে থাকেন তাহার হুকুমমতে নীচের লিখিত নক্‌শায় আলাহিদা কাগজে আপনারদিগের রিপোর্ট লিখিয়া জিলার মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেন।

থানার

ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সাল ২০ বিংশ আইন।

থানার অধিকারের সরহদ্দের মধ্যে বিলায়তী যে সাহেবলোকেরা বাস করেন তাঁহারদিগের নকৃশা।

নাম।	বাসস্থান।	দেশ।	কর্ম্ম।	এদেশে পঁহুছনের তারিখ ও সন।	যে অনুমতিক্রমে এদেশেতে বাস করেন্ তাহার কথা ও তাহার তারিখ।	যে অনুমতিক্রমে অমুক জিলাতে বাস করেন তাহার কথা ও পাওনের তারিখ।	কৈফিয়ৎ।

জানান যাইতেছে যে এই কৈফিয়তে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের দস্তখৎ হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,
P. M. WYNCH,
Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ২০ বিংশ আইনের খোলাসা।

২ ধারা। এই ধারাতে ২ প্রকরণ ও সাবেক আইনেতে যে সকল কথা লেখা গিয়াছিল তাহা এই আইনানুসারে রদহওনের হুকুম লেখা যায়।

১ প্রকরণ। সাবেক আইনের লিখিত হুকুম রদহওনের বিষয়।

২ প্রং। ঐ।

৩ ধারা। এই ধারাতে ৩ প্রকরণ ও পোলীসের দারোগাদিগের মোকরর্ ও তগীর হই বার বিষয়ের হুকুম লেখা যায়।

১ প্রকরণ। পোলীসের দারোগাদিগ্কে মোকরর্ ও তগীর করিবার ক্ষমতা যাহার প্রতি থাকিল তাহার বিষয়।

২ প্রং। পোলীসের কোতওয়াল ও দারোগালোক মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হুকুম না পাইলে পোলীসের কোন কর্ম্মে মোকরর্ করিবার নিমিত্তে কোন ব্যক্তিকে ঠাহরাইতে ক্ষমতা না রাখিবার বিষয়।

৩ প্রং। মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা পোলীসের আমলাদিগ্কে একং সনদ দিবার বিষয়।

৪ ধারা। এই ধারাতে ৪ প্রকরণ ও পোলীসের থানার দারোগাদিগের ও তাহারদিগের তাবে অন্য আমলাদিগের দরজা অর্থাৎ পদের ও তাহারদিগের যেং কর্ম্ম করিতে হইবেক তাহার নিরূপণের কথা লেখা যায়।

১ প্রকরণ। দারোগাদিগের কর্ম্মের নিরূপণের ও তাহারদিগের আপনং তাবে থানার আমলার প্রতি কর্ত্তৃত্ব থাকিবার বিষয়।

২ প্রং। মুহরিরের পদের ও তাহার যেং কর্ম্ম করিতে হইবেক তাহার নিরূপণের বিষয়।

৩ প্রং। জমাদারের পদের ও তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্মকার্য্যের নিরূপণের বিষয়।

৪ প্রং। পোলীসের আমলাদিগের পোলীসের সুপরিন্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্ ও আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের দেওয়া হুকুম আমলে আনিতে হইবার বিষয়।

৫ ধারা। এই ধারাতে ২ প্রকরণ ও প্রতিথানাতে মোহর থাকিবার ও তাহা কর্ম্মে লাগাইবার ও পোলীসের বরকন্দাজলোকের চাপরাস ও হেতিয়ার ও অন্যং সাজসরঞ্জামের বাবৎ হুকুম লেখা যায়।

৫ ধা। ১ প্রকরণ। পোলীসের কোতওয়াল ও দারোগারা নিরূপিত নক্‌শামত এক২ মোহর আপন২ স্থানে রাখিবার বিষয়।

২ প্রং। বরকন্দাজদিগের চাপরাস ও হেতিয়ার ও পোশাকের বিষয়।

৬ ধারা। এই ধারাতে ৪ প্রকরণ ও পোলীসের যে আমলারা ঘাটীতে ও ফাঁড়ীতে তৈনাৎ থাকে তাহারদিগ্‌কে যে ক্ষমতা দেওয়া গেল তাহার ও তাহারদিগের যে২ কর্ম্ম করিতে হইবেক তাহার কথা লেখা যায়।

১ প্রকরণ। ফাঁড়ীতে তৈনাৎহওয়া পোলীসের আমলারা আপন২ ভারের কর্ম্মের আঞ্জামকরণে যে২ হুকুমমত কার্য্য করিবেক তাহার বিষয়।

২ প্রং। ঘাটী ও ফাঁড়ী ও চৌকীতে তৈনাৎহওয়া পোলীসের আমলাদিগের পোলীসের দারোগাদিগের হুকুমের তাবে থাকিয়া আপন২ কর্ম্মের আঞ্জাম করিতে হইবার বিষয়।

৩ প্রং। ঐ আমলাদিগের মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের কি দারোগা লোকের দস্তকবিনা নীচের লিখিত অপরাধি লোককে গ্রেফ্তার করিবার ক্ষমতা থাকিবার বিষয়।

৪ প্রং। গ্রেফ্তারহওয়া ব্যক্তিরদিগকে থানাতে পাঠাইবার বিষয়।

৭ ধারা। এই ধারাতে ৪ প্রকরণ ও পোলীসের আমলারা আপন বিদায়ের দরখাস্তকরণের ও থানাহইতে সদর মোকামে বরকন্দাজ লোক পাঠান যাওনের মোতালক হুকুম লেখা যায়।

১ প্রকরণ। যাহারা পোলীসের আমলা লোকের এওজে কর্ম্মের আঞ্জাম করিবেক তাহারদিগের মোকরর্ হওন ও মাহিয়ানা পাওনের বিষয়।

২ প্রং। বরকন্দাজদিগ্‌কে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের আদালতে পাঠাইবার সময় তাহারদিগ্‌কে এক২ সর্টিফিকট দেওয়া যাইবার বিষয়।

৩ প্রং। বরকন্দাজ ঐ সর্টিফিকট ফৌজদারী আদালতের নাজিরের নিকটে উপস্থিত করিবার বিষয়।

৪ প্রং। বরকন্দাজদিগের সদর মোকামহইতে যাইবার পূর্ব্বে যাহা করিতে হইবেক তাহার বিষয়।

৮ ধারা। এই ধারাতে ১৫ প্রকরণ ও থানার মোতালক কাগজপত্র থানার সিরিশ্‌তাতে সাবধানে রাখিবার হুকুম লেখা যায়।

১ প্রকরণ। পোলীসের দারোগা ও মুহরিরলোকের সরকারী আইন সাবধানে রাখিয়া তাহার হুকুম জারী করিতে হইবার বিষয়।

২ প্রং। থানার কাগজপত্র ও বহী সাবধানে রাখা যাইবার হুকুমের বিষয়।

৮ ধা। ৩ প্রং। দারোগাদিগের নিকটে রোজনামার নিমিত্তে সাদা বহী পাঠাইবার বিষয়।

৪ প্রং। রোজরোজের খবর রোজনামার বহীতে লেখা যাইবার বিষয়।

৫ প্রং। অপরাধিরা ধরা পড়িলে রোজনামার বহীতে যাহা২ লেখা যাইবেক তাহার বিষয়।

৬ প্রং। রোজনামার বহীতে দরখাস্তের খোলাসাইত্যাদি লিখিবার বিষয়।

৭ প্রং। রোজনামার লিখিত প্রত্যেক খবরের তলে দস্তখৎ করিবার বিষয়।

৮ প্রং। মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুরহইতে দারোগাদিগের নিকটে রোজনামার সাদা বহী পাঠান যাইবার বিষয়।

৯ প্রং। কৈফিয়ৎওগয়রহের নকল লিখিবার এক বহী রাখিবার বিষয়।

১০ প্রং। থানার সিরিশ্তায় সমস্ত পরওয়ানাআদির নকল রাখিবার এক বহী রাখিবার বিষয়।

১১ প্রং। মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের আদালতে চালানহওয়া কয়েদীওগয়রহের চালানের নকল লিখিবার এক বহী থানার সিরিশ্তায় রাখিবার বিষয়।

১২ প্রং। ডাকইতীওগয়রহ হওনের কথা লিখিবার এক রেজিষ্টরী বহী থানার সিরিশ্তায় রাখিবার বিষয়।

১৩ প্রং। চুরীর মালআমওয়ালের ফিরিস্তির নকল লিখিবার এক বহী থানার সিরিশ্তায় রাখিবার বিষয়।

১৪ প্রং। অপরাধিদিগের নামআদি লিখিবার এক রেজিষ্টরী বহী থানার সিরিশ্তায় রাখিবার বিষয়।

১৫ প্রং। গ্রামআদির নামের এক ফিরিস্তি থানার সিরিশ্তায় রাখিবার বিষয়।

৯ধারা। এই ধারাতে ১৮ প্রকরণ ও পোলীসের দারোগারা মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুরে ও পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের হজুরে যে২ রিটরণ ও রিপোর্ট ও আর২ কৈফিয়ৎ পাঠাইবেক তাহার মোতালক হুকুম লেখা যায়।

১ প্রকরণ। রোজনামার বহীর ও রেজিষ্টরী বহীর খোলাসা কৈফিয়ৎ মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুরে পাঠাইবার বিষয়।

২ প্রং। দারোগাদিগের আপন২ থানার আমলাদিগের ইসমনবিসীর ফর্দ্দ মাহওয়ারী কৈফিয়তের সঙ্গে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুরে পাঠাইতে হইবার বিষয়।

৩ প্রং। দারোগারা যে২ হুকুমমতে মাহওয়ারী কৈফিয়ৎ তৈয়ার করিবেক তাহার বিষয়।

৪ প্রং। জ্ঞানকৃত বধের কথা অন্য২ বধের কথাহইতে পৃথক্ করিয়া লিখিবার বিষয়।

৫ প্রং। কৈফিয়তের যে দফাতে অঙ্গক্ষতআদির প্রকারের কথা লেখা যাইবেক তাহার বিষয়।

ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ২০ বিংশ আইনের খোলাসা।

৯ ধা। ৬ প্রং।	হঙ্গামা ও ফসাদের প্রকারের কথা কৈফিয়তের যে দফাতে লেখা যাইবেক তাহার বিষয়।
ঐ।	ঐ দফাতে মারিপীটের মোকদ্দমার কথা না লেখা যাইবার বিষয়।
৭ প্রং।	ঐ কৈফিয়তের ১৩ ও ১৪ দফাতে চুরীর মনস্থে দিবা কি রাত্রিতে ঘরআদিতে প্রবেশকরণের প্রকারের কথা লেখা যাইবার বিষয়।
৮ প্রং।	চুরীর মাল লওনের কথা যে দফাতে লেখা যাইবেক তাহার বিষয়।
৯ প্রং।	ঘর পোড়াইবার কথা লেখা যাইবার দফার ও তাহাতে দৈবাৎ ঘর পুড়িবার কথা না লেখা যাইবার বিষয়।
১০ প্রং।	প্রাণিবধের কথা যে দফাতে লেখা যাইবেক তাহার বিষয়।
১১ প্রং।	ভারী২ সমস্ত অপরাধের কথা তাহার অপরাধিরা ধরা পড়িয়া থাকে বা না থাকে ঐ কৈফিয়তে লেখা যাইবার বিষয়।
১২ প্রং।	৪ নম্বরের নক্শামতে মাহওয়ারী কৈফিয়ৎ তৈয়ার করিয়া সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের হজুরে পাঠাইবার বিষয়।
১৩ প্রং।	কৈফিয়ৎ লিখিবার ও তাহাতে তারিখ লিখিবার বাবৎ হুকুমের বিষয়।
১৪ প্রং।	ফৌজদারী আদালতে কাগজপত্র পাঠাইবার সময়ে যে২ হুকুমমত কার্য্য করা যাইবেক তাহার বিষয়।
১৫ প্রং।	হুকুমনামাতে তাহার লিখিত হুকুম ও অন্য২ কথার মত কার্য্য করিবার কারণ দেওয়া মিয়াদের নিরূপণ করিবার বিষয়।
১৬ প্রং।	মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হুকুমনামার রিটরণ লেখা যাইবার মতের বিষয়।
১৭ প্রং।	হুকুমানামার হুকুমমত কার্য্যহইতে বিলম্ব হইলে সেই বিলম্বের কারণ মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুরে এত্তেলা করিবার বিষয়।
১৮ প্রং।	রিটরণ ও অন্য২ কৈফিয়ৎ সংক্ষেপে লিখিবার বিষয়।
১০ ধারা।	এই ধারাতে ৮ প্রকরণ ও ডাকের ও সরকারী কাগজপত্র অতিশীঘ্র ফৌজদারী আদালতহইতে থানাতে ও থানাহইতে ফৌজদারী আদালতে পাঠান যাওনের মোতালক হুকুম লেখা যায়।
১ প্রকরণ।	মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের ও পোলীসের আমলালোকের মধ্যে লিখনপত্র পাঠাইবার শৃংখলা হইবার বিষয়।
২ প্রং।	পরওয়ানা ও অন্য২ কাগজ পঁহুছাইবার ভার যাহার প্রতি থাকিবেক তাহার বিষয়।

ডাকের

১০ ধা।৩ প্রং। ডাকের কার্য্যকারকদিগের সরকারী কর্ম্মের বাবৎ কৈফিয়ৎ ও হুকুমের কাগজ বিনামাসুলে লইয়া পাঠাইবার বিষয়।

৪ প্রং। ডাকের আড্ডা মোকরর্ হইবার বিষয়।

ঐ। জমীদারআদিরা ডাকের কর্ম্ম চলিবার কারণ পাইক ও পেয়াদালোক মোকরর্ করিবার বিষয়।

ঐ। কৈফিয়ৎওগরহের তহকীককরণেতে দারোগার যাহা করিতে হইবেক তাহার বিষয়।

৫ প্রং। এই প্রকরণের লিখিত জমীদারপ্রভৃতির কসুর ও গাফিলী হইলে যে প্রতিফল হইবেক তাহার বিষয়।

৬ প্রং। কাগজ ও কৈফিয়ৎ পাঠাইতে বিলম্ব না হইবার হুকুমের বিষয়।

৭ প্রং। থানাহইতে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের আদালতে কাগজ পাঠাইবার মোতালক অন্যং হুকুমের বিষয়।

৮ প্রং। পোলীসের আমলালোকের মুনসেফদিগের দেওয়া কাগজ জজসাহেবের হজুরে পাঠাইতে হইবার বিষয়।

১১ ধারা। এই ধারাতে ৭ প্রকরণ ও দারোগাদিগ্কে কোনং অসঙ্গত ও অনুচিত কর্ম্ম করিতে নিষেধহওনের হুকুম লেখা যায়।

১ প্রকরণ। পোলীসের আমলালোক তেজারতের কারবার করিতে না পারিবার বিষয়।

২ প্রং। দারোগাদিগ্কে আপনারদিগের নিজের কর্ম্মে থানার বরকন্দাজ নিযুক্ত করিতে বারণ হওনের বিষয়।

৩ প্রং। পোলীসের কোন আমলা ফরিয়াদী আসামীআদি কাহারু স্থানে কোন হুকুমনামা জারী করণের সময়ে কিছু লইলে যে শাস্তি পাইবার যোগ্য হইবেক তাহার বিষয়।

৪ প্রং। দারোগাদিগ্কে জমীদারওগয়রহের তরফ কোন মোখ্তার কি উকীল মোকররীমতে থানাতে রাখিতে বারণহওনের বিষয়।

৫ প্রং। পোলীসের দারোগাদিগ্কে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের খাস হুকুমহওন বিনা ফৌজদারী আদালতের কাছারীতে উকীল মোকরর্ রাখিতে নিষেধহওনের বিষয়।

৬ প্রং। আবশ্যক না হইলে থানার মোকররী মুহরির সেওয়ায় অন্য মুহরির মোকরর্ করিতে নিষেধহওনের বিষয়।

৭ প্রং। দারোগাদিগ্কে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের বিনাহুকুমে গোয়েন্দাদিগ্কে থানাতে আসিতে দিতে নিষেধহওনের বিষয়।

১২ ধারা। এই ধারাতে ৩ প্রকরণ ও পোলীসের দারোগা ও অন্য আমলালোকের যেং মোকদ্দমার তজবীজ করিতে ক্ষমতা থাকিবেক না তাহার হুকুম লেখা যায়।

১ প্রকরণ। এই প্রকরণের লিখিত মোকদ্দমার তজবীজ করিতে দারোগাদিগকে নিষেধহওনের বিষয়।

২ প্রং। যাহারা ঐং মোকদ্দমার নালিশের আরজী থানাতে দেয় তাহারদিগকে মাজিস্ট্রেট্ সাহেবের হজুরে নালিশ করিতে পোলীসের দারোগাদিগের কহিয়া দিতে হইবার বিষয়।

৩ প্রং। দারোগা ও অন্য আমলালোককে রাজীনামা লইতে ও যে মোকদ্দমার বিষয়ে এই আইনে কি অন্যং আইনে কিছু হুকুম নির্দ্দিষ্ট হয় নাহি তাহাতে হাত দিতে ও শাস্তির হুকুম দিতে ও কিছু তলব করিতে নিষেধহওনের বিষয়।

১৩ ধারা। এই ধারাতে ১০ প্রকরণ ও পোলীসের দারোগাদিগের ভারীং অপরাধের বাবৎ নালিশী আরজীলওনের কি তাহা হওনের সমাচারপাওনের পরে যেং কর্ম্ম করিতে হইবেক তাহার বাবৎ হুকুম লেখা যায়।

১ প্রকরণ। দারোগার নিকটে ডাকাইতীওগয়রহের বাবৎ নালিশ উপস্থিত হইলে কি তাহা হওনের খবর পাইলে ও হলফের দ্বারা তাহা সত্য জানা গেলে দারোগাদিগের তাহার বৃত্তান্ত সাক্ষিদিগের স্থানে গোপনে কি স্পষ্টক্রমে জিজ্ঞাসা করিতে হইবার বিষয়।

২ প্রং। সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী বেওরা করিয়া লিখিবার আবশ্যক না হইবার ও তাহারদিগের জোবানবন্দীর খোলাসা মাজিস্ট্রেট্সাহেবের হজুরে পাঠাইবার বিষয়।

৩ প্রং। যে স্থানে অপরাধের কর্ম্ম হয় তাহার নক্শা তৈয়ার করিবার ও রিপোর্টেতে চলিত সন লিখিবার বিষয়।

৪ প্রং। দারোগাদিগকে কোন আইনমতে অনুমতি না থাকিলে তাহারা সাক্ষিদিগকে কোন বিষয়ের সত্যতার নিমিত্তে হলফ করাইতে না পারিবার বিষয়।

৫ প্রং। দারোগারা সমস্ত সাক্ষী জমা করিয়া ও তাহারদিগের জোবানবন্দী করিয়া মাজিস্ট্রেট্ সাহেবের হজুরে পাঠাইবার বিষয়।

৬ প্রং। অপরাধিরা চিনা না গেলে দারোগারা সাক্ষিদিগের স্থানে ফৌজদারী আদালতে হাজির হইবার মুচলকা না লইবার বিষয়।

৭ প্রং। যে অপরাধিরা চিনা গিয়া ধরা না পড়িয়া থাকে দারোগারা তাহারদিগের চেহারা ও নাম ও তাহারদিগের পিতার নাম আপনং কৈফিয়তে লিখিবার বিষয়।

৮ প্রং। কোন মোকদ্দমা তহকীককরণের সময়ে অপরাধির অন্য অপরাধকরণের কথা প্রকাশ হইলে তাহার তহকীক আলাহিদা করা যাইবার বিষয়।

১৩ ধা। ৯ প্রং। ঐ অপরাধী পূর্ব্বে কোন্ অপরাধের নিমিত্তে ধরা পড়িয়াছিল তাহা তহকীক হইলে তাহারো প্রসঙ্গ রিপোর্টে লেখা যাইবার বিষয়।

১০ প্রং। দারোগারা আপনারা থানাহইতে কোন স্থানে যাওনের সময়ে যেং হুকুমমত কার্য্য করিবেক তাহার বিষয়।

ঐ। রিপোর্টেতে চলিত সনের মাফিক তারিখ লেখা যাইবার বিষয়।

১৪ ধারা। এই ধারাতে ১২ প্রকরণ ও জ্ঞানকৃত বধের ও অন্যং প্রকার বধের ও জখমী অর্থাৎ অঙ্গক্ষতকরণের ও অকস্মাৎ মরণের প্রকারেতে সুরৎহালকরণের হুকুম লেখা যায়।

১ প্রকরণ। অকস্মাৎ মরণের ও যে মরণের কারণের নিশ্চয় না হয় এমত মরণের সমাচার নিকটের পোলীসের থানা কি চৌকীতে জমীদারইত্যাদির দিতে হইবার বিষয়।

২ প্রং। দারোগারা জ্ঞানকৃত বধের কি অকস্মাৎ মরণের কি যে মরণের কারণেতে সন্দেহ হয় এমত মরণের সমাচার পাইবামাত্র তাহা যেখানে হইয়া থাকে সে স্থানেতে তাহারদিগের যাইতে হইবার বিষয়।

৩ প্রং। দারোগারা মারাপড়া ব্যক্তির আত্মীয় ও প্রতিবাসির কি জখমীহওয়া ব্যক্তির স্থানে মোকদ্দমার কথা জিজ্ঞাসা করিবার বিষয়।

৪ প্রং। চোটখাওয়া ব্যক্তির স্থানে মোকদ্দমার বেওরা জিজ্ঞাসা করিবার বিষয়।

৫ প্রং। মারাপড়া ব্যক্তির শব কি চোটখাওয়া ব্যক্তির শরীর দেখিয়া তহকীক করিবার বিষয়।

৬ প্রং। যে স্থানেতে মারাপড়া ব্যক্তির শব কি চোটখাওয়া ব্যক্তিকে পাওয়া যায় সে স্থানের নাম লিখিবার বিষয়।

৭ প্রং। মারাপড়া ব্যক্তি বিদেশী বোধ হইলে যাহা তহকীক করিতে হইবেক তাহার বিষয়।

৮ প্রং। অপরাধিদিগের সন্ধান শীঘ্র না পাওয়া গেলে মারাপড়া ব্যক্তির সহিত প্রতিবাসির কিছু শত্রুতা ছিল কি না ইহা পোলীসের আমলাদিগের জানিতে হইবার বিষয়।

ঐ। না চিনা যাওয়া অপরাধিকে অস্ত্রাদির চোট লাগিয়াছে বোধ হইলে যাহারদিগের স্থানে তাহার সন্ধান লওয়া যাইবেক তাহার বিষয়।

৯ প্রং। সুরৎহালেতে পোলীসের দারোগার কি অন্য কার্য্যকারকের দস্তখৎ ও হাজিরথাকা লোকদিগের মধ্যে যত জনের উপযুক্ত হয় তত জনের দস্তখৎ হইবার বিষয়।

১০ প্রং জ্ঞানকৃত বধের প্রকারেতে যে অস্ত্র কি শস্ত্রের দ্বারা ঐ অপরাধের কর্ম্ম হইয়া থাকে তাহা হস্তগত করিতে হইবার বিষয়।

ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ২০ বিংশ আইনের খোলাসা।

১৪ ধা। ১১ প্রং। ঘা ভাল হইবার নিমিত্তে কবিরাজ অর্থাৎ ডাক্তরের ঔষধপটী দেওয়াইবার বিষয়।

ঐ। চোটখাওয়া ব্যক্তিকে চালানকরণেতে তাহার প্রাণের হানিহওনের সম্ভাবনা হইলে না চালান করিবার বিষয়।

১২ প্রং। জ্ঞানকৃত বধের প্রকারে শবের পক্ষে যে আচরণ করা যাইবেক তাহার বিষয়।

১৫ ধারা। এই ধারাতে ৭ প্রকরণ ও ডাকাইতী ও সিন্ধমারী ও অন্য ভারীং অপরাধের ক্রিয়াহওনের প্রকারেতে পোলীসের আমলাদিগের যেং তহকীক করিতে হইবেক তাহার বাবৎ হুকুম লেখা যায়।

১ প্রকরণ। ডাকাইতী কি অন্য ভারীং অপরাধহওনের প্রকারের খবর পাইবামাত্র দারোগার সরেজমীনে যাইতে কি অন্য আমলাকে পাঠাইতে হইবার বিষয়।

২ প্রং। এই প্রকরণের লিখিত প্রকারে যেং জিজ্ঞাসাবাদ করা যাইবেক তাহার বিষয়।

৩ প্রং। সম্বাদ লেখা যাইবার ও তাহাতে আশপাশের বাশিন্দা মাতবরং তিন চারি জনের দস্তখৎ হইবার বিষয়।

৪ প্রং। সুরৎহালকরণের সময়ে হাজিরথাকা লোকদিগকে পোলীসের আমলাদিগের এই প্রকরণের লিখিত কথা জানাইয়া দিতে হইবার বিষয়।

৫ প্রং। চুরী কি সিন্ধমারিকরণের কি করিতে উদ্যতহওনের প্রকারের কৈফিয়ৎ মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে পাঠাইবার বিষয়।

৬ প্রং। অপরাধের কর্ম্মহওনের সময়ে ও মোকদ্দমার অন্য আহওয়াল লেখা যাইবার বিষয়।

৭ প্রং। জমীদারপ্রভৃতির স্থানে যাহা২ জিজ্ঞাসা করা যাইবেক তাহার বিষয়।

১৬ ধারা। এই ধারাতে ১৭ প্রকরণ ও লুঠের কি চুরীর মালতালাশীর বাবৎ হুকুম লেখা যায়।

১ প্রকরণ। লুঠের মালের তালাশীকরণের মতের বিষয়।

২ প্রং। মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের বিনাহুকুমে পোলীসের দারোগারা চুরী কি লুঠের মালতালাশী করিতে কোন এমারৎ কি ঘরের ভিতরে না যাইবার বিষয়।

৩ প্রং। ওয়ারণ্টের লিখিত হুকুম জারীহওনের কথা তাহার পিঠে লিখিবার বিষয়।

৪ প্রং। লুঠের মালের বাবৎ আরজী ও সম্বাদ মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে জানাইবার ও তথা হইতে হুকুম হইবার নিমিত্তে পাঠান যাইবার বিষয়।

৫ প্রং। লুঠের মালতালাশীর সময়ে যেং হুকুমমত কার্য্য করা যাইবেক তাহার বিষয়।

ঐ। তালাশীর সময়ে যেং হাজির থাকিবেক তাহার বিষয়।

ঘরের

১৬ ধা। ৬ প্রং। ঘরের মধ্যে কোন দ্রব্য কেহ না আনে ইহাতে পোলীসের দারোগারা সাবধান হইবার বিষয়।

৭ প্রং। জনানামহালে চুরীর মালতালাশী করিবার সময়ে যেং হুকুমমত কার্য্য হইবেক তাহার বিষয়।

৮ প্রং। যে দ্রব্যকে কেহ চোরা দ্রব্য বলে তাহা কাহারু ঘরে পাওয়া গেলে সে যদি তাহা পাওনের প্রকার বলিতে না পারে তবে সে দ্রব্যসমেত তাহাকে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে চালান করা যাইবার বিষয়।

৯ প্রং। থানাতালাশীর সময়ে সন্দেহহওয়া মাল পাওয়া গেলে যাহা হইবেক তাহার বিষয়।

১০ প্রং। পাওয়া সমস্ত মালের বেওরা লিখিয়া মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে পাঠাইবার বিষয়।

১১ প্রং। কমওজন বহুমূল্য দ্রব্যসকল পাঠান যাওনের মতের বিষয়।

১২ প্রং। যে দ্রব্যের উপর চুরীর কি লুঠের দাওয়া হয় কি সন্দেহ হয় কেবল সেই দ্রব্য ঘরহইতে বাহির করা যাইবার ও বাহিরহওয়া দ্রব্য মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের বিনাহুকুমে ফিরিয়া না দিবার বিষয়।

১৩ প্রং। এই প্রকরণের লিখিত অপরাধের কর্ম্ম হইলে লুঠের কি চুরীর মালের তফসীলওয়ারী এক তালিকার ফর্দ্দ যেখানে ঐ অপরাধের কর্ম্ম হইয়া থাকে সেই খানে ইশ্‌তিহার দিবার নিমিত্তে ভূমির অধিকারির নিকটে পাঠান যাইবার বিষয়।

১৪ প্রং। যাহার স্থানহইতে চুরীর কি লুঠের মাল পাওয়া যায় তাহাকে যাহাং জিজ্ঞাসা করা যাইবেক তাহার বিষয়।

১৫ প্রং। কোন ব্যক্তি আপন বাটী কি ঘরেতে সন্দেহহওয়া মাল পাইলে তাহার যাহা করিতে হইবেক তাহার বিষয়।

১৬ প্রং। বেওয়ারিস্ সমস্ত বস্তু সরকারের হইবার ও তাহা মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের আদালতে পাঠান যাইবার বিষয়।

১৭ প্রং। পোলীসের আমলারা চোরা মালের মূল্যহইতে শতকরা দশ টাকা করিয়া কমিস্যন পাইবার বিষয়।

১৭ ধারা। দারোগারা প্রত্যয়যোগ্য সম্বাদ পাইলে আশরফীআদি কৃত্রিমকরণের অপবাদিদিগের থানাতালাশী করিবার ও তাহারদিগকে কৃত্রিমকরা আশ্‌রফী আদি ও কৃত্রিমকরণের হেতিয়ার ও হিসাবের বহীসমেত মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে পাঠাইবার বিষয়।

১৮ ধারা। এই ধারাতে ৫ প্রকরণ ও হঙ্গামা ও ফসাদ না হইতে পারিবার ও তাহা থামাইবার

থামাইবার নিমিত্তে পোলীসের আমলাদিগের যেং কার্য্য করিতে হইবেক তাহার কথা লেখা যায়।

১৮ ধা। ১ প্রকরণ। মেলাআদিতে অনেক লোক জমাহওনের স্থানে পোলীসের আমলাদিগের স্বয়ং যাইতে ইহবার বিষয়।

২ প্রং। লোকেরা হঙ্গামা ও ফসাদ উপস্থিত করিবার মনস্থে জমাহওনের খবর পাইলে পোলীসের আমলাদিগের জমীদারদিগ্কে উভয় বিবাদিদিগ্কে অন্তর করিতে ও নহিলে বিরোধের বস্তু সরকারে জব্দ হইবেক ইহা কহিতে হইবার বিষয়।

৩ প্রং। পোলীসের আমলারা কাজিয়া হঙ্গামা না হইতে পারিবার ও তাহা থামাইবার নিমিত্তে যেং তদবীর করিবেক তাহার বিষয়।

৪ প্রং। দারোগারা উভয় পক্ষের কোন পক্ষের দ্রব্যের নেগাহবানী করিতে বরকন্দাজ নিযুক্ত করিতে না পারিবার বিষয়।

৫ প্রং। ভূমির পরিমাণের কি ফসলের পরিমাণ ও রকমের নিরূপণ কি বিরোধের ভূমির নক্শা তৈয়ার করিয়া মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুরে পাঠাইবার বিষয়।

১৯ ধারা। এই ধারাতে ১৭ প্রকরণ ও পোলীসের আমলারা কয়েদীদিগের জোবানবন্দী করিবার ও মোটে তাহারদিগের পক্ষে সুব্যবহারকরণের বিষয়ে যেং কার্য্য করিবেক তাহার মোতালক হুকুম লেখা যায়।

১ প্রকরণ। তিনচারি জন সাক্ষির সাক্ষাৎ আসামীর জোবানবন্দী করিয়া লইবার বিষয়।

ঐ। আসামীর কবুলের কথা লিখিয়া লইবার সময়ে যেং হুকুমমত কার্য্য করিতে হইবেক তাহার বিষয়।

২ প্রং। কোন আসামীর উপর অপরাধকরণ কবুল করাইবার নিমিত্তে জোরজবরী করিতে কি কুব্যবহার করিতে কি তাহাকে প্রবৃত্তি দিতে নিষেধ হওনের বিষয়।

৩ প্রং। রাত্রিতে কি থানাভিন্ন অন্য স্থানে কবুলকরা কথা লিখিয়া লওনের হেতু রিপোর্টে লিখিতে হইবার বিষয়।

৪ প্রং। দারোগা গোপনে যাহার স্থানে হয় জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবার বিষয়।

৫ প্রং। যে আসামীরা আপনারা অপরাধকরা কবুল করে তাহারা থানাতে আলাহিদা কয়েদ থাকিবার বিষয়।

৬ প্র। সাক্ষিদিগের স্থানে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের আদালতে হাজির হইবার অর্থে মুচলকা লেখাইয়া লইবার বিষয়।

কয়েদীদিগের

১৯ ধা। ৭ প্রং। কয়েদীদিগের থানাতে থাকনের মতের বিষয়।

৮ প্রং। দারোগা এই প্রকরণের লিখিত প্রকারেতে অপরাধিদিগ্‌কে পায় হাড়ি দিয়া রাখিতে পারিবার বিষয়।

৯ প্রং। ভারীং অপরাধের কর্ম্মকরণিয়াদিগের হাতে হাতকড়ী দিবার বিষয়।

১০ প্রং। আসামীর উপর শক্তাইহওনের জওয়াব দিবার দায় পোলীসের দারোগার শিরে থাকিবার বিষয়।

১১ প্রং। প্রতিদিন যত ক্রোশ পথ চলা যাইবেক তাহার বিষয়।

১২ প্রং। কয়েদীদিগ্‌কে সাবধানে রাখণের উপযুক্ত স্থান জমীদারআদির ঠাহরাইয়া দিতে হইবার বিষয়।

১৩ প্রং। কয়েদীদিগের সঙ্গে পথখরচ কিছু না থাকিলে খোরাকীর নিমিত্তে দর্‌রোজাযাহা পাইবেক তাহার বিষয়।

১৪ প্রং। কয়েদীদিগ্‌কে সদর মোকামে পঁহুছিলে পর ফৌজদারী আদালতের নাজিরের জিম্মা করিবার বিষয়।

১৫ প্রং। কয়েদীদিগ্‌কে এক জিলাহইতে অন্য জিলাতে কি এক থানাহইতে অন্য থানাতে পোলীসের বরকন্দাজ সঙ্গে দিয়া পাঠান যাইবার বিষয়।

১৬ প্রং। কোন আসামীকে থানার কাছারীতে ৪৮ ঘড়ীর অধিক কাল না রাখা যাইবার বিষয়।

১৭ প্রং। পোলীসের দারোগারা যেং হুকুমমত কার্য্য করিবেক তাহার ও ধরাপড়া ব্যক্তিরা জামিন দেওন কি মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের খাস হুকুমহওন বিনা খালাসী না পাইবার বিষয়।

২০ ধারা। এই ধারাতে ১২ প্রকরণ ও মশহূর বদমাইশ্‌ লোকের ও আর যেসকল লোচ্চা লোকন্দরা ও দুষ্ট বোধহওয়া লোকেরা থানার অধিকারের মধ্যেতে নানাস্থানী হইয়া ফিরে তাহারদিগের গ্রেফ্তারীর ও খালাসীর কথা লেখা যায়।

১ প্রকরণ। পোলীসের দারোগাদিগের সমস্ত মশহূর বদমাইশ্‌দিগ্‌কে গ্রেফ্তার করিয়া মাজিষ্ট্রেট্‌ সাহেবের হজুরে পাঠাইতে হইবার বিষয়।

২ প্রং। পোলীসের দারোগাদিগের নিকটে থানার অধিকারের মধ্যে মশহূর বদমাইশ্‌ লোক বসতিকরণের বাবৎ কোন নালিশ হইলে তাহারা গোপনে তাহার তহকীক করিবার বিষয়।

ঐ। আসামীকে তাহার গুজরাণের বেওরা বুঝিয়া ছাড়িয়া দেওয়া যাইবার কিম্বা মাজিষ্ট্রেট্‌ সাহেবের হজুরে পাঠান যাইবার বিষয়।

৩ প্রং। দারোগারা মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের বিনা হুকুমে নীচের লিখিতব্য লোকদিগের সদ্বৃত্তির কি অসদ্বৃত্তির বাবৎ সুরতহাল করিতে না পারিবার বিষয়।

পোলীসের

২০ ধা। ৪ প্রং। পোলীসের আমলাদিগের নামে সন্দেহহওয়া লোকদিগের গুজরাণের সংস্থানের তহকীক ও সাক্ষিদিগের স্থানে জিজ্ঞাসাবাদ সরেজমীনে করিবার হুকুম হইলে যাহারদিগের সাক্ষ্য লওয়া যাইবেক তাহার বিষয়।

৫ প্রং। আসামীর সদ্বৃত্তি জানা গেলে রিপোর্ট পাঠাইবার নতুবা সাক্ষিদিগের স্থানে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের আদালতে হাজির হইবার মুচলকা লইবার বিষয়।

৬ প্রং। বদমাইশ্ ও সন্দেহহওয়া লোকেরা খালাসী পাইতে হইলে গ্রামের প্রধানআদির সাক্ষাৎ পাইবার ও ঐ প্রধানেরা এই প্রকরণের লিখিত বিষয়ের সমাচার দিতে কসুর করিলে যে দণ্ড দিবার যোগ্য হইবেক তাহার বিষয়।

৭ প্রং। খবর না দিলে গ্রামের প্রধানদিগের যে দণ্ড দিতে হইবেক তাহার বিষয়।

৮ প্রং। দারোগাদিগের এই প্রকরণের লিখিত সমস্ত আওয়ারা অর্থাৎ নানাস্থানি লোকদিগকে গ্রেফ্তার করিতে হইবার বিষয়।

৯ প্রং। ঐ সকল লোকদিগের জমাহওনের সংবাদ পাইলে দারোগাদিগের যাহা করিতে হইবেক তাহার বিষয়।

১০ প্রং। আওয়ারা অর্থাৎ নানাস্থানি লোকদিগের নাম জানিতে না পারা গেলে দারোগা ওয়ারণ্ট জারীকরণবিনা তাহারদিগকে ধরিবার ও তাহারা অনেক লোক হইলে এই প্রকরণের লিখিত মতে সহায়তা লইবার বিষয়।

১১ প্রং। যে প্রকারেতে দারোগাদিগকে সন্দেহহওয়া লোকদিগকে জেরজামিনীতে রাখিয়া মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হুকুমহওনের প্রতীক্ষা করিতে অনুমতি আছে তাহার বিষয়।

১২ প্রং। দারোগাদিগের উপরের লিখিতমতে কার্য্যকরণেতে যাহা করিতে হইবেক তাহার বিষয়।

২১ ধারা। এই ধারাতে ১০ প্রকরণ ও গ্রামের চৌকীদার লোকের মোতালক হুকুম লেখা যায়।

১ প্রকরণ। দারোগারা চৌকীদারদিগের এক ফিরিস্তি রাখিবার বিষয়।

ঐ জমীদার ও অন্যং লোকদিগের খালীহওয়া কর্ম্মে মোকরর্ হওয়া লোকের নাম পোলীসের দারোগাকে জানাইতে হইবার বিষয়।

২ প্রং। চৌকীদারেরা পোলীসের দারোগার হুকুমের নীচে থাকিবার বিষয়।

৩ প্রং। গ্রামের চৌকীদারেরা যে দারোগার হুকুমের তাবে হয় তাহার নিকটে সমস্ত বিষয়ের রিপোর্ট করিবার বিষয়।

২১ ধা। ৪ প্রং। গ্রামের চৌকীদারদিগের রিপোর্ট করা বিষয়ের কথা রোজনামার বহীতে লিখিবার বিষয়।

৫ প্রং। চৌকীদারদিগের গ্রেফ্তারীর নিমিত্তে ইশ্‌তিহার হইয়া থাকে ও যাহারা ভারী২ অপরাধের কর্ম্মকরণের সময়েতেই পাওয়া যায় তাহারদিগ্‌কে গ্রেফ্তার করিয়া থানাতে পঁহুছাইয়া দিবার ও তাহারদিগের নিবাসের ও ভারী২ সমস্ত অপরাধের কর্ম্মহওনের এত্তেলা অতিশীঘ্র দিতে হইবার বিষয়।

৬ প্রং। গ্রামের চৌকীদারদিগের স্থানে রিপোর্ট লইবার বাবৎ হুকুমের বিষয়।

৭ প্রং। পোলীসের দারোগাদিগের চৌকীদারদিগের আচরণ ও ক্রিয়ার বিষয়ে যে২ তহ্‌কীক করিতে হইবেক তাহার বিষয়।

ঐ। চৌকীদারের কসুর ও গাফিলী কি বিরুদ্ধাচরণ হইলে যে প্রতিফল হইবেক তাহার বিষয়।

৮ প্রং। চৌকীদারদিগ্‌কে নিজের কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে দারোগাদিগ্‌কে নিষেধহওনের বিষয়।

৯ প্রং। যেখানে২ থানার দারোগা থাকে কি পোলীসের আমলা মোকরর্ থাকা কোন চৌকী কি ঘাটী থাকে সেখানে চৌকীদারীর মোতালক কর্ম্ম পোলীসের আমলা ও চৌকীদার লোক উভয়ে মিলিয়া করিতে হইবার বিষয়।

১০ প্রং। চৌকীদারদিগের সাধ্যমতে অপরাধিদিগ্‌কে মোহড়া দিয়া আটকাইতে ও তাহারদিগ্‌কে গ্রেফ্তারকরণে গ্রামের বসিয়া লোকের সহায়তা লইতে হইবার বিষয়।

ঐ। গাফিলী করিলে তাহারদিগের যে প্রতিফল হইবেক তাহার বিষয়।

২২ ধারা। এই ধারাতে ৫ প্রকরণ ও পোলীসের দারোগারা আপন২ থানার এলাকা অর্থাৎ অধিকারের মধ্যে যেমত ক্ষমতাক্রমে কর্ম্ম করে নীচের লিখিত প্রকারেতে সেই জিলার কি অন্য জিলার মোতালক অন্য২ থানার অধিকারেতে সেই ক্ষমতামত আচরণ করিতে পারিবার হুকুম লেখা যায়।

১ প্রকরণ। দারোগারা বধ ও খুনওগয়রহের খবর পাইলে ও অপরাধিরা ধরা না পড়িলে তৎক্ষণাৎ তাহার সমাচার নিকটবর্ত্তি অন্য থানায় দিবার বিষয়।

২ প্রং। পোলীসের দারোগারা অন্য থানার কি জিলার অধিকারেতে গিয়া অপরাধিদিগ্‌কে ধরিতে পারিবার বিষয়।

৩ প্রং। দারোগা যে প্রকারেতে অন্য অধিকারেতে আপন ক্ষমতাচরণ করিবেক তাহার বিষয়।

৪ প্রং। দারোগা অন্য মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবের অধিকারে অপরাধিদিগ্‌কে গ্রেফ্তার করিলে যে২ হুকুমমত কার্য্য করিবেক তাহার বিষয়।

৫ প্রং। ইস্বলীদের থানাতে ফৌজদারী আদালতের হুকুম জারী করিবার হুকুমের বিষয়।

২৩ ধারা। এই ধারাতে ৪ প্রকরণ ও ফরিয়াদী ও সাক্ষিদিগের মোতালক হুকুম লেখা যায়।

১ প্রকরণ। যে প্রকারে ও যাহার মারফতে সফীনা জারী হইবেক তাহার বিষয়।

২ প্রং। ফরিয়াদী ও সাক্ষির স্থানে মুচলকা লেখাইয়া লওনের হুকুমের বিষয়।

৩ প্রং। কোন২ প্রকারেতে দারোগাদিগের ফরিয়াদীদিগের স্থানে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হুজুরে হাজির হইবার অর্থে জামিনী তলব করিতে হইবার বিষয়।

৪ প্রং। আবশ্যকবিনা সাক্ষিদিগের প্রতি ধুমধাম ও জোরজবরী করিতে দারোগাদিগ্‌কে বারণ হওনের বিষয়।

২৪ ধারা। এই ধারাতে ৬ প্রকরণ ও সমন জারীহওনের হুকুম লেখা যায়।

১ প্রকরণ। পোলীসের দারোগারা হলফ কি হলফনামার দ্বারা নালিশের সত্যতা জানা গেলে এক কেতা সমন জারী করিতে পারিবার কিন্তু তাহা ফরিয়াদীর স্থানে না দিবার বিষয়।

২ প্রং। তলব চিঠীতে জামিনী তলবের আবশ্যক না হইলে তাহা পাওনের রসীদ লইতে হইবার বিষয়।

৩ প্রং। ভারী কি অন্য২ অপরাধকরণিয়াদিগের স্থানে যে জামিনী তলব হইবেক তাহার শরওয়ার বিষয়।

৪ প্রং। আসামী হাজির না হইলে এক দস্তক জারী করিবার বিষয়।

৫ প্রং। কোন অপরাধী হাজির না থাকিলে কি রুপোশ হইলে দারোগার গ্রামের প্রধানের স্থানে অপরাধিকে হাজির করিয়া দিবার কি তাহার সমাচার দিবার মজমুনে একরারনামা লেখাইয়া লইতে হইবার বিষয়।

৬ প্রং। একরারনামার লিখনের অন্যমত করিলে যে দণ্ড হইবেক তাহার বিষয়।

২৫ ধারা। এই ধারাতে ১১ প্রকরণ ও অপরাধিদিগ্‌কে গ্রেফ্তার করিবার ও তাহারদিগ্‌কে জামিনীতে রাখিবার মোতালক হুকুম লেখা যায়।

১ প্রকরণ। এই প্রকরণের লিখিত অপরাধের কর্ম্মকরণের নালিশের আরজী দারোগাদিগের নিকটে গুজরিলে তাহার সত্যতার নিমিত্তে হলফ করাইয়া অপরাধিদিগ্‌কে গ্রেফ্তার করিবার কারণ ওয়ারণ্ট এতাবতা দস্তক জারী করিতে হইবার বিষয়।

২ প্রং। পোলীসের যে আমলার দ্বারা দস্তকজারী হইবেক তাহার বিষয়।

৩ প্রং। আবশ্যক হইলে দস্তক জারীকরণেতে জমীদার ও সরবরাহ্‌কারপ্রভৃতির স্থানে সহায়তা লইতে হইবার বিষয়।